অমৃতসাগর

হরে ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌরহরি বাসুদেব,
রাম নারায়ণ হরে।।

প্রকাশক ঃ

গুরুধাম

শ্রীমৎ বলানন্দ সরস্বতী

বাঙ্গুর এভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০ ০৫৫

দক্ষিণা ঃ ২৫.০০ টাকা

সংস্করণ ঃ

১ম সংস্করণ ঃ ২৮শে আষাঢ়, ১৩৯৮
ইং ১৩ই জুলাই, ১৯৯১
রথযাত্রা

২য় সংস্করণ ঃ ২৫শে আষাঢ়, ১৪২০
ইং ১০ই জুলাই, ২০১৩
রথযাত্রা

বর্ণবিন্যাস ঃ সাই সলিউশন,
জে/জে - ৮, অশ্বিনীনগর,
বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০ ১৫৯
মোঃ ৯৮৩০৯ ৩৭৬৩১

মুদ্রণ ঃ কমলা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণী,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

শিবোহম্ শিবোহম্ শিবোহম্

গুরু বাণী

গুরু সেবা কর। তাঁকে ভালবাস। ঠিক্ ঠিক্ ভালবাসা 'যা - তা' নয়। তিনি ছাড়া জানে না — তাঁকে না দেখলে থাকতে পারে না। নিজের ভাল মন্দ দুইই জানে না। কিসে তাঁর শান্তি-এই চিন্তা। এই ঠিক ভালবাসা।

স্বামী ব্রজানন্দ।

ভগবান শ্রী শ্রী বুড়াশিব ব্রজানন্দের ধর্মগ্রন্থমালা

১।	শ্রীশ্রী বুড়াশিব মাহাত্ম্য	ভূমানন্দ সরস্বতী
২।	লীলা পরিচয় (বাংলা)	শ্রীমৎ গনপতি দেব
৩।	লীলা পরিচয় (ইংরাজী)	শ্রী প্রাণ কুমার ভট্টাচার্য্য
৪।	ভজন-রত্নমালা	শ্রীমৎ গোবিন্দানন্দ
৫।	The Omnipotent	Srimat Rameshananda
৬।	অমৃত সাগর	শ্রীমৎ বলানন্দ মহারাজ
৭।	শ্রীশ্রী সত্য নারায়ণের পাচালি	শ্রী রমনী মোহন দাস
৮।	শ্রীশ্রী ব্রজানন্দ ভজন	শ্রী বরদা সুন্দর ভৌমিক
৯।	গুরুদর্শন	ডাঃ সুনীল বিশ্বাস দেউন্দি, বটতলা, গুপ্ত বৃন্দাবন
১০।	গুরুধাম পত্রিকা	গুরুধাম, কলকাতা
১১।	শ্রীশ্রী ব্রজানন্দ অষ্টোত্তর শতনাম গীতিমালা	শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস রায়
১২।	ব্রজানন্দ পরমেশ্বর স্বয়ং - ৩টি খন্ডে	শ্রী সুবিমল কান্তি মজুমদার

-ঃ অবতরণিকা ঃ-

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ"

'জয় ব্রজানন্দ', "জয় গুরু"

জীবের আনন্দ, দুঃখ ও শোকাদি সকলই ভগবান ব্রজানন্দের নির্দেশিত ইচ্ছা, তবে জীব সকলকে স্বতন্ত্র স্বাধীন চেতনা দিয়া এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন, তারই জন্য জীব সকলের কৃতকর্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভগবান ব্রজানন্দের সেবা-পূজা, "হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে, গৌর হরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে" এই নাম-সংকীর্ত্তন ও দিনান্তে একবার তাঁর দেওয়া ইষ্টনাম জপ করিলেই সর্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

করুনাময় গোলকধামের স্বামী ভগবান ব্রজানন্দ তাঁর নিজের স্বরূপের অনুকরণ করিয়া আমাদের ন্যায় ভক্তসকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান হইলেন প্রভু এবং আমরা (ভক্তসকল) হইলাম তাঁর দাস। তাই আমাদের কর্ত্তব্য হইল তাঁর নাম গান ও জপ দিবাসন্ধ্যায় করা আমাদের দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তি লাভের জন্য। আর সেই মুক্তিলাভ হইল পরম তত্ত্ব। তাই ভগবান ব্রজানন্দের প্রেরিত পত্রগুচ্ছ হইল এক আধ্যাত্মিক এবং ভগবৎ প্রেমের শিখরে পৌঁছানোর এক মহামূল্যবান বাণী ও উপদেশসমূহ।

সকল গুরুভ্রাতা, ভগ্নী এবং ভক্তবৃন্দদের এই আদরের ও ভগবৎ প্রেমের 'অমৃতসাগর' ভগবান ব্রজানন্দের ধর্মগ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ভগবান ব্রজানন্দের করুণায় ও আশীর্বাদে এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হয় ২৮শে আষাঢ়, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে, ইংরাজীর ১৩ই জুলাই ১৯৯১ সনে, দিনটি ছিল মহপূণ্য রথযাত্রার দিন। শ্রীমৎ বলানন্দ সরস্বতী মহারাজের তত্ত্বাবধানে এবং প্রচেষ্টায় এই 'অমৃতসাগর' পবিত্র গ্রন্থটি ভগবান ব্রজানন্দের ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। শ্রীমৎ বলানন্দ সরস্বতী মহারাজ এই পবিত্র গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া এক অভূতপূর্ণ ভগবৎ প্রেমের উন্মোচন ঘটাইয়াছেন।

মূলতঃ এই গ্রন্থটিতে জগৎগুরু স্বামী ব্রজানন্দ তাঁর ভক্তবৃন্দকে আদেশ, উপদেশ এবং ভক্তিমার্গের প্রবেশের এক পথের দিশা প্রদর্শন করাইয়াছেন। কখনো তিনি যশোদা মাঈর গোপাল, আবার কখনো প্রমীলা মাঈর প্রেম ও শক্তির আধার, মহন্তদের প্রশাসক, কচিকাচা ভক্তদের শিক্ষক, আবার কখনো বৈদ্য, স্থপতি এবং

চিকিৎসক রূপে সকল ভক্তশিষ্যগণের কাছে উপদেশ দিয়াছেন, রাধাগোবিন্দ এবং বুড়াশিবব্রজানন্দ স্বরূপে। এই গ্রন্থটিতে ঠাকুর রাধারাণীর নিকটেও ওঁনার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন ভারতবর্ষে বৃন্দাবনের মন্দিরের জন্য স্বয়ং ভগবান অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, আবার 'গুরুধামের' জন্য স্থান নির্বাচন করিতেও ওঁনার হৃদয়াস্থিত ভক্তদের কাছে ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন। দেউন্দিতে (অধুনা বাংলাদেশে) প্রমীলা মাঈকে জানাইতে ভোলেন নাই যে সেই স্থানটি গুপ্ত বৃন্দাবনের রূপ লইবে। বাংলাদেশের দাঙ্গার সময় ঠাকুরের হৃদয় বিদীর্ন করিয়াছিল তৎকালীন প্রশাসন, এতকিছু সত্বেও ভগবান ব্রজানন্দ সকল ভক্তশিষ্যবৃন্দের উদ্ধারের কারণে বহু উপদেশ তিনি এই সকল পত্রের মাধ্যমে জানাইয়াছেন। আজ যাহা সকলেরই জন্য মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়। এই পূন্য গ্রন্থটি অমৃত সাগরে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সবচেয়ে বড় বিষয় হইল ঠাকুরের আশীর্বাদেই সমস্ত অসংশোধিত পত্রগুলো দেখা হইয়াছে কলিকাতায়, ঢাকায় ও দেউন্দিতে। দেউন্দিতে ঐ অবস্থাতেই পাঠ করিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে, "দেউন্দি বটতলা গুপ্ত বৃন্দাবন"-এর এক নূতন বৈচিত্র্যময় ও ভাবাবেগ সৃষ্টি হইয়াছিল, অপূর্ব সে এক দৃশ্য ছিল, যেন স্বর্গ-এর আনন্দ। উপভোগ করিয়াছিল সমস্ত ভক্তবৃন্দরা।

এই 'অমৃতসাগর' ধর্মগ্রন্থটি আজ ভাগবত স্বরূপ। এই রসময় 'অমৃতসাগর' একাধিকবার পাঠ করিলে সঠিক অর্থে শ্রীগুরুর সান্নিধ্য লাভ করা যায়, ইহা অসম্ভব নয়। এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি ভগবৎ প্রেমের নির্দিষ্ট উৎস। এই রসময় 'অমৃতসাগর' গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া ভক্তহৃদয়ে ভগবৎ প্রেম স্থাপনা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও পাথেয়।

এই ধর্মগ্রন্থটিতে সকল ধামের ছবি ছাপানো হইলো। সত্যই এ যেন ঠাকুরের পরম আশীর্বাদ, শুধু মানিক গঞ্জের ছবি দেওয়া গেল না, বাংলাদেশে হরতাল ও গন্ডগোল থাকার জন্য। আগামী সংস্করণে নিশ্চয়ই থাকিবে, ঠাকুরের আশীর্বাদে। উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের পত্রগুলি যথাযথভাবে রাখিয়া, কেবলমাত্র ত্রুটিমুক্ত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

'জয় ব্রজানন্দ' 'জয় গুরু' জয় বুড়াশিব।

শ্রী শ্রী বুড়াশিব ব্রজানন্দ ট্রাস্ট
গুরুধাম, কলিকাতা - ৭০০ ০৫৫

BURASHIB DHAM
Shib Bari Road
Dacca - 1
15.10.67

My Affectionate Rameshananda,

"Brajananda Ashirbad Chiranjib"

I got your letter in time, In this "Bejoya Pranam", I found that you prayed for Indians food, clothes, education, Nationalism, peace and prosperity etc.
I bless you to have these all for Indians but you are to move more and more with my Constant religion, economics, philosophy and science. Then, you will have the Indian and I am with you. Don't worry and despair.

I saw your book and got much pleasure. No more to-day.

Ohm Peace, Peace, Peace,

Ever yours,
Sd/-
Swami Brajananda

N.B.: The above golen letter was published in the Omnipotent.

হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌরহরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে।।

শ্রী শ্রী বুড়াশিব ভগবান ব্রজানন্দের বাৎসরিক উৎসবের সূচী

ক্রমিক নং	উৎসবের নাম	দিন
১	নববর্ষ	১
২	অক্ষয় তৃতীয়া	১
৩	ফুলদোল	১
৪	জামাই ষষ্ঠী	১
৫	রথযাত্রা	১
৬	গুরু পূর্ণিমা	১
৭	ঝুলন পূর্ণিমা	১
৮	জন্মাষ্টমী	১
৯	দূর্গাষ্টমী ও সন্ধিপূজা	১
১০	লক্ষীপূজা	১
১১	দীপান্বিতা	১
১২	অন্নকূট উৎসব (গুরুধাম)	১
১৩	কার্তিক সংক্রান্তি	১
১৪	জগদ্ধাত্রী অর্চনা উৎসব	১
১৫	রাস পূর্ণিমা	১
১৬	গুরুধাম প্রতিষ্ঠা দিবস	১
১৭	ভগবান ব্রজানন্দের আবির্ভাব উৎসব ও তিরোধান (মাঘী পূর্ণিমা)	৩
১৮	শিব চতুর্দ্দশী ও পারনোৎসব	২
১৯	দোল পূর্ণিমা	১
২০	চড়ক পূজা	১

ও জয় ব্রজানন্দ হরে ও

যুগাশিববাস,
ধুমলী, ঢাকা,
৩১/১/৬৬

কল্যাণবরনারায়ণ আশীর্বাদ শতকোটি জানিবে —
অসুস্থতে শুভসংবাদ, তোমার নববর্ষের
প্রণাম পাইয়া আশীর্বাদ করিতেছি
এই বৎসরেই তোমার চাকরী হউক। অর্থ-
কষ্ট দূর হউক। সুস্থ মন, শরীর ফিরে
আসুক। বাঞ্ছা পূরণ হউক। এই বৎসরে
তোমার পূর্ণ শান্তি বিস্তার হইবে। তুমি
নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। এখন আমি দুর্বল
ও নিঃস্ব। তোমাদের দুঃখকষ্ট আমার স-
হ্য হইতে চায়না। কিন্তু তোমাদের কাম-
নাই নাই। কেবল গুরুনাম দিতেছি
সংসার মরণ নাশিবে। আমার সর্বশক্তি
এই নামের মধ্যেই দিয়াছি। কিন্তু বিশ্বাস
ভক্তি সহকারে নিলেই তোমাদের ইহলো-
কে সুখ ও পরলোকে পরমসুখ লাভ হবে।
তোমাদের তাঁর কোন সাধন ভজন নাই।
ও ব্রজের সব [illegible] জন্য আমার

সুধীর, হরু, বীরেন, ধীরেন, হেমা, বিশ্বনাথ
শান্তিঃ আশীর্ব্বাদ লও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
আশীর্ব্বাদক —
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।
P.O. + Vill
Dist. Burdwan.

১১৭এ, চরকডাঙ্গা রোড,
বেলেঘাটা, কলিকাতা,
বুধবার

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার সাড়া পাইতেছি না। শ্রীমান উপেনকে দর্শন দিতে গিয়া তোমাকে খোঁজ করিয়াছি। মাঈও ছেলে-মেয়েকে পাইলাম। তোমাকে পাইলাম না। কাছে থাকিয়া দর্শন লাভ তোমার ঘটিতেছে না, এ বড় দুঃখের কথা। তোমাদের দর্শন দিবার জন্যই এসে থাকি। পুনঃ পুনঃ দর্শন না পাইলে এ দুর্জ্জয় কর্ম্মভোগ কাটিবে কি করে? "না কাটিলে কর্ম্মপাশ সকলি যে অশিব। কামনা নাহিক আর লভিতে জনম, কর্ম্মফল শেষ কর নমো নারায়ণ"। এই সব অবস্থা লাভ কি করে করবে? এবার তো এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। ভক্তদের মহাআনন্দ।
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা,
৩/১২/৭০

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, আমার চলার পথে তোমার সাক্ষাৎ পাই নাই, সেই জন্য মনটা যেন কেমন করছে। আরও তোমার অসুখের কথা শুনিয়া চিন্তায় ছিলাম, তোমার পত্র পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। অচিরেই তুমি কন্যাদায় হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আমি এখানে আসিয়া শিবচতুর্দ্দশীর আয়োজন সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্ দেখিতে পাইলাম, আশ্রমবাসী সাধুরাই সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, নইলে আমাকে খুব বেগ পাইতে হইত। কারণ আমিতো মাত্র দুইদিন পূর্বে ধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এবার শিবচতুর্দ্দশী অন্যান্যবার অপেক্ষা ভালই হইয়াছে। চারি প্রহরে বূড়াশিবের চরণে তোমাদের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা জানাইয়াছি। পরদিবস পারণার ভোগের সময় চার পাঁচশত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। চারমন চাল তদুনযায়ী ডাল, তরকারী, দধি, মিষ্টান্ন, টক, ফল ও মিঠাই মন্ডা ভোগ দিয়া উপস্থিত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করিয়া দেই। উক্ত পারণার দিবস এক অপুত্রক আমার আশীর্বাদে পুত্র লাভে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে একছরা সোনার হার পরায় এবং আমার প্রসাদ দিয়া ছেলের অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমাধা করে। এই সঙ্গে শিবচতুর্দ্দশীর আশীর্বাদ পাঠাইলাম। তোমরা শিরে ধারণ করিয়া সর্বতোভাবে সুখী হও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা,
২১/১২/৬১

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার দোলপূর্ণিমার আবীর অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক। তোমার গুরুতে অনন্য ভক্তি হউক। তোমার মন গুরুতে সম্যক বিলীন হউক। সূর্য্য উদয় না হলে সংসারের অন্ধকার ঘোঁচেনা, তেমনই গুরু বিনে মানুষের মনের অন্ধকার দূর হয় না। শ্রী গুরুদেবের চরণ কৃপা হইলে মানুষ সংসার সাগর পার হইয়া থাকে। গুরু বিনে নিস্তার নাই। গুরুভক্তিতে জন্ম জন্মান্তরের পাপরাশি নষ্ট হয়। যেমন অগ্নিতে যাহা কিছুই পড়ে তাহা ভস্ম হইয়া যায়। দেবতারা পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিয়া থাকে ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তি লাভ করিতে। শুদ্ধ মনে ভাগবত্ রূপে গুরুতে ভক্তি রাখিলে তাহার সমস্ত মনস্কামনাই সিদ্ধ হইয়া যায়। ভজন, পূজা, পাঠ, দান-আদি কর্ম্ম করিলে যে ফল লাভ হইয়া থাকে তাহা এক ভক্তিতেই লাভ হইয়া থাকে। গুরুভক্তি জাগাইবার জন্যই যে গুরুধামের প্রতিষ্ঠা হইল। গুরুধামের খোঁজ খবর লইবে। সকাল সন্ধ্যায় ভোগ আরতির শৃঙ্খলতা করিয়া দিবে ও সাধুভাবে সেবকদ্বয়কে চালাইবে। তাহা হইলেই তো সবদিক দিয়াও সব সুশৃঙ্খল হইয়া আসিবে। পানুর পরীক্ষা ভালই হইবে। আমার আর কুশল কি, তোমাদের কূশলেই কূশল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৬/৪/৬১

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম, আশীর্বাদ করি তুমি অচিরেই রোগ মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যবান হও। এই আশীর্বাদেই তোমার পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হইবে। অন্যান্য সবাইকে আমার এই আশীর্বাদ জানাও এবং তুমি লও। এই সঙ্গে পদধূলি পাঠাইলাম। শিরে ধারণ করিয়া সর্ব বিপদ হইতে মুক্ত হও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পদধূলি পাছে পাঠাইতেছি।

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৬/৪/৬১

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী তরঙ্গিণী, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তুমি সকল বাধন ছিন্ন করিয়া দেহমন সমর্পিয়া শ্রীচরণের দাসী হও। আমার বরিশালের নাতিনজামাই শিষ্যের নাম ও কুশল মঙ্গল লিখিয়া জানাও। বলহরি ও রামমোহনকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৫/৬/৬১

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, সদ্‌গুরুর শিষ্য মহাভাগ্যবান। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইলে তাহার আর চিন্তা ভাবনার কিছুই থাকে না, কামজারীও থাকে না। সে হেলায় হউক, নিষ্ঠায় হউক দিনান্তে নামটি একবার লইলেই হয়। তবেই তোমার ইহ-পরকালের কাজ হইয়া যায়। তোমাদের কোন সাধন ভজন নাই, একবার 'জয়গুরু' বলে ডাক দিবা মাত্র। দয়াল হরির আগমনে জীবের সাধন ভজন সরল হইয়া যায়। তুমি মরতে চাইলে কি মরতে পার? তুমি যে কার সে খবর কি রাখ? তোমার এক পা নরিবার ক্ষমতা নাই। সর্ব্বশক্তিমান ব্রজানন্দ সেই একমাত্র নিয়ন্তা ও সর্ব নির্বাহ কর্ত্তা। তুমি তাঁর হাতের পুতুল মাত্র। তোমার ধানাই পানাই ছেড়ে দিয়ে আমার নামে পরে থাক। তোমাকে আর কোন আপদ বালাইতে পাবে না। এই সঙ্গে আশীর্বাদ পদধূলি পাঠাইলাম।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২১শে ভাদ্র ১৩৬০

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মান বাবা যোগেশ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। ঝুলনের পর হইতেই আমার শরীর সর্দ্দি কাসীতে খারাপ হইয়া পড়ে। তাই উত্তর করিতে

বিলম্ব হইল। পত্রাদি যদিও ব্যবহার করি নাই কিন্তু কৃপাদৃষ্টি তোমাদের উপর নিক্ষেপ করিতে মোটেই বিড়ম্বনা হয় নাই। তোমাদের কথা কি আমি ভুলিতে পারি। আমারও কখনও ভুল হবারও নয়। ভক্ত যে আমার প্রণের প্রাণ। আমি কখনো ভক্তকে হারাই না, ভক্তও আমাকে হারায় না। এর মধ্যেই দর্শন দিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দেহটা সুস্থ না থাকায় হইয়া উঠছে না। আমার কৃপার ফোয়ারা তো ছুটাইয়াই রেখেছি। ইচ্ছামত পান করিয়া লইলেই হয়। তুমি আমার স্মরণ লইয়া থাক। অবলীলাক্রমে কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। মুক্তাত্মা ভগবানের স্মরণ লইলে তিনিই কৃপা করিয়া ও মাহামায়া হইতে মুক্তি দান করিতে পারেন, নচেৎ অন্য উপায় নাই। তুমি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ বটে কিন্তু তোমার গুরু তো মুক্তাত্মা মহাপুরুষ, তিনিই তোমার ভববন্ধন ছেদন করিবেন। তুমি শুধু গুরুসেবা ও গুরুবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হও। তোমার আর চিন্তা কি? ভব ভয় হারী শ্রীহরিই গুরুরূপে তোমার সন্মুখে সমাসীন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৬০

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বৈষ্ণবের আশীর্বাদ শিবের ভূষণ, ঘূঁচায় সংসার দৃঢ় বন্ধন। বাবা

তোমার আর চিন্তা করিবার আর কিছুই নাই কারণ সদ্‌গুরুর শিষ্য মহাভাগ্যবান, তোমরা আমার আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া নির্ভর ও নিশ্চিন্ত হও।

সদ্‌গুরু আশ্রয় বিনে যত দেখ ধর্ম্ম,
সকলই অনর্থ মাত্র শ্রুতিগণের মর্ম্ম।
যে ধর্ম্ম সংসার পুনঃ পুনঃ উপজায়,
যে ধর্ম্ম অধর্ম্ম মানিয়া শ্রুতি গায়।
বহু ভাগ্যে যদি হয় সাধুর সঙ্গতি,
বুঝায় যথার্থ তবে ঘুঁচায় দুর্মতি।”

স্বপ্রয়োজন অপেক্ষা মুক্তি প্রয়োজনই শ্রেষ্ঠ। কাজেই বাবা কোন ভয় করিওনা, ভরষা বাঁধ। পানুর দিকে দৃষ্টি রাখিলাম। আমি শনিবার 2nd Flight এ আসিতেছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৬০

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, আমি গতকাল বৈকাল ৫½ ঘটিকায় মঙ্গলময় শ্রীধামে পৌঁছিয়াছি। আসবার কালীন তোমাকে দর্শন দিতে পারি নাই। এখানে শ্রীধামসহ ভক্তবৃন্দ সবাইকে কুশলেই দেখিতে পাইলাম। তুমি আমার

মঙ্গলময় দর্শন তোমাদের সবাইকে জানাইও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২৬শে জৈষ্ঠ ১৩৫৯

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র কয়েকখানা পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীধামে না থাকায় যথাসময়ে উত্তর করিতে পারি নাই। তবে তোমার প্রার্থনাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ত্রুটি হয় নাই। তোমার যখন যা প্রার্থনা জানাইবে আলস্য করিবেনা, আমি পূরণ করিব। তোমাদের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গল কামনাই আমার একমাত্র কর্তব্য। তোমাদের নামের মধ্যেই আমার পূর্ণ শক্তি রহিয়াছে। সময় মত নাম কর। নামের কাছে যে যা চাইবে সে তাই পাইবে। তোমার দীক্ষা মন্ত্রটী দিনান্তে অন্ততঃ একবার লইও, নামই তোমাদের আত্ম উন্নতি ও মুক্তির পথে অগ্রসর করাইবে। গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। যে শিষ্য সর্বদা গুরু মূর্ত্তি ধ্যান করে সে কাশী বাসের ফল লাভ করে। গুরু তারকব্রহ্ম স্বরূপ, নররূপী ভগবান। **গ** এই বর্ণটি উচ্চারণ করলে মহাপাতক নাশ হয়, **উ** উচ্চারণে ইহজন্মের পাপ নষ্ট হয়। আর **রু** উচ্চারণে পূর্ব জন্মের পাপ নষ্ট হয়। তুমি একটু আমায় স্মরণ রাখিবে। তবেই আমি তোমাদের দুটি প্রাণীর মুখ উজ্জ্বল ও শান্তি সুখ দান করিতে পারিব। গুরু কাঁচ পোকা

তুল্য ও শিষ্য তেলাপাকা স্বরূপ। কাঁচ পোকা তেলা পোকাকে ধরলে তেলা পোকা কাঁচ পোকাকে অবিশ্রান্ত চিন্তা করতে করতে আপনার স্বরূপ হারাইয়া কাঁচ পোকার স্বরূপ ধারণ করে, সেই প্রকার তোমরাও আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের চিন্তা করিয়া সচ্চিদানন্দ হইয়া যাও। জয় ব্রজানন্দ হরে, জয় ব্রজানন্দ হরে, জয় ব্রজানন্দ হরে। আমার মাঈকেও আমার সখা সখীগণকে আমার শান্তি আশীর্বাদ জানাও এবং তুমিও গ্রহণ কর। আমরা আশ্রমবাসী সকলেই কুশলে আছি। তুমি নির্ভয় হও, নিশ্চিন্ত হও। হাল ছেড়োনা ভরসা বাঁধ, পারবে যেতে বেয়ে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,

ঢাকা ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৯

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি শ্রীগুরুতে তোমার অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস হউক। গুরু যে সেই পরমবস্তু, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ইহা তোমার বুঝিবার শক্তি লাভ হউক। আমার এই আশীর্বাদেই তোমার ষোল আনা বিশ্বাস হইলেই যে তুমি ত্বরিয়া যাও। তোমার সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়। সেই দর্শন পাইলেই যে আনন্দ লাভ করিতে পার, পরম শান্তি পাইতে পার। জীবে ঠিক ঠিক দর্শন পায়না বলিয়াই এত হায় হায় রব ও দুঃখ কষ্ট। হনুমান যেমন রামনামের জোরে একলাফেই সাগর পার হইয়া গেল আবার গন্ধমাদন পর্বতটাও হাতে করে নিয়ে এল, আমার ইচ্ছা তোমারও

আমার নামে সেই বিশ্বাস হউক। এবার একটা লীলা তোমোকে দিয়ে করে যাই, জগতে একটা দাগ রেখে যাই। আগেও যেমন নামের গুণে এই সব লীলা হয়েছে তবে এখন কেন হইবে না? আমি আসিয়াছি পর হইতে এ যাবৎ একটুকুও অবসর নাই। এখানকার ভক্তদের চারিমাসের আর্জি সকল পেশ কারিয়াছে। কাহারও দীক্ষা, কাহারও অন্নপ্রাশন, কাহারও বিবাহ এই সমস্ত দরখাস্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং তাহার বিধী বিধান করিতে হইতেছে, ইহার মধ্যে শিবরাত্রি এসে উপস্থিত হল। এবার "শিবরাত্রি" ভাল ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। এই সঙ্গে শিবরাত্রির আশীর্বাদ পাঠাইলাম। তোমরা সকলেই গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রকার দুঃখের হাত এড়াও। তোমার অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,

ঢাকা ৩রা আষাঢ়, ১৩৫৮

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার চিঠি কখানা আমি যথাসময়ে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি সময়াভাবে উহার উত্তর করিতে না পারিলেও তোমার ভক্তি স্মৃতি আমার মন হইতে সরাইয়া লইতে পারি নাই। তোমার ভক্তি পরিপাটি সবই আমার মনে আছে। তোমার পাগল হইবার কোন কারণ নাই। আমার দর্শন পাইবার একটা উপায় আজ তোমকে বলিয়া দিতেছি। তুমি আমাকে একটা ছোট খাট বাড়ী বা জমির অনুসন্ধান করিয়া দাও। আমি চিরকাল আশ্রমবাসী। তোমাদের কলিকাতায় গেলে আমাকে ভক্তালয়ে থাকিতে হয়। উহা আমার ভারী অসুবিধা জনক। তুমি আনুসন্ধান করিয়া

আমাকে লিখিলেই আমি চলিয়া আসিব এবং দেখিয়া শুনিয়া দাম ঠিক করিয়া ক্রয় করিব ও সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তোমাদের সকলের দর্শনের সুবিধা করিয়া দিব। স্থানটী হাট বাজারের নিকট হওয়া চাই। আমার পছন্দ হয় শ্যামবাজার, কি বাগবাজার, কি টালা, কাশীপুর এই সমস্ত স্থানদিয়া। খাজনা করা বাড়ী বা জমি আমি চাইনা। ভূমির সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব আমার হইবে। বাবা এই খোঁজটি করিয়া আমাকে জানাইলে আমি তোমাদের দর্শনের সুবিধা করিয়া দিব। বাবা সদর্থে তোমার কায়িক পরিশ্রম ব্যয় করিলে তোমার প্রাণ ভক্তিপূর্ণ ও পবিত্র হইবে। এবার তোমার মহা সৌভাগ্য, গুরুবাক্য পাইয়াছ, কাজে লাগিয়া যাও। আর বিলম্ব করিওনা। দীক্ষা কালে কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে— "এ দেহ তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম"। এখন আমি তার পরিচয় পাইতে চাই। তোমার দেহ যদি আমার হইয়া থাকে তবে আমার কাজে লাগাও। তাড়াতাড়ি করে একটা বাড়ীর খবর আমায় জানাও। পাওয়ার মত পাইতে হইলে দেওয়ার মত দিতে হয়। তবে তো আমার কৃপালাভে ধন্য হইবে। আমার জন্য তোমারা কোন চিন্তা করিওনা। আমি আছি তোমাদেরই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। জয় ব্রজানন্দ হরে, জয় ব্রজানন্দ হরে।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৯ই শ্রাবণ, ১৩৫৮

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার ভক্তি পূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। ইতিপূর্ব্বেও তোমার একখানা ভক্তি পূর্ণ পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার গুরুপূর্ণিমার শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ কর। তুমি যে আমার আদেশ পালনে কোমর বাঁধিয়াছ সে জন্য আমি তোমার ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। বাবা, তোমার প্রাণ তো আমার হাতের মুঠে তাহা যাবে কি করে, এই ভাবে খালি হাতে নিয়ে লাভ কি? কিছু সম্বল করে দিব, তারপর যাবে। খালি হাতে, রিক্ত হস্তে গিয়ে কি সেখানে থাকিতে পারিবে? সে যে বিষম ঠাঁই। খাবার পয়সা না থাকিলে, ফিরে আসতে হবে। তুমি তো এখন গুরুর অধিকারে। যাবার মত করেই পাঠাব। সম্বল কর গুরুস্থান দেখ। এর ভিতর নিয়েই তুমি কৃতকর্ম্ম হয়ে যাবে। স্থান নির্ম্মানের জন্য পাঁচ হাজার টাকার মত যোগার হতে পারে। আমার ইচ্ছা তৈয়ারী বাড়ী উক্ত টাকায় পাইলে ভাল নতুবা দুই হাজারে জমি ও তিন হাজারে ঘর বাড়ী হওয়া চাই। তুমি কাশীপুরের জায়গা ও রামরাজাতলায় জায়গা দেখ। আরও অন্যান্য স্থানেও দেখ। বাগবাজার, বরানগর, কালীঘাট, কসবা ইত্যাদি।

শ্রীমান উপেনের সাথে আলাপ কর। খুব তাড়াতাড়ি কর। আমি তোমাকে আমার এই সেবা কার্য্যের ভিতর দিয়াই তোমার পারের সম্বল

যোগার করিব। পার্কসার্কাসের দিকে একবার দেখ। আমিও আসিবার চেষ্টায় আছি। এখন তোমার সৌভাগ্য সূর্য উদয় হইবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৯ই ভাদ্র, ১৩৫৮

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। জায়গা ঠিক হইয়াছে জানিয়া খুব সুখী হইলাম। আমি জন্মাষ্টমী করিয়া তোমাদের দর্শন দিব ঠিক করিয়াছিলাম কিন্তু জন্মাষ্টমীর আগের দিন হঠাৎ আছাড় পড়িয়া বাঁ পায়ে আঘাত পাইয়াছি। এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে চিকিৎসা অধিনে আছি। পা চলিলেই আমি তোমাদের দর্শন দিব। বাবা চিন্তা করিবা না। আমার মঙ্গলময় দৃষ্টি সব সময়ই তোমাদের উপর আছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৭৫

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, আমি গত সোমবার নিরাপদে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় শ্রীধামে পৌঁছিয়াছি। মঙ্গলবার শিবরাত্রি ব্রত উদযাপন করিয়াছি। তুমি পুত্র পরিবারদি সহ ইহকালে সুখী ও পরকালে পরমৃত লাভ করিবে ইহাই আমার একমাত্র আশীর্বাদ ও ইচ্ছা। এ ইচ্ছার গতিরোধ করে এমন কেহ নাই। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্তে থাক আর দিনান্তে আমাকে একটু স্মরণ করিবে তাবেই আমি তোমাদের ভার বোঝা বহিতে পারিব। উপেন বাবাকে আমার পৌঁছ সংবাদ ও শান্তি আশীর্বাদ জানাইবে। শ্রীমতী বনজ্যোৎস্নাকে আমার ফটোখানা দিবে এই সঙ্গে পাঠাইলাম ও আমার শান্তি আশীর্বাদ জানাইবে। জানকীনাথ রায়কে একখানা ফটো এই সঙ্গে আছে তাহাকে দিবে। শ্রীমতী তরঙ্গিণী ঘোষকে আমার শান্তি আশীর্বাদ জানাইবে। উপেনের ছেলে দীক্ষা লইয়াছিল, তাহার নামটি আমার স্মরণ নাই। আমাকে লিখিয়া জানাইবে। অন্যান্য আমার সখাসখিগণকে আমার স্নেহাশীষ জানাইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১৬ই চৈত্র, ১৩৫৭

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার দোললীলার আবির অর্ঘ্য শ্রীচরণে

পৌঁছিয়াছে। শ্রীচরণ আবির অর্ঘ্য পাঠাইলাম। শিরে ধারণ করিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করো। এ সময় তোমাদের কাছে থাকিতে পারিলাম না। চেতন বিগ্রহের চরণে আবির ঢালিয়া যে কি সুখ তা ভাষায় কি জানাবো? আবির অর্ঘ্য গোবিন্দ জ্ঞানে ঢালিয়া থাকিলে তোমার বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে এবং তুমি যখন যা চাহিবে তাই এই চরণ হইতে পাইবে, কারণ যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন--"কৃষ্ণ কেমন যার মন যেমন"। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই জানিতেন আবার এ দিকে শিশুপালাদি কৃষ্ণকেও সামান্য মনুষ্য বলিয়াই মনে করিতেন। বাবা, তাই বলি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই এই চরণে আছে-তোমার শক্তি থাকিলে লও। আমি বিলাইতেই আসিয়াছি। আমি অবক্ত, নিরাকার নির্বিকার হইয়াও জীবের দুঃখে কাতর, হইয়া আজ আমি সাকারে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি চিন আমাকে, তোমার ইহপরকাল ভাল হইয়া যাইবে।

জয় ব্রজানন্দ হরে, জয় ব্রজানন্দ হরে, জয় ব্রজানন্দ হরে।

আমার মাঈনামে বিশ্বাস, নামে নির্ভর দিয়া আছে তো। এই সঙ্গে শ্রীচরণ স্পর্শিত আবির পাঠাইলাম। তোমরা সকলেই মাথায় ছোঁয়াইয়া ভক্তি করিও। থাকবে না তোমাদের দুঃখ কষ্ট, আপদ বালাই। গুরুব্রহ্মা, গুরুবিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৫৯

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মান যোগেশ, শ্রীমান উপেনের একখানা পৌঁছ সংবাদ পত্রে তোমার একখানা লিপিকা পাঠ করে সাতিশয় আনন্দ লাভ করেছি। আশীর্বাদ করি, তুমি আমাতে মন রেখে নির্লিপ্ত সংসারী হও। আশা করি, তুমি আমার এই আশীর্বাদেই নির্লিপ্ত সংসারী হইতে পারিবে। নির্লিপ্ত সংসার কিরূপ তাহা বলিতেছি। শ্রীগুরুতে মন লিপ্ত করে, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সংসার উপভোগ করে যাবে। এই সংসার করতে তোমার কোন দোষ নাই। ইহাকেই নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করা বলে। তোমার গুরুতে আসক্তি এলেই সংসার আসক্তি থাকবে না। গুরুতে আসক্তি না জন্মিলে নিরাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করা চলে না। গুরুতে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে না পারিলে আত্ম সমর্পন না দিলে বিষয় ভাবনা দূর হয় না। আরো পরিষ্কার করে বুঝে লও-গুরুতে মন রেখে স্ত্রী পুত্র লয়ে কিরূপ থাকবে-যেমন বড়লোকের বাড়ীতে চাকরাণী। বাড়ীর সমস্ত কাজ করে, ছেলেপিলেদের লালন পালন করে ঐ ছেলেপিলে মারা গেলে রোদনও করে কিন্তু সে জানে তাহারা তাহার কেহই নয়। এইভাবে ঠিক ঠিক সংসার করবে বাবা। তাহলে আশান্তি তোমায় পায় কি করে? তুমি আমার কথিত মতে সংসার কর। তুমি সরে যাবে কোথায়? আমার আদেশ, তুমি কামনা বাসনা হতে সর। তবেই তোমার শান্তি, সুখ, উদ্ধার, মুক্তি। সংসার দুর্গে থেকে যুদ্ধ করাই যে ভাল এবং শ্রেয়। সময় মত চারটা অন্নজল পাচ্ছ। নাম কর। ''আমিই সেই ব্রজানন্দরূপ কৃষ্ণ। আমি বড় বাপের বেটা। আমার আবার ভয় কোথায়''? জোর করে বল। প্রাণ দিলে কি কর্ম্মে ছাড়বে বাবা? তবে তোমার ভাগ্য ভাল। সদ্‌গুরুর শিষ্য মহাভাগ্যবান। এই বিশ্ব

আমারই বিভূতি বা আমার প্রতিমা জ্ঞানে সকলের সেবা করিয়া যাও। স্বজনগণকে সন্তুষ্ট রাখ। প্রীতির সহিত পালন কর। মাতা পিতা গুরু ভার্য্যা। ইহারা তোমায় পোষ্যবর্গ। পোষ্য পালনে স্বর্গলাভ; পোষ্য পীড়নে নরক প্রাপ্তি ঘটে।

বাবা তুমি খুব সাবধান হয়ে গৃহস্থালী করবে। প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্যই গৃহাশ্রম। তুমি ব্রহ্মানিষ্ঠ গৃহস্থ হও। কর্ম্মের ফল আমাতে অর্পণ কর। কর্ম্মফলে আসক্তি-পতনের কারণ। তুমি নিষ্কাম সাধক হও। কামনার তাড়নায় অধীর হয়োনা। কর্ম্মে ব্যস্ত থাক। আজও গুরুধাম দর্শন হয় নাই। উপেন ধাম দর্শন করেছে বটে, কিন্তু স্বপত্নী সহ দর্শন করে নাই। তোমাদের গুরু করনী অনেক কিছুই করা হয় নাই। বসন, ভূষণ আসন প্রদান ইত্যাদি কর্ম্মদ্বারা সাত্ত্বিকত্যময় জীবন লাভ কর। বৈধ কর্ম্ম চিত্তের মলিনতা দূর করে, চিত্ত স্থির হলেই অশ্রান্ত জ্বালা, তীব্র মনস্তাপ পেতে হ'বে না। তোমার সংসার আবার তোমার যশোগানে মুখরিত হয়ে উঠুক। স্বজন, সুহৃদগণ তোমার অনুরক্ত হউক। আমার মহিমাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠুক। জয় ব্রজানন্দ হরে, জয় ব্রজানন্দ হরে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,

ঢাকা ১২ই চৈত্র, ১৩৫৯

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার দোলউৎসবের আবির অর্ঘ্য আমার শ্রীচরণে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশীর্বাদ করি এই আবির অর্ঘ্যই

তোমার সর্ব্ব সিদ্ধির হেতু হউক। আমি যে ভক্তের অধিন, ভক্তের দাস, ভক্ত আমার নিকট যা প্রার্থনা করে আমি তাহাই দিয়া থাকি। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। আশীর্বাদ করি তোমার সংশয় দূরীভূত হউক। আমি শরীরগত একরূপ আছি। পুনঃ তরঙ্গিণীকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে এবং আমার আশ্রমের জন্য একটা জায়গায় খোঁজ করিয়া আমাকে যেন জানায়।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৭ই বৈশাখ, ১৩৬০

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার নববর্ষের সশ্রদ্ধেয় চন্দনযুক্ত তুলসী ও পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে পাইয়া পরম সুখী হইয়াছি। আশীর্বাদ করি তোমার জীবন সুখময় ও ধনৈশ্বর্য্য পূর্ণ হউক। তুমি আমার এই মঙ্গলময় নববর্ষের স্নেহাশীষ গ্রহণ করিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। আমার কৃপা দৃষ্টিতে তোমার সর্বপ্রকার বাসনা পূর্ণ হইবে, তুমি অভয় চরণে স্মরণ নিয়ে বসে থাক। আমি শরীরগত এক প্রকার আছি, আশ্রমবাসী সাধু ও ভক্তবৃন্দ সবাই এক প্রকার ভালোই আছে।

নব বর্ষাগমে আত্মার উন্নতির জন্য উপদেশ চতুষ্টয় লিখিলাম মনের সাথে গাঁথিয়া রাখ।

১। তন মন ধন সবদিয়া গুরু সেবা
২। অভিমান পরিত্যাগ।

৩। গুরু বাক্য সর্বোপরি এই জ্ঞান,

৪। গুরু সেবা কালীন আত্মসুখ বিসর্জ্জন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,

ঢাকা

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী উমা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তুমি চিরসুখী হও। তোমাদের ভক্তির টান পড়লে কি আর আমি থাকতে পারবো? তাড়াতাড়িই দর্শন দিব। ভগবানের জন্য অনুরাগ, তাঁকে দেখার ইচ্ছা, তাঁর সান্নিধ্য অভিলাস সে তো পরম এবং পরম কথা, এর উপর আর কিছুই নাই। তাহা হ'লে ত আর কোন কিছুর অভাব থাকে না। আমার শরীর ১০/১২ দিন যাবৎ ভালই আছে। আমার শান্তি আশীর্বাদ লও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,

ঢাকা ৩/১২/৬৪

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

রাণীমা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম।

তোমরা যেমন আমাকে ভুলিতে পার নাই আমি তেমনই তোমাদিগকে ভুলিতে পারি নাই। এবার আমার অবতীর্ণ হ'বার একমাত্র উদ্দেশ্য ভক্তের উদ্ধার তোমাদের উদ্ধার না করা পর্য্যন্ত আমারও চিন্তা দূর হ'বে না। তোমাদের দর্শন দিবার আমারও ইচ্ছা আছে। ভক্তি রাখ, ভক্তিতে যত শীঘ্র হয়। ভগবানের কি কোন অসুখ আছে? এ সব লীলা এবং ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা নানারূপ ধারণ বই আর কিছুই নয়। আমার এ নশ্বর দেহের কথা আর কি বলিব। ৮/১০ দিন যাবৎ ভালই আছি। তুমি শান্তি আশীর্বাদ নিও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১২/১/৬৫

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব, স্বরূপানন্দ।

আয়ুষ্মতী রাণীমাঈ, তোমার নববর্ষের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি এই বৎসর তোমাদের স্বাচ্ছন্দ লাভ হউক বর্ত্তমানে আমি একটু ভালই আছি। আর আমার আসতে আসতে সেই নবমী পূজা। শক্তিরূপিনী মহামায়া যদি রথ দেওয়ায় তাই হলেই পূজার সময় দর্শন করতে পারবে। বুড়াশিব ধামের ভক্ত বৃন্দদের তোমার নববর্ষের প্রণাম জানাইয়াছি।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

আয়ুষ্মতী উমা,

তোমার লেখনি পাঠ করিয়া নববর্ষের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার আর কোন ভয় নাই। সদ্‌গুরুর শিষ্য মহাভাগ্যবান, তুমি দিনান্তে গুরু নামটা একবার স্মরণ করিও। এই নামেই তোমার জীবনের থাম। ঘরে থাম লাগাইলে যেমন ঘর ভাঙবার ভয় থাকে না সেই রূপ ইহা তোমার দেহঘরের থাম, দেহঘর আর ভাঙবার ভয় নাই। আমি বর্তমানে ভালই আছি। কবে যে তোমরা দর্শন পাও বলিতে পারিনা। শক্ত করে টান রেখ। এখান হইতে ছোটাত সহজ নয়, এদিককার টানও কম নয়। ইহা যে আমার গুরুধাম।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২২/২/৬৫

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

রাণীমাঈ, শ্রী শ্রী গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে স্বামী নিজানন্দকে পাঠাইলাম। বাবা যেন দেখিয়া শুনিয়া রাখেন। বাবা অর্থ উপার্জ্জনের একটা ভাল ব্যবস্থাই করিতেছি। আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে, তবে পূর্বের মত আর তত সবল নাই। গুরুধামে যাইয়া খোঁজ খবর নিবে। তোমাদের যদি একান্তই দর্শন করার ইচ্ছা থাকে তবে দূর্গা পূজার সময় নিশ্চয়ই পাবে।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

আয়ুষ্মতী উমা,

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। একান্ত ভক্তি নিয়ে এসে থাকলে তোমায় ভক্তি অটুটই থাকবে। যারা জাত চাষা তারা ফসল হউক আর নাই বা হউক প্রতি বৎসর জমি চাষ করেই যাবে। আর যারা ফসলের আশায় চাষা সাজে তারা এক বৎসর ফসল না পেলেই হাল গরু সব বিক্রি করে হাত গুটাইয়া বসে। আশ্রমবাসী পূজনীয় ব্যক্তিদের তোমাদের প্রণাম জানাইয়াছি। তোমরা সকলেই আমার শান্তি আশীর্বাদ লও তোমরা নির্ভয়ে থাক; ব্রজানন্দের শিষ্যেরা মহাভাগ্যবান। জল তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিবেনা বায়ু তাহাদিগকে শোষণ করিতে পারিবেনা, এবং অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করতে পারিবেনা।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতে দীনেশ, তোমার নব বর্ষের প্রণাম গ্রহণ করিলাম। আশীর্বাদ করি তুমি ধনে জনে সুখী হও। ধামস্থ গুরুজনদের তোমার প্রণাম জানাইয়াছি। তুমি যে একজন বুনিয়াদী গৃহস্থ তাহা আমার জানিতে বাকি

নাই। তবে বর্ত্তমানে তোমার সংসারে কিছু অর্থের অভাব হওয়ায় একটু কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বলিয়াই উপরোক্ত আশীর্বাদ করিলাম।

বিশ্বাস ভক্তি সহকারে আশীর্বাদটি গ্রহণ কর। সদ্য ফলের বৈদ্য ব্রজানন্দ হাতে হাতে ফল দেয়, বাবা মন খুলিয়া একটু বিশ্বাস ভক্তি ফেল। সংসারটি আবার জাগিয়া উঠুক। আমারও খুব ইচ্ছা, পারিতো এখনই তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া দেই, কিন্তু কি করিব বিশ্বাস ভক্তির অভাব যে কিছুই করিতে পারিতেছে না। ষোল আনা বিশ্বাস ভক্তি লইয়া কেহই আমার কাছে আসেনা আর আমিও কিছু করিতে পারিনা। বাবা, একবার জোরকরে দাঁড়াও জয় ব্রজানন্দ বলে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৩/১/৬৬

আয়ুষ্মতী রাণীমাঈ,

তোমার নববর্ষের প্রণাম গ্রহণ করিলাম। আশীর্বাদ করি তুমি ধনে জনে সুখী হও। আমার স্থূল দেহ বড় ভাল না। দিনে দিনে বার্দ্ধক্য ঘনিয়ে আসছে। আজ হাতে ব্যথা, কাল পেটের অসুখ, ভাল পায়খানা হয় না, ভাল ঘুম হয় না। এই সব লেগেই আছে। কোন মতে ভক্তদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৩/১/৬৬

আয়ুষ্মতী উমা,

তোমার নব বর্ষের প্রণাম গ্রহন করিলাম। আশীর্বাদ করি গুরুতে তোমার ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হউক, তবেই তোমার গুরু করনীয় সার্থক। গুরুজনদের তোমার প্রণাম জানাইলাম। ইতি -
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা দীনেশ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি, তুমি ধনে জনে সুখী হও। তোমার সংসার স্বচ্ছল হউক। আমি শ্রী শ্রী শিবধামে আসিয়া নিশ্বাসটা পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারিনাই। পৌঁছ সংবাদ আর দিব কি? ভক্তদের সেবা পূজা ভোগ, ভান্ডারা, ক্রিয়া কর্ম্ম লইয়া খুবই ব্যস্ত আছি। কয়েকদিনের ভিতরেই আমি Sylhet যাইতেছি। সেখানে হইতে আসিয়া কলিকাতা রওয়ানা হইব। ব্রজধামের জমিতে ধান বুনিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবা। হরিহরানন্দকে আমার শান্তি আশীর্বাদ জানাইয়া দিবা। সে যেন মনস্থির করিয়া ব্রজধামেই থাকে। তাহার ভালই হইবে, কালে সে একজন দেশপূজ্য হইয়া উঠিবে। এবং তাহার মাতৃপিতৃকূল উদ্ধার পাইবে। আমি শারীরিক বড় ভালনা। বাতের ভারি

জোর দেখছি। বাবা তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। ভবিষ্যতে মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,

ঢাকা ১৬/৯/৬২

রাণী মাঈ,

আমি আর পৌঁছ সংবাদ দিব কি; আমার আর শ্বাস ছাড়বার জায়গা নাই। এদিকে দেহ দিনে দিনে খারাপ হয়ে চলল বিশ্রাম নাই, ঔষধ আদি খাইবার ও সময় পাই নাই। ভক্ত সংখ্যা খুব বাড়িয়া গেল। তুমি আমার দিকে চাহিয়া থাক। তোমার সংসার আপনিই চলিবে। তুমি চিন্তা করিয়া কি এক হাত বাড়াইতে পারিবে? গুরুর ইচ্ছায় যা হইবার হইবেই। আমার সখা সখিদের কোন ভয় নাই। তাহারা যেন আমাকে মানুষ জ্ঞান না করে। গুরুব্রহ্মা, গুরুবিষ্ণু মানে, আর কিছুই না গুরুতে সব মেনে নেওয়া। ঈশ্বর তো অসীম অনন্ত, সেই ধারনা করিবার শক্তি কি মানুষের আছে? তাই গুরুতে ঈশ্বর জ্ঞান হইলেই তাহার আর পাওয়া থোওয়ার কিছুই বাকী থাকে না। মানুষের এই হ'ল সাধন ভজনের শেষ সীমা। এর পরে আর সাধন ভজন নাই। জয় ব্রজানন্দ হরে।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২৪শে ভাদ্র, ১৩৫৬

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা শচীন, তোমার দুইখানা পত্র ক্রমান্বয়ে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশীর্বাদ করি, আমার সাথে তোমার প্রেম মৈত্রী সখ্য দাস্য চিরকালকার হইয়া থাকুক। বাৎসল্য রসের পূণ্য প্রতিমা আমার যশোদামাই অচিরেই সর্ব ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিবে। যে ঘরে গোপালের আগমন হয়, সে ঘরে কি অমঙ্গল থাকিতে পারে? দ্বাপরে আমি বাসুদেবের ঘরে আগমন করিয়া আমার বাবা মাকে কারা মুক্ত করিয়াছিলাম। এবারও তোমাদের গৃহধর্ম্ম পালনের সৌভাগ্য দিয়া দেহ ইন্দ্রিয়াদি সবল সুস্থ রাখিয়াছি। আরও অনেক কিছু করিবার সংকল্প আছে। আমার মাঈর চক্ষু পরিক্ষার ফল ভালই হইবে। মনার ব্যারামের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। মনা রোগমুক্ত হইবে। আমি আজ কালের মধ্যেই গিয়া দর্শন দিয়া আসিব। ভোলার মুখে শুনিলাম একটু ভালো হইয়াছে। লটারী খোলার দিকেও দৃষ্টি রাখিলাম। তোমার পেটের অসুখ সারিয়া যাইবে। নারায়ণ বৈদ্য যার গৃহে গোপাল রূপে আবির্ভূত হইয়াছে, সেই গৃহের অমঙ্গল কোথায়? শুধু গর্ভে জন্ম নিলেই যে পুত্র হয়, জন্ম লওয়ার প্রধান কথা হইল-বাৎসল্য প্রেম। বাবা, আমার রাঙ্গাপায়ে নতুন পাদুকা পাড়াইয়া নবতম চোখে দর্শন করে নয়নের সার্থক করিবে, এ তো অতি আনন্দের কথা। শ্রীভগবান সুখময়-আনন্দময়। তাঁহাকে আনন্দময় ভাবেই ভোগ করিতে হয়। ইহার নামই সেবা ভক্তি। এবার বাবার ভক্তিভাব দেখিয়া আমি ভারী প্রীতিলাভ করিয়াছি। ভক্তি রাজ্যে পূর্বর চেয়ে খুব বেশী অগ্রসর হইয়াছ। "যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকেই তোমায় দেখি"। প্রেম ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রে এই অবস্থার দাম খুব বেশি। যোগী, জ্ঞানী দেখে আত্মময় জগৎ আর ভক্তে

দেখে সর্বময় শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি। বাবা, আমি শরীরগত এক প্রকার ভালই আছি। এই সঙ্গে চরণ অঙ্কিত করিয়া পাঠাইলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আমার শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ কর ও সবাইকে করাও।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,

ঢাকা

কল্যাণবর ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা মাখন, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি নির্ভয় নিশ্চিন্তে থাক তোমার দুঃখ নাই। সদ্‌গুরুর শিষ্য মহা ভাগ্যবান। দিনান্তে গুরুদত্ত নামটি একবার লইও। নামকে অক্ষর মনে করিওনা, গুরুকে মানুষ মনে করিওনা, প্রীতিমাকে শীলা মনে করিওনা। তবেই তোমার উর্দ্ধগতি, অধঃগতি নাই। আমি ও আমার নাম অভেদ। নামের কাছে খোঁজ, আমাকে পাইতে হইলে। আমাকে দিয়া তোমার যে কাজ হইত আমার নাম দিয়াও তোমার সে কাজ হইবে। গুরুধামে গিয়াও প্রার্থনা জানাইলে তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে এবং দুঃখ কষ্টের হাত এড়াইবে। আমি ধাম ছাড়া কোথাও যাইনা। তুমি আশ্বস্ত হও।

জয়গুরু বলে মার হুঙ্কার সব অন্ধকার দূর হইয়া যাইবে।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্নেহস্পদা তরঙ্গিণী, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। তোমার একটা পত্রেরই ইচ্ছা মনে উদিত হইযাছিল। গুরুর একটা স্থান করার জন্য তোমাকে জায়গার খোঁজে নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি। তুমি ও গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য ব্রতী হইয়াছ ইহা তোমার ভক্তির পরম নিদর্শন স্বরূপ। তোমার উল্লিখিত বাড়ী আমার পছন্দসই হয় নাই। জায়গাটি মেইন রোড হইতে দূরে, মেইন রাস্তার উপর হওয়া চাই। দমদম মেইন রোডের উপর চিড়িয়া মোর পর্য্যন্ত যে কোন জায়গায় যে রূপ একখানা দেখাইয়াছিলে, ঐরূপ হইলেই ভাল। তোমার প্রতি আমার কৃপাদৃষ্টি আছে। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্তে থাক। আমি দুর্গা পূজার সময় আসিতেছি। দেহের কথা কি লিখিব, বার্দ্ধক্যের সময় তবে এক রকম ভালই আছে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৬০

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা যোগেশ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীচরণেই যখন তোমার একমাত্র সম্বল, তবে তো তোমার তরী ভবসাগর হতে সব চেয়ে আগে ফল পাইয়াছে। আর চিন্তা কি ? নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাক, পারের তরীতো পেয়েছ। আমার এখন বার্দ্ধক্য জড়িত দেহ একরূপ ভালই আছে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৭/১০/৭৬

কল্যাণীয়া ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতে শিপ্রা, তোমার ভক্তি পূর্ণ পত্র ২ খানাই আমার হস্তগত হয়েছে। আশীর্বাদ করি তুমি চিরঞ্জীবি হও, লেখা পড়ায় তোমার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার হউক। তুমি আমার নাতিন, আমার অতি স্নেহের। ভগবান যার দাদু, তার আবার ভয় কিসের? তুমি "জয় ব্রজানন্দ" নির্ভয়ে বলে মন্দিরে যাবে পরীক্ষা দেবে। আমি তোমার কণ্ঠে থাকবো। সামান্য দারোগা বাড়ীর চাকরকে দেখে লোকে কেমন ভয় পায়, তোমার তো ভগবান আত্মীয়, তোমার ফেল কয় কে? এমন শক্তি কার আছে? তুমি পড়ে যাও, ভাল বিদূষী হবে। তোমার পেটের অসুখের জন্য কাঁচা বেল পোড়া খাবার ব্যবস্থা করলাম। ছটাকখানি বেলপোড়া সামান্য ইক্ষুগুড় সঙ্গে সকালে অন্ততঃ সপ্তাহ খানেক খালি পেটে খাবে। তোমার পেটের অসুখ থাকবে না। মাথা ঠান্ডা ও স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধির জন্য আর একটি বস্তু আদিষ্ট হয়েছি। তুমি এক কাঁচ্চা ইসবগুলের ভূষি ওর সঙ্গে এক কাঁচ্চা চিনি মিশাইয়া সকালে শনি মঙ্গলবার খাবে। (বেনে দোকানে পাওয়া যায়) তুমি বিশ্বাস করে খেলে হাতে হাতে ফল পাবে। তোমার মাথার চুল ওঠা বন্ধ করার জন্য আর একটু বস্তু আদিষ্ট হইয়াছি-"আমলা হেয়ার অয়েল" বাজারে তৈলের দোকানে পাওয়া যাবে। এই তৈল মাথায় দিয়ে স্নানের সময় স্নান করো। বুড়াশিবের আদেশ প্রাপ্ত হ'য়ে লিখলাম। আমার বাবা মাঈর সেবা ভক্তি আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে। তাদের যমে ছোঁবে না, অসুখ বিসুখ কি করতে পারে? আমার লক্ষী নাতিনকে আমার শান্তি আশীর্বাদ জানাবে। তোমাদের বাড়ীর সকলের প্রতিই আমার শুভ ইচ্ছা আছে। তোমরা নির্ভয় নিশ্চিন্তে থাক।

আমার শরীরের দিকে আর কি লক্ষ রাখবো, ভাঙ্গা নৌকা জোড়াতালি দিয়া আর কতদিন চালাবো। তোমরা আমার নাম ধর। আমি ও আমার নাম একই বস্তু। আমাকে দেয় পূজা বা ভক্তি আমার নামে আসনের ফটোতে দিলে আমিই পাবো। যেখান হইতেই তোমাদের অভিষ্ট পূর্ণ হবে। নামের ভেতর দিয়েই তোমাদের অভিষ্ট পূর্ণ হবে। আমি তোমাদের কোন কিছুই অপূর্ণ রাখি নাই, সব কিছুই পূর্ণ করে দিয়েছি। অন্য কোথাও যেতে হ'বে না। এখানে ভক্ত সংখ্যা অত্যন্ত। সবসময়ে ভীড় ভার লেগে থাকে। বুড়শিব বাড়ীতেঁ দুর্গা মন্দির আছে। চারদিন দুর্গা পূজা হয়। এখানে আমার গুরুপিতার সমাধি মন্দির আছে। তাতে দৈনিক পূজা হয়। আমার চারিটি শিষ্যের সমাধি মন্দির আছে। শিবের গোশালায় গাভী আছে। দুধের কষ্ট নাই। শিবের ফুলের বাগান আছে। শাক সবজির বাগান আছে। ফল, ফুল, শাক, সবজি যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানে ''বানেশ্বর'' শিবের মন্দির আছে। ''মহাবীরের'' মন্দির আছে। শিবের ''ধূনি ঘর'' আছে। আমরা ৮/১০ জন সব সময় এখানে থেকে এ সমস্ত রক্ষা করে আছি। আমার আদেশ উপদেশ এখানেই শেষ হলো।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২/১০/৬৭

কল্যাণবর ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা দীনেশ, গুরুর অধিক আর কেহ নাই, গুরু সর্বেশ্বর, সকলের

নিয়ন্তা ও নির্বাহ কর্ত্তা। তোমরা এই বোধে নাম কর, ধ্যান কর, গুরুচিন্তাকর, দর্শন কর, জপ কর, সেবা কর, পূজা কর, উপাসনা কর। তোমাদের অভীষ্ট লাভ হবেই। অভাব রাক্ষসীর তাড়না সহ্য করিতে হইবে না। কামনা বাসনা পূর্ণ হইবে। বিপদ, আপদ, রোগ, শোক, দুঃখ কষ্ট দূরে যাবে। সাপে বাঘে খাইবে না। দৈন্য থাকিবে না। এই কটা তো হবেই আধ্যাত্মিক জীবনও মঙ্গলময় হইবে। ভক্তের প্রাণের পিপাসা মিটানোর জন্যই আমার এ অবতার। তোমরা সরল বিশ্বাস নিয়া দিনান্তে একবার অন্ততঃ "জয় ব্রজানন্দ" বলে আমাকে স্মরণ করিবে। আমার আসনে প্রার্থনা জানাবে। আমাকে দেয় পূজা বা ভক্তি তোমরা ফটোতে দিবে বা আমার আসনে দিবে। আমি গ্রহণ করিব। বাবা তোমরা নিঃসন্দেহে সাধন করে যাও। ফল লাভ ধ্রুব সত্য। তোমরা যতখানি মন দেবে ততখানিই কাজ পাইবে। ঠিক ঠিক ভক্তি চাই নইলে হবে না। গুরুতে বিশ্বাস, গুরুতে ভক্তি, গুরুতে একনিষ্ঠ হও। তোমরা আমার নাম ধর। আমার দেহটাকে ধরিওনা। দেহ একদিন যাবেই। এ অনিত্য দেহ তাই তোমাদের নাম দিয়েছি। নামধর পার হবে। সংসার জ্বালার হাত এড়াবে। আজ আমার এইখানেই আদেশ উপদেশ শেষ হ'ল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,

ঢাকা ১৪/১১/৬২

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা হরিহরানন্দ, তোমার পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে আমার

ঘরে ঘরে কার্ত্তিক আর মহামায়ায় ভর্ত্তি। তাহা না হইলে তোমার মুখ দিয়া আর এ কথা বাহির হইত না। গুরুদেব আদেশ করেছেন তাতে আবার বিচার কেন? ভাল মন্দ সবই তো তাঁর, তোমার কি কিছু করার শক্তি আছে? যদি তাই হয় তবে এ কথা বললে কেন, যে ব্রজধামের খর বিক্রী আমার দ্বারা হবে না। গুরুর আদেশ-জগৎ জাহান্নামে যাউক না, তোমার তাতে কি? তুমি শ্রীগুরুর সেবক। গুরু যাহা আদেশ করেন অম্লান বদনে তাহা মেনে নেওয়া উচিত। একলব্যের কথা স্মরণ কর, গুরু আদেশ করিলেন গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি আমাকে প্রদান কর, একলব্য দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত ছুরিকা দ্বারা আপন হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে গুরুদেবকে দিলেন। কৈ সে আদর্শ? তোমরা সাধু, তোমাদের দেখে সংসারী লোক শিখবে। এতে কি শিক্ষা প্রচার হবে? অন্য লোকে মানা করে তাতে তোমার কি? তাদের জানাতে হয় তারা জানাবে। তুমি তোমার কাজ করে যাও। এই সে না কাজ! তোমাদের মোহ কবে কাটিবে, সর্বধর্ম্ম বিসর্জন করিয়া এক মাত্র আমার স্মরণ লও, আমি তোমার সর্ব পাপ দূর করিব।

মোহ করিওনা। স্বজন ত্যাজিলা মহারাজ বিভীষণ, উপেক্ষিলা বন্ধুবর্গ ভাই যে রাবণ। পিতা ত্যাগ কৈলা ভাগবত্ শ্রীপ্রহ্লাদ, যে হেতু ভক্তি পথে করিল বিবাদ। পতি পুত্র আদি ত্যাগ কৈল বহুজন গুরুভক্তি অনুকূল সেই বন্ধুজন।

পুঃ কার্ত্তিক সাজিওনা।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২৭/১/৬৫

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা শীতল, তোমার নববর্ষের ভক্তি পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিলাম। আশীর্বাদ করি এ বৎসর তোমার সুখ শান্তিতেই অতিবাহিত হউক।

ওঁ শান্তিঃ

বাদল, শীতল, গৌরী নবজাত শিশু, সকলকে আমার শান্তিঃ আশীর্বাদ পৌঁছিও।

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৮ই ভাদ্র, ১৩৫৯

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মান শিবদাস, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশীর্বাদ করি তোমার অভিষ্ট পূর্ণ হউক। তোমার প্রতি আমার কৃপাদৃষ্টি আছে। তুমি কি অবস্থায় আছ তাহা জানাইবে। সরস্বতী ও প্রভাষকে আমার শান্তি আশীর্বাদ জানাইবে। আমার জায়গা সম্বন্ধে একটু খোঁজ লইবে। আমি হয়তো আশ্বিন মাস আসিতে পারি। তোমার পত্র মনোরঞ্জন এসে নিয়ে গেছে। বঙ্কিম বাবু পেনসন লইয়া বাড়ী চলিয়া গেছে। অত্র মঙ্গল। আগতে তোমার কুশল চাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৯/১১/৪৫

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

কুমুদিনী মাঈ, তোমার গোপাল বুড়াশিবের চতুর্দ্দশীর আশীর্বাদ পাঠাইতেছি গ্রহণ করিয়া শান্তিলাভ করিবে। আমার বাবার আশীর্বাদ মস্তকে ছোঁয়াইয়া ঘ্রাণ লওয়াইবে। মা, আমি তোমার সেই ব্রজের গোপাল, আমাকে পাইলে ফিরিতে হয় না। শ্রীমান শৈলেনের অবস্থা সকলই জানিয়াছি। শ্রীমানকে আমার সুশীতল শান্তিময় কোলে স্থান দিয়াছি। স্থানছাড়া করিব না ইহাই আমার সত্যবাণী। তুমি চন্দ্রনাথ হইতে ফিরিবার সময় আমার সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। শীতের সময় আমি আসিতে পারি নাই তবে একদিন আমাকে আসিতেই হইবে। তোমার হাতের রান্না সেবা করিয়া আর অন্যত্র সেবা করিয়া শান্তি পাই না। জ্যেষ্ঠ মাসে আমাকে দর্শন করিবার মার একান্ত বাসনা হইয়াছে। এইরূপ আমার অন্যান্য মেয়েদেরও বাসনা হইয়াছে বলিয়া চিঠিতে লিখিয়া জানাইয়াছ। এ ব্যবস্থায় মার কৃপা না হইলে আমার দর্শন দিবার শক্তি নাই। শ্রীমান প্রাণ-কুমারকে আমার স্নেহদৃষ্টি জানাইবে। শ্রীমান রজনী বসু মহাশয়কে আমার শুভাশীর্বাদ পৌঁছে দিও। আমি একপ্রকার ভালই আছি। শ্রীমান হয়তো আগামী কল্য বড়িশাল রওনা হইতে পারে। ইতি -

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী যশোদামাঈ, তোমার গোপাল অসংখ্য অসংখ্য আশীর্বাদ সহ বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিল। মাঈ, আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন আছি। তোমার সেবাভাব দেখিয়া ও স্নেহ মমতা, আদর যত্ন পাইয়া আমার সদৈব মনে হয় যে তুমি আমাকে বাৎসল্যভাব নিয়া সাধন করিতে লাগিয়াছ। এ অবস্থায় তো আমাকে কৃপা পরবশ হইয়া তোমার ধরা দিতে হইবেই। ভক্ত বৎসল ভগবান ভক্তের অধীন হইয়া পড়েন। সাধনের পরিশ্রম দেখিয়া ভগবান ভক্তের নিকট ধরা পড়েন। মাঈ, আমাকে লালন পালন করিতে করিতে তোমার কৃষ্ণ দর্শন হইয়া যাবে। দ্বাপরে যশোদামাই যেমন আমার দর্শন না পাইলে ব্যাকুল হইতেন সেইরূপ দর্শন করিবার ব্যাকুলতা এবার তোমাতে দেখিলাম। কোথায় বরিশাল হইতে ঢাকায় আসিয়া দর্শন করিয়া থাক। মাঈ, এইরূপ ভক্তি পূর্বক আমার "ভজনা করিয়া যাও। তোমার মায়াজাল অবশ্যই ছিন্ন হইবে। আমার এই ভক্তিতে পাপ অবিদ্যা দূর হয়। ভগবৎ পদে নিষ্ঠা লাভ হয়। নিষ্ঠা হইতে নামে রুচি হয়। রুচি হইতে আশক্তি হইতে ভাবের উদয়। ভাব হইতে প্রেম লাভ হয়। এখানেই সাধন শেষ হ'ল"। আশীর্বাদ করি তোমার সাধন এ পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হউক। আমার দেহ একপ্রকার ভালই আছে। বাবাকে আমার আশীর্বাদ জানাও তুমিও গ্রহণ কর।
ইতি-

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২১শে ফাল্গুন, ১৩৫৫

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী যশোদামাঈ, তোমার প্রেরিত টাকা পাইয়া শ্রীশ্রীবুড়াশিবের শিবরাত্রিতে ভোগ দিয়াছি ও আমার সেবায় লাগাইয়াছি। আমি এদিকে তোমার নিকটে কোন পত্র লিখিনাই সত্য কিন্তু তোমার সেবাভক্তি অগ্নিশিখার ন্যায় আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে। আমার কৃপাদৃষ্টি সব সময়ই তোমার উপর রহিয়াছে-কোন সময়ের তরেও উহা ভুল হয় নাই। তুমি যে আমার যশোদামাঈতাহার পরিচয় অক্ষরে অক্ষরে আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া আছে। তুমি মহাভাগ্যবতী তা না হলে কি ভগবানেও তাঁহার অবতারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতে। তোমার গোপালের প্রতি তোমার প্রচুর স্নেহ মমতা আছে তা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। মাঈ, তুমি নির্ভয়ে ও স্বাচ্ছন্দ মনে থাক। তোমার উদ্ধার, উদ্ধার, উদ্ধার। তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। আমি কোন কারণে কলিকাতা গিয়া পরিয়াছিলাম। তাই রাণী মাঈকে দর্শন দিয়া আসিলাম তরণী এবার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। তারা তো বেশ ভাব পেয়েছে। এদিকে ভাল উন্নতি দেখিতে পাইলাম। ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত ভক্তিতে গদগদ দেখে অবাক হইলাম। আনন্দও প্রচুর পাইলাম। আমি তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম শৈলেনের সাথে অল্পের জন্য দেখা হইল না। এবার শিবরাত্রি ভালই হইয়াছে। যাত্রী সংখ্যা খুব কম। আনন্দ প্রচুর। শিবরাত্রির আশীর্বাদ বিল্বপত্র পাঠাইলাম। জয় বাবা বুড়াশিব জয় ভক্তবৃন্দ।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৫ই বৈশাখ, ১৩৫৮

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা শৈলেন, তোমার নববর্ষের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমার নববর্ষের অশুভ সকল দূরীভূত হউক ও শুভ সমূহ প্রাপ্ত হউক। আমার শরীর আর কি রূপ আছে? দেহ তো দিন দিন অচল হইয়া যাইতেছে। একেবারে ভাল নয়। যে কয়দিন আছি তোমাদের কিছু ভাল দেখিতে পারি তবেই আমার মনোরথ সফল হয়।

অনেক দিন ধরিয়া আমার মাঈকে দেখিনা। সেই এক দুঃখ, আমার সাধু ও ভক্তবৃন্দের স্নেহাশিষ গ্রহণ কর।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২৩শে কার্ত্তিক ১৩৪৪ সন।

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্নেহাস্পদা কুমদিনী, তোমার বিজয়ার প্রণাম পাইয়া আন্তরিক আশীর্বাদ করিতেছি তুমি আত্মজয়ী হইয়া জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হও। তোমার জন্ম সফল হউক। শ্রীভগবানের চরণ সেবায় তোমার জীবন অতিবাহিত হউক। সাধু গুরুর কৃপায় তোমার সংসার সাগরে ডুবন্ত মন ভাষিয়া নির্লিপ্ত হইয়া উঠুক। তাঁহাদের সেবা পরিচর্য্যায় দেহ প্রাণ ঢালিয়া দাও তবেই এই নশ্বর দেহের সার্থক নতুবা এ হাড় মাংসময় দেহের মূল্য কি? তোমাব টানে যদি এতদিনে আমার বরিশাল যাওয়া হয়। ভক্তের

টান শক্ত টান, সে টান কি আমি এড়াইতে পারি? ভক্ত আমার বড় প্রিয়। ভক্তে র জন্যই আমার এবারকার আগমন। সে দিন তোমাদের দেখে আমার বরিশাল যাওয়ার বাসনাটা খুব প্রবল হইয়া উঠিল। অবশ্যই ইহাতে বুড়াশিবের কোন মঙ্গলময় ইচ্ছা আছে। "বৈষ্ণবের পদধূলি পরে গৃহে যার সপ্তকোটী কূল তার হয়তো উদ্ধার"। বৈষ্ণব যে আপন জন বলিয়া তোমার প্রাণে সাড়া দিল শুনিয়া তোমাকে আপন করিয়া উদ্ধার করিতে বাসনা রহিল।

আমার স্থূল দেহ ভালই। আগামীতে তোমার শারীরিক কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। আমার আশীর্বাদ সবাইকে জানাবে।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৩২/২/৪৮

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী যশোদামাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আমার বাবা বিছানা হইতে উঠিয়া বসিতে পারে জানিয়া সুখী হইলাম। হাত পায়ের অসারতা দূর হইয়া যাইবে, বিশেষ দৃষ্টি রাখিলাম। সব সময়ই বাবা অসুখের চিন্তা করিয়া থাকি, ইহাতে রোগ আরোগ্য হইবে। সাধু যাহা বলেন তাহাই হয়। সব সময় রূপ করিবার জন্য শ্বাসে শ্বাসে "শিবোহম" এই মহামন্ত্রই তোমার জন্য ব্যবস্থা করিলাম। ইহাতে কাজ ভাল হইবে। এতে মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা সহজে দূর হবে। ইহা সবসময়ই উঠিতে বসিতে শ্বাসের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গেই জপ চলিতে

থাকিবে। আর ধ্যান তো গুরমূর্ত্তিতে অভেদ ভাবে করিয়া যাইতে হইবে। ধ্যান একবার জমে গেলে আর মনটা স্থির হ'লেই সব ঠিক হইয়া গেল। তখন আর মায়ার দুনিয়া থাকিবে না। তোমার গোপাল এবার তোমার জন্য ভাল ব্যবস্থা করিয়াছে। তুমি এই নাম জপ করিয়া খুব আরাম বোধ করিবে। মা, আমার জন্য কোন চিন্তা করো না। আমি সাবধান মতই আছি। ঢাকার মারামারি একটু কমিয়াছে। লোক চলাচল এখনও হয় নাই। লোক সকলের অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা ৫/৭ জন লোক শ্রীধামে আছি। তুমি আমার চরণ ধূলি লও। বাবার জন্যই আমি খুব ব্যস্ত আছি। বাবা চলাফেরা করিয়া বেড়াইতে পারিলেই আমি শান্তি পাইতাম। সেই চেষ্টাতেই আছি।

আশীর্বাদক

তোমার গোপাল (ব্রজানন্দ)

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মান শৈলেন, তোমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। শিষ্যালয়ে গিয়াছিলাম তাই উত্তর করিতে বিলম্ব হইল। শ্রীমান প্রাণকুমারের চাকুরী হইয়াছে জানিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি শ্রীমান চাকুরীতে স্থায়ী হউক। ধনার্জ্জন হউক, পোষ্যবর্গ পালিত হউক। ছোট শ্রীমান ও শ্রীমতী ভাল বিদ্বান হউক ইহাই আমার একমাত্র ইচ্ছা ও আশীর্বাদ, তোমরা বাড়ীর সকলে কুশলে আছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমি আশ্রমবাসীসহ ভালই আছি। ভক্তদের ভীড় ভাড়ে মোটেই অবসর পাইনা। এবার তোমাদের খোঁজ লইতে আমার একটু দেরী হইয়া গেল। আমার

অন্তর দৃষ্টি ঠিকই ছিল। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও। আমার মাঈকে ও অন্যান্য সকলকেই আমার স্নেহাশীষ জানাও। আমার কলিকাতা যাওয়া দুঁর্গা পূজার সময় হইতে পারে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী কুমুদিনী মাঈ, আজ অনেকদিন পরে তোমার একখানা ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া আমি আনন্দে নাচিতে লাগিলাম। ভক্তির কাঙ্গাল আমি এতদিন ভক্ত না পাইয়া দুঃখিত ও লজ্জিত ছিলাম বলিয়াই পত্র দিতে পারি নাই। মা তোমার গোপাল থাকিতে আবার তোমার অশান্তি কোথায়? তুমি মনে দৃঢ় বিশ্বাস আন, আমার গোপাল শান্তি দাতা শ্রী ভগবান, তাহলেই তোমার কোন অশান্তিই থাকিতে পারে না। তুমি ইচ্ছা মত সব কিছু পাইবে। তোমার ত্রিকালে সর্বনাশ নাই। তোমার সব প্রকারে মঙ্গল করিতে আমি আসিয়াছি। দেখ, এতদিনে কোন অমঙ্গল হইয়াছে কি? একমাত্র শৈলেনের দেনা আছে। তাহা পরিশোধ করিয়া আমি দিব। সেই চেষ্টায় আমি আছি। শৈলেনের ভক্তি থাকলে আমি নিশ্চয়ই দেনা পরিশোধ করিব। সেই আমার বাক্য সব সত্য হইবে, বিশ্বাস করিয়া লইলে। বাবার অসুখের জন্য কোন ভয় করিও না। আমি বাক্য করিয়াছি বাবার দেহ রক্ষা করিয়া আমি রাখব, একটু আধটু যা আছে আমি সরাইয়া

লইতেছি। রামজী পরমহংস বাবার দেহ রক্ষা করিয়াছেন। আমিও শুনিয়া মনে কষ্ট পাইলাম। বাবা বুড়াশিবের শিবরাত্রি ২৩শে ফাল্গুন। এবার আসিয়া দর্শন করিলেই বড়ই ভাল হইত। বুড়াশিবের শিবরাত্রিতে সব লোক হইতে দেবতারা আগমন করিয়া থাকেন। তাহাদের চক্ষু গোচর হইলে দেহের সব রকম পাপের শান্তি হয়। বুড়াশিবের মন্দিরের সন্মুখস্থ টিনের বারান্দা ভাঙ্গিয়া খুব বড় অতি সুন্দর পাকা মন্দির হইয়াছে। সুরবালামাঈও রাণীমাঈযেখানেই যাউক বিশ্বাস না ফলাইতে পারিলে সব মিথ্যা। মাঈর সাথে এরূপ তার ভাল হইবে না। আবার আসিবে।

ইতি -

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিব ধাম,
ঢাকা ১৫ই চৈত্র ১৩৪৪ সন

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

পরমভক্তিময়ী মাঈকুমুদিনী, এবার তোমার পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বেশ লিখেছ, তোমার চির বঞ্চিত কৃষ্ণরূপ আমাতে দেখিয়া ধন্য হইতে পার। এই তো তোমার জ্ঞানের বিকাশ অল্পে অল্পে হচ্ছে। এই সুগম পথে তোমাকে চালাবো বলেই যে ব্রজের গোপাল মা যশোদার ঘরে ননী, মাখন খেতে এসেছে। সেই জন্য যেদিন তোমার চোখ স্পর্শ করিয়া দিব্য চক্ষু দান করিলাম আর কুটস্থ স্পর্শ করিয়া তাহা ভেদ করিয়া দিলাম। এখন তো জ্ঞানের বিকাশ হবেই, আমায় চিনতে পারবেই। আমায় ধরতে বুঝতে তোমার কোন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে হবে না। এখন কেবল

ইন্দ্রিয়সকল দিয়া সদর্থে কর্ম্ম করিয়া গেলেই অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হাত পা দিয়া মৎদর্শন, শ্রবন, মৎকীর্ত্তন, ভোগ নৈবেদ্য পুষ্পচয়নাদি করিতে পারিলেই মন আপনিই সংযত হইয়া আসিবে। ইহা ছাড়া শত চোখ বুজিয়া নাক টিপিয়া যোগযাগ করিলে কলির অল্পায়ুতে বেড় পাবেনা। তাই আমি এই সকল পথ জীবনের সর্বভার বিমোচনের এনেছি। মা ভক্তি বিশ্বাস করে মদর্পন বুদ্ধিতে সব কাজ করে যাও। অতি শীঘ্রই তোমার বিষয় বুদ্ধি দূর হইয়া পরম কল্যাণ লাভ হইবে, আর কর্ম্মফলে তোমায় পাবে না। তুমি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় আলগা থেকে পাপ পরিশূন্য বিচরণ করে বেড়াবে।

আমি কুম্ভ মেলায় কি করে যাব, মা গঙ্গা কৃপা না করলে। তোমার ও বাবার দেহের কুশল লিখিয়া সুখী করবে। আশ্রমস্থ আমরা সকলেই ভাল আছি। ইতি -

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা, ২৮শে আশ্বিন, ১৩৫৩ সন

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা শৈলেন, তোমার ভক্তিপূর্ণ বিজয়ার প্রণাম পাইয়া পরমানন্দনুভব করিলাম। শ্রীধামস্থ সাধুদের তোমার বিজয়ার প্রণাম জানাইয়াছি। তুমি আমার বিজয়ার সর্বাভিষ্ট পূর্ণ শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ কর ও আমার যশোদাময়ী, প্রাণকুমার এবং বাড়ীর অন্যান্য সবাইকে জানাও।

বহুদিন যাবত আমি তোমাদিগকে কোন পত্রাদি লিখি নাই বটে কিন্তু

তোমাদের স্মৃতি আমার হৃদয়ে সব সময় জাগিয়া আছে। তোমাদের অভিষ্ট সিদ্ধি কল্পে সততই আমি কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি। বাবা, সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। কারণ এ ইচ্ছা আমার ইচ্ছা নয়, এয়ে তাঁর ইচ্ছা। এ ইচ্ছার গতি ফিরায় কে ? আমি ভালই আছি। কিন্তু এখানকার অবস্থা ভীষণ খারাপ। ছোরা মারামারি, গৃহদাহ, লুন্ঠন, বাড়ী আক্রমন খুবই চলছে। বাবার পরম পবিত্র ধাম বলিয়া এ যাবৎ আক্রমন হয় নাই। তবে রাত্রে ঘুম নাই। সশঙ্কিত ভাবে আছি। আনেক ভক্তেরা সরিয়া যাইতে বলিতেছে। কিন্তু শিবকে ছাড়িয়া যাইতে আমার প্রাণ চায় না। কোথাও যাওয়া আসা নাই। মটরেও এ্যাসিড্ মারে। ছদ্মবেশে মারে। আমরা লোক সংখ্যায় পুরুষ তিন জন, মেয়ে দুই জন এই মাত্র। খাদ্যাদি যোগাড় খুব কষ্ট হয়। বাবা, আমার জন্য কোন চিন্তা করো না। আমি ঠিক থাকিব। শ্রীমান প্রাণকুমারের পাশের খবর ও কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে জানিয়া আমার আনন্দ আর ধরে না।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামীব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আমার যশোদা মাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র ও সেবার জন্য টাকা পাইয়া পরম আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিলাম। এবার এদিকের আম বড় মিষ্টি না। ধামে এবার আম অতি সামান্য হইয়াছে। তরিতরকারি হয় নাই। বাজারেও যা পাওয়া যায় তাহা অতি দুর্মূল্য। দেশে শান্তি নাই। "উল্টা বিচার করলি রাম"। কোথায় স্বাধীনতা? এ যে পরাধীনতার একশেষ। মালিককে ভুলিয়া গিয়াছে তাই লোকের দুর্গতি, আশীর্বাদ করি তোমার

শান্তি ফিরিয়া আসুক। তুমি তো পথ হারা হও নি। তোমার অশান্তি ক্ষণিকের। তুমি সাধন ভজন না জানিলে গোপাল পাইলে কি করিয়া? তোমার গোপাল এইটি ঠিক থাকিলে তোমার সবই হইয়া গেল। আর কোন কিছুরই দরকার নাই তোমার। মাঙ্গীপুতনার শিক্ষা লাভের কথা মনে কর। যার অপার করুণায় বিষের পরিবর্ত্তে অমৃত পাইল। পুতনা রাক্ষসের জন্ম ঘুচিয়া গেল। গোবিন্দের আনন্দময় শরীর পাইয়া তাঁহার নিজ ধামে স্থান লাভ হইল। আর তুমিতো আমাকে ভালবাসিয়া স্নেহ করিয়া গোপাল ভাব লইয়া ভাল ভাল জিনিষ যখনকার যা সেবা দিয়াছ। তোমার ভাগ্যের তো সীমাই আমি পাইনা, কোন পরমশান্তির লোকে। তুমি ভগবানের কাছে অবধি যাইবে। আমি স্থূলে ভালই আছি। ধামের সাধুবৃন্দ ভাল। তোমাদের হিতচেষ্টা আমার জীবন ব্রত।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিব ধাম,

ঢাকা, ২/১০/৬৭

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

সুজাতা মাঙ্গী, গুরুর চেয়ে অধিক আর কেহ নাই। গুরুসর্বেশ্বর, সকলের নিয়ন্তা ও নির্বাহ কর্ত্তা। তোমরা এই বোধে নাম কর, ধ্যান কর, গুরু চিন্তা কর, দর্শন কর, জপকর, সেবাকর, পূজাকর, উপাসনাকর, তোমাদের অভীষ্ট লাভ হইবে। অভাব রাক্ষসীর তাড়না সহ্য করিতে হইবে না। কামনা বাসনা পূর্ণ হইবে। বিপদ-আপদ, রোগ, শোক, দুঃখ কষ্ট, দূরে যাবে। সাপে বাঘে খাইবে না। দৈন্য থাকিবে না। এই কয়টাত হবেই,

আধ্যাত্মিক জীবন ও মঙ্গলময় হইবে। ভক্তের প্রাণের পিপাসা মিটানোর জন্যই আমার এ অবতার। তোমরা সরল বিশ্বাস নিয়া অন্ততঃ দিনান্তে একবার "জয় ব্রজানন্দ" বলে আমাকে স্মরণ করবে। আমার আসনে প্রার্থনা জানাবে। আমাকে দেয় পূজা বা ভক্তি আমার ফটোতে বা আসনে দিবে। আমি গ্রহণ করিব।

মাঈতোমরা নিঃসন্দেহে সাধন করে যাও। ফল লাভ ধ্রুব সত্য। তোমরা যত খানি মন দিবে ততখানিই কাছে পাবে। ঠিক ঠিক ভক্তি চাই, নইলে হবে না। গুরুতে বিশ্বাস, গুরুতে ভক্তি, গুরুতে একনিষ্ঠ হও। তোমরা আমার নাম ধর। আমার দেহটাকে ধরিও না, দেহ একদিন যাবেই। এ অনিত্য দেহ কাজেই তোমাদের নাম দিয়েছি। নাম ধর, পার হবে, সংসার জ্বালার হাত এড়াবে।

আজ আমার এই খানেই আদেশ উপদেশ শেষ হ'লো।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা, ৭ই চৈত্র, ১৩৫১

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা মাখন, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তুমি বায়ুরোগে শয্যাগত আজ জানিতে পারিয়া দুঃখিত আছি। আমার এই দুঃখ ভগবান শ্রীগুরুদেব আবশ্যই শুনিবেন। আশীর্বাদ করি, তুমি সত্ত্বর রোগমুক্ত হইয়া পূর্ব অবস্থা লাভ কর। বাবা তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। আমার এই আশীর্বাদ ও ইচ্ছা কিছুতেই রদ হইবার নয়।

ইহার প্রতিরোধ করে এমন কেহ নাই। তুমি গুরুভক্ত শিষ্য। আমার এ ইচ্ছা তোমার প্রতি কার্য্যকরী হইবে। তুমি আমার কৃপার পাত্র। কৃপার পাত্র বিনে কৃপাময় কখনও করেন না। তোমার বাড়ী হইতে মাঈপত্র দিয়াছে। আমার স্থুল শরীর ভালই আছে। তুমি আমার আয়ু ও আরোগ্যময় আশীর্বাদ লও। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। আমার ভক্তের বিনাশ নাই, বিনাশ নাই, বিনাশ নাই।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা, ১১ই শ্রাবণ, ১৩৫৫

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা মাখন, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশীর্বাদ করি, তোমার ইহকালে সুখ ও পরকালে পরামৃত লাভ হউক। তোমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কর্তব্য। তাহা তোমাদের ভক্তিতে আমি অপার আনন্দ লাভ করিয়াছি। তোমাদের অভেদ উপাসনায় আমি বাঁধা পাড়িয়াছি। তোমাদের প্রতি আমার মনের কোনও দ্বিধা ভাব নাই। তোমরা আমাকে অভেদে ভক্তি করিতেছ। ইহা আমি বেশ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। ভক্ত ও ভগবানে অভেদ ভাবনা না করিতে না পারলে, সাধন হয় কিসে? দ্বৈতভাবে প্রেম নাই। অদ্বৈতেই প্রেম। তোমরা নিজকে যে ভাবে ভালবাসিয়া থাক, আমাকে সেই ভাবে ভালবাসিয়াছ। আমি তোমাদের অভেদ উপাসনার যথেষ্ট পরিচয় পাইতেছি। বাবা আমার দেহের অবস্থা

জানিতে চাহিয়াছ তাই লিখিতেছি-আমার ইনজেকসন্ শেষ হইয়াছে। তারপরেও বেদনা উঠিয়াছিল। তাই, ডাক্তাররা ছবি উঠাইয়া দেখিতে চায় সেই সুবিধা আমি এখনও করিতে পারি নাই। সুবিধা করিতে পারিলে জানাইব। শরীর দুর্বল। অন্ন সেবা করিতেছি। অন্ন সেবার পর পেটে একটু যন্ত্রণার মত বোধকরি। তুমি যা দেখিয়া গিয়াছ তার চেয়ে এখন অবস্থা আরও খারাপ। এ নশ্বর দেহ আর কত কাল সাকার থাকিবে। বাবা তুমি নির্ভয় থাক। আমাকে দিয়া যে কাজ হইবে, আমার নাম দিয়াও সেই কাজ হইবে। আমার নামই সত্য সেই নামই তোমার কাছে রহিল।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা, ১১/৭/৭০

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আমার যশোদা মাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। যজ্ঞাহুতি করিবার সময় প্রথমে আচ্মন অঙ্গন্যাস করিয়া নিজের অভিলষিত বর প্রার্থনা করিবে মনে মনে করজোড় করিয়া। যেমন হে অন্তর্যামি, জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আপনি অমৃত স্বরূপ মঙ্গল ও শান্তিময়, আমরা বিষয় ভোগে আসক্ত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকি কিন্তু আপনি নিজগুণে আমাদিগকে ভুলিবেন না এবং আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শান্তি বিধান পূর্বক পরমানন্দে আনন্দ রাখুন, স্থুল শরীর বা মনে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট না হউক। হে মঙ্গলময় মঙ্গল করুন। আপনাকে

পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি। এই ভাবে সরল ও নিজ ভাষায় প্রার্থনা করিবে। তারপর শৈবাগ্নি মঙ্গলকারী আগ্নি এই নামাকরণ করিয়া পূর্ব পত্র লিখিত মন্ত্রে ৩টী বা ৫টী আহুতি দিয়া নির্বান করিতে শান্তিঃ ভব শান্তিঃ ভব, শান্তিঃ ভব,শান্তিঃ ভব বলিয়া জল ছিটাইয়া দিও। ইহাতে কোন ভয় বা সংশয় নাই। আরও সব রকমে মঙ্গলই আছে। অগর তগর কাষ্ঠ বিশেষ বেনে দোকানে পাওয়া যাইবে।

আমার দেহ একরকম আছে। শ্রীধামে সকলেই ভাল আছে। ঢাকার অবস্থা খুব খারাপ। কোথাও বাহির হওয়া যায় না। খাদ্যাদির অভাব ও কষ্ট। বহুলোক মারা গিয়াছে। এই দুই তিন দিন যাবৎ একটু শান্তি দেখা যায়। আশ্রমে যে গোপী উড়িয়া আসিত শুনিলাম তাকে ছোরা মারিয়াছে হাসপাতালে আছে। ঢাকা উজার হইয়াছে। বাসতবোর আরোগ্য হইয়াছে। আমার বাবাকে আমার মঙ্গল আশীর্বাদ দাও ও তুমিও গ্রহণ কর।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১৭/৪/ ৭০

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বলানন্দ, তোমরা সকলেই আমার শুভ নববর্ষের মঙ্গলময় শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া অতীতের সকল প্রকার হিংসা স্বেষ, অশান্তি ভুলিয়া সকল গুরুভাই বোন মিলিয়া শ্রীশ্রীব্রজানন্দের অমৃতময় শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া সকলেই জীবনকে সাফল্য ও ধন্য কর।

তোমাদের দর্শন দেওয়ার একান্ত ইচ্ছা আমার আছে। কিন্তু তোমাদের চেষ্টার কিছু অভাব হচ্ছে। সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট এবং টেলিগ্রাফ দরকার, শীঘ্র পাঠাও।

যুবরাজ, যুগল সাধু এবং শ্রীমতী রাধারাণী কে আমার শান্তি আশীর্বাদ করিলাম। এবং তাহাদের সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলাম গিরীন সাহার ভাই বৌর উপর শান্তি আশীর্বাদ ফেলিলাম।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৯/৪/৬৬

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বলানন্দ, আমার এই হাড় মাংসের দেহ আজ আছে কাল নেই। এর জন্য তোমাদের উদ্বিগ্ন বা উদগ্রিব হওয়ার কোন কারণ নাই। যে নাম করিয়া আমি উদ্ধার পাইয়াছি সেই নামই তোমাদের দিয়াছি। আমাকে তোমাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছি। শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সহিত নাম জপ কর, তোমার অহংকে ব্রজানন্দ লয় লয় করিয়া সোহম্ হইয়া যাও। নামই সত্য চিরনিত্য, নামের অপার মহিমা, যখন যা কিছু অভাব বোধ কর নামের কাছে সরল শিশুর মত চাও, হাত পাত, পাইবে। তোমার কিছুরই অভাব থাকিবে না। গুরুধামের গ্রীল নির্ম্মানের জন্য আমার কাছে লেখা বাহুল্য। তোমরা সবাই এক হইলেই তো সব কিছু হইতেই পারে। জোর সে গুরুধাম চালাও ইহাতেই মুক্তি ভক্তি সব কিছু।

আমি কি কিছু নিয়া আসিয়াছি? আমি আমাকে বিলাইয়াই দিয়া আসিয়াছি। হরিহরানন্দের পত্রে জানিলাম ব্রজধামের জন্য সরকার নোটিশ করিয়াছে। কিন্তু তোমার পত্রে কিছু জানিলাম না। বিষয়টি সত্য হইয়া থাকিলে তাহার রক্ষার ব্যবস্থা কর।

ত্যাগেই সুখ, ভোগে সুখ নাই। তন্ মন্ ধন্ সব কিছুই ধর্ম্মার্থে লাগাইয়া দাও। জীবনের উদ্দেশ্য তাই বটে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২২/৯/৬৬

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বলানন্দ, বাবা নাম সত্য আর সব মিথ্যা। মন সুখ এক করিয়া নামটি চালাও। নামে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা আনিওনা। যে নাম করিয়া উদ্ধার পাইয়াছি, সেই নামই আমি তোমাকে দিয়াছি। আমাকে দিয়া তোমার যে কাজ হইবে আমার নাম দিয়া তোমার সেই কাজ হইবে। তোমার যখন যা কিছুর দরকার পড়ে আমার নামের কাছে প্রাণ খুলিয়া চাইবে। শিশু যেমন মাকে ডাকে কাছে তেমনি তুমি আমাকে ডাকবে। তোমার আশা আকাঙ্খা আমি মেটাবো। তোমার সব কাজে আমাকে সাথে করিয়া লও, গুরুধাম চালাও। ইহাতেই তোমার গতি মুক্তি অনিবার্য্য। ব্রজধাম রক্ষার্থে যে টুকু করিতে হয় তাই করিয়া স্থানটি রক্ষা কর। হাজার গন্ডা ধাম করিয়া কাম কি? ধাম একটি প্রবল হওয়া উচিৎ।

এবার আমার দেহ খুবই অসুস্থ হইয়া পড়েছিল, এখন একটু ভালোর দিকে। তুমি ও হরিহর আমার অটুট আনন্দ ও অসীম প্রেম লও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১১/৭/৬৭

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বলানন্দ, আমি গতকাল শ্রীশ্রী শিবধামে মঙ্গল মতই পৌঁছেছি। আমি যদিও স্থূল দেহে পৃথক হয়েছি কিন্তু হৃদয় ও মন হইতে কিছুতেই পৃথক হইতে পারি নাই। অবশ্য তোমার বিরহ বেদনায় কাতর হয়েছে, আশাধারী হয়ে পথ পানে চেয়ে থাক, আবার দর্শন স্পর্শন হবে। যে হৃদয়ে বিরহ নাই সেই হৃদয়ে শ্মশান সমান। ভগবানকে পাইতে হইলে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয় হাসিয়া খেলিয়া কি কেউ কোনদিন ভগবানকে পেয়েছে? যে পেয়েছে সে কাঁদিয়াই পেয়েছে। যশোদা মাঈকে পাঠাইবার চেষ্টা রাখ। মঠের কাজ কি আরম্ভ করেছ? জানাইলে সুখী হব। গুরুধাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ। আজে বাজে জিনিষ সরাইয়া দাও। গরদের ধূতি ও কাগজের বাক্সে যে গেঞ্জী আছে যত্ন করে রেখে দাও।

আমার ডাক্তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবা পেট এখনও একটু ফাঁপে ঔষধ সব নিয়ে এসেছি। কোনটা কখন কি ভাবে খেতে হবে জানাইবা। তোমরা সকলেই আমার শান্তি আশীর্বাদ লও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৩১/৮/৬৮

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বলানন্দ, তোমরা সকলেই আমার অকুণ্ঠ মঙ্গলময় শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চিরজীবি চিরসুখী ও আদর্শ হও। শয়নমন্দিরের দুইপার্শ্বে দুইটি দরজা দিয়া খাটের সন্মুখে যদি দরজা না হয় তবে কেমন দেখাবে। দ্বিতীয়তঃ সন্মুখে নহবৎ খানার বারান্দা রয়েছে, কাজেই দরজা ৩টি হওয়াই নিতান্ত প্রয়োজন। তিনটি দরজা তিন দিকে দিয়া যেখানে যেমন জানালা দরকার দিবে।

এখানে আসা অবধি শ্রীদেহ তেমন ভাল যাচ্ছে না। যাক্ চিন্তার কোন কারণ নাই। আমার নামের মধ্যেই সব কিছু আছে। আমাকে দিয়া যে কাজ হ'বে আমার নাম দিয়াও সেই কাজ হ'বে। "নাম বিনে যে কেহ না পায় মুক্তি কোন কালে"।

পূরবী মায়ের দেহের এলার্জির এবং জ্বালাপোড়া সম্বন্ধে শিবের আদেশে এই বস্তুটি পাইয়াছি-আশোকারিষ্ট ও সারিবাদিরিষ্ট এক চামচ এক চামচ (চা চামচ) দুইটা একত্রে মিশাইয়া মধ্যাহ্নে ভোজনের পর সেবন করবে। আশাতীত ফল পাবে। শক্তি বা সাধনা ঔষধালয়ে পাওয়া যাবে।

মানিকের অসুখের জন্য শিবসকাশে আদেশ পাওয়া গেছে-গোয়ালে পাতার শিকড়ের রস আধাতোলা আর কাঁচা দুগ্ধ আধাপোয়া সকালে বৈকালে সেবন করবে। এতেই তার সব রোগ সেরে যাবে।

পূরবী মাঈ, আমার বাবাজীর দুর্ব্বলতা দূর করিতে সচেষ্ট রহিলাম। রবিকে সুপথে আনিতে দৃষ্টি ফেলিলাম। ব্রজানন্দকে কৃষ্ণ, সুভদ্রা, বলরাম মঙ্গলময় জগন্নাথরূপে দর্শন করিয়া থাকিলে তাই লিখতে বলে দাও। আমি

সাদরে তার অমৃতময় লেখনী গ্রহণ করিব।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১১/১/৬৬

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্নেহাস্পদ শঙ্কর, তোমার নববর্ষের সুপ্রভাতে প্রণাম পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি এই বছর তোমার সুখেই অতিবাহিত হউক। তোমার পরীক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি। তোমার পাশের জন্য বড়ই চিন্তায় আছি। ভক্তি স্থাপন কর। তোমার অভিষ্টপূর্ণ হইবে, পাশ করিতে পারিবে।

১লা বৈশাখ ধামে খুব আনন্দ হইয়াছে জানিতে পারিয়া খুব খুশী হইলাম। ধামের দিকে লক্ষ্য রাখিবে সেবা শৃঙ্খলা যাতে ভাল হয়। আমার বাবা, মাঈও তোমরা সবাই আমার শান্তি আশীর্বাদ লও। তোমার দাদার পত্রও পাইয়াছি। তাহার পরীক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিলাম।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৩১/১/৬৫

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতে নীহার মাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমার সর্বসিদ্ধি লাভ হউক। দীপকের পরীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিলাম। সে ভাল পরীক্ষাই দিবে। মাঝে মাঝে গুরুধামে যাও সে তো উত্তম কথা, তোমাদের কল্যাণের জন্যই তো গুরুধাম তৈয়ার করিয়াছি। আমি নাই তাই কি, আমার আসন, আমার ফটো সব কিছুই তো আছে, যখন যাহা হয়, ভক্তি সহকারে আসনে প্রার্থনা জানালেই আমি পাব এবং প্রার্থনানুযায়ী ফলও দিব। আজ কয়েকদিন হল গুরুধামের এক পত্রে জানিতে পারিলাম ১লা বৈশাখ রাত্রিতে বাঙ্গুর কলোনীর একদল গুন্ডা আশ্রমের ভিতর ঢুকিয়া অকথ্য গালিগালাজ করে ও বলহরিকে দু একটা ঘুষিও মারে। ব্যাপারটা কি রূপে সংঘটিত হ'ল তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। তোমরা একটু খোঁজ খবর নিও। শঙ্করকেও আমি ঠিক করিব, তোমরা কোন চিন্তা করিও না। আমার উপর অচল অটল বিশ্বাস থাকিলে অসম্ভব সম্ভব হইতে কতক্ষন ? ভক্তি বিশ্বাস নিয়া নিশ্চিন্তে বসে থাক, কোন ঝামেলায় যাইবে না। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও, এবং অন্যান্য সাবাইকে জানাও।

আয়ুষ্মান দীপক, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তুমি নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দাও, আমি পরীক্ষার সময় তোমার সাথে সাথে থাকিব, কোন চিন্তা করিওনা। মাঝে মাঝে গুরুধামের খোঁজ খবর নিও। তোমাদের কল্যাণের জন্যই ধাম তৈয়ার করিয়াছি। দেখাশুনার ভারও তোমাদের উপরেই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২২/৫/৬৫

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মান দীপক, তোমার পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। তুমি কোন চিন্তা করিওনা, পরীক্ষায় তুমি পাশ হইবে। সৎ পিতা মাতার ঘরে তোমার জন্ম, সব কার্য্যেই তুমি সফলতা লাভ করিবে। তোমরা সবাই গুরুরূপী ভগবানের পাদপদ্মে অর্চ্চনা করিয়াছ তোমরা অকৃতকার্য্য হইবে না।

তোমার দীক্ষাটা সেই বারেই হইয়া যাইত। কিন্তু কথা বার্ত্তাতেই দিন অতীত হইয়া গেল, কাজের কাজ কিছুই হইল না। ভক্তি রাখ, আকর্ষন রাখ, এঁটে সেঁটে ধর তবেই ঘোড়া চড়। তাহা না হইলে কি কাজ হয়। সদ্‌গুরু লাভ না হ'লে সংসার সাগর পার হওয়া যায় না। আকর্ষনী শক্তি ধারণ কর দেখ সামনের বারে-নি হয়ে যায়। তোমার দেহের দিকেও খুব লক্ষ্য রাখ। তোমার দেহটা বড় দুর্বল। মাঝে মাঝে ডাইলে সেফালিকা পাতার সফং খাইবে ও ঐ পাতার বরা খাইবে। ইহাতে তোমার দেহে কোন রোগই থাকিবে না এবং দেহ সবল এবং পুষ্ট হইবে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২২/৫/৬৫

আয়ুষ্মতী নীহার মাঈ,

তোমার লেখনি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। তোমার সেবা ভক্তির কথা মূহুর্মূহু মনে জাগিয়া উঠে। দুর্গা নবমী তিথীর আশাপথে

চাহিয়াছি। ঈশ্বরেচ্ছায় সেইদিন দর্শন হবে। আমি এখন ভালোই আছি। তবে শ্রীশ্রী গুরুপূর্ণিমায় ধামের একটি সাধুকে পাঠাইতেছি তার একটু খোঁজ খবর নিবা। আমার শরীর ভাল থাকিলেও পূর্বের মত সবল নই। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও ও সবাইকে জানাও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২০/১১/৬৪

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা মণীন্দ্র, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমার ও তোমার পরিবারস্থ সকলেই ভগবানের ভক্তি বিশ্বাস এবং একান্ত শরনাগতী লাভ করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ কর ও সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত কর। বাবা, তোমরাই যে আমার কৃপার পাত্র এই সব পাত্রেই যে আমি কৃপা করিয়া থাকি। এবার তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও আসিবার কালে এয়ারপোর্টে আমার মাঈয়ের মুখের পানে চাহিয়া দেখি যে কাঁদ কাঁদ মুখ। তাই আমার মনে সময় সময় জাগিয়া উঠে। এমন সৎ সঙ্গ ছাড়িয়া কি আমি সুখে আছি, মায়ের মত এমন সেবা যত্নই বা আমি পাই কোথা। দীপক পরিক্ষায় পাশ করিবে। শঙ্করের প্রতি আমার মঙ্গলময় দৃষ্টি আছে। তার জীবন মিথ্যা হবে না। তোমার টিউসনের কাজে যশ লাভ হবে, বাবা, তোমার দুর্গতি নাই। 'জয় ব্রজানন্দ' বলে নিশ্চিন্ত হও। আমার বুড়াশিব ধামে পৌঁছসংবাদে তোমার ঠিকানা না জানায় গুরুধামেই সংবাদ দিয়াছিলাম, তোমরা সেখান হইতে জানিতে পারিবে বলিয়া। বলহরির নিকটে ক্রমান্বয়ে ২ খানা পত্র দিয়েছি। উত্তর এযাবৎ

একটিরও পাই নাই। সে বিষয়ে খোঁজ করিয়া আমাকে জানাইবে। তাহার নিকট জানিবার অনেক কিছু বিষয় ছিল, সে জন্য চিন্তায় আছি। বাবা গুরুধামে যাওয়া আসা করিবে। উহা আমারই প্রতিক বিশেষ। আমার পেটের বেদনা দূর হয় নাই। সেখানকার ব্যবস্থা মতই ইনজেক্শন হইতেছে। আর ৪টী বাকি আছে। আমার শারিরীক অবস্থা মন্দের দিকে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা, ১৭ই পৌষ, ১৩৪৯

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী মা যশোদা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অসুখ বিসুখ তোমার কি করিতে পারে? গোপাল যে তোমার আঁচল ধরিয়া বসিয়া আছে। তোমার দেহ ঘরের খুঁটি শক্ত আছে, ঝড় তুফানে ফেলিতে পারিবেনা। মা, নাম তরোয়াল হাতে রাখ। "কি দিব তুলনা বলনা তাঁহারি ব্রজানন্দ মোর ব্রজের কানাই"। আমার বাবার অবস্থা খারাপ হইতে পারে না। আমি কি শুধুই এখানে বসিয়া আছি? আমার চারিদিকেই নজর আছে। আমার বাবার অসুখ নাই । আমার সাধু বাবা আমার স্বরূপ, আমার ভাবকান্তি এ যাত্রাতে রক্ষা পাইবেই। আমার যে আনন্দ করিবার আরও ইচ্ছা আছে। সুরধনীরমা ও কাকার রোগ উপশম কামনা রাখিলাম। আমার দেহ ভালই আছে। এবার শীত সহ্য করিতে পারিনা। পোকে কাটা খিল্কা খুব কাম দিতেছে। বরিশাল হইতে রাণীমার

পত্র পাইয়াছি। উত্তর করিয়া জবাব পাই নাই। কলিকাতা হইতে সুরবালা মার পত্র পাইয়াছি। তাহারও উত্তর করিয়া জবাব পাই নাই। বিশেষ চিন্তায় আছি। মাঈআমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর ও সবাইকে দাও।

আশীর্বাদক
তোমার গোপাল

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৫৪

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী মা যশোদা, তোমাদের বিজয়ার শত শত প্রণাম সাদরে গ্রহণ করিলাম। আমার আশীর্বাদ ও ইচ্ছা তোমরা সকলে চিরসুখী ও চিরজীবি হও। আস্‌চে বছর এরূপ প্রণাম পাইতে বাসনা রহিল। তোমার ভক্তি প্রদত্ত মিঠাই সেবার জন্য টাকা পাইয়াছি। এখানে তিন মাস ধরিয়া ময়রা দোকানে কোন মিঠাই তৈয়ারী হয় না, আশ্রমে সুজি চিনি ও ঘৃত দিয়া লাড়ু তৈয়ারি করিয়া সেবা করিয়া বেশ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। তোমার গোপাল থাকিতে তোমার অশান্তি নাই। তোমার চতুষ্পার্শে হিন্দু বাড়ী ঘর না থাকিলে তুমি অন্যত্র বাড়ী করিয়া লও। আর চারিধারে হিন্দু বাড়ী থাকিলে তোমার থাকার কোন অসুবিধা নাই। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? তোমার বিজয়ার প্রণাম শ্রী ধামবাসী সাধুদের জানাইযাছি। ধামে যাত্রীর গতাগতি নাই। আমার পূর্ব পশ্চিম উত্তর সব ঘেরাও হয়ে গেছে কেবল দক্ষিণে সাফ্ আছে।

কে বোঝে তোমার লীলা,
জলেতে ভাষাও শীলা,
ঘোড়া গাধা পিটায়ে
কাঠ বিড়ালী সাগর বাঁধে,
ডুবে অতল জলাশয়ে।
মাঈ, বিধাতার বিচিত্র লীলা।

আশীর্বাদক
তোমার গোপাল

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১৯/১২/৬১

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা, শৈলেন, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। পারুল যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে জানিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। ইহা যে ভক্তির মহিমা তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ভক্তিতে ভগবান মিলে, সাংসারিকসুখ ঐশ্বর্য্য, মান, যশ পাইতে তো কোন কথাই নাই। বাড়ী বিক্রী দিয়া ভালই করিয়াছ, আমি আনন্দই পাইয়াছি কারণ আমার বরাবরেরই ইচ্ছা ছিল তোমরা সবাই একখানেই থাক। আশীর্বাদ করি হিন্দুস্থানে তোমার একখান ভাল বাড়ী হউক। গুরুর বাড়ী হয়েছে এখন শিষ্যের বাড়ীতো হবেই হবে। আমার মাঈদের আমার শান্তি আশীর্বাদ দাও ও তোমরাও গ্রহণ কর।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আমার যশোদা মাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র ও টাকা পাইয়া সাদরে গ্রহণ করিলাম। আমার দেহের অবস্থা এখন ভালই, তবে সব রকম খাইতে সবাই বারণ করে তাই, একটু নিয়ম করে আছি। মাঈ, তুমি যে মন দিয়া সেবা করিয়াছ তা আমি যথেষ্ট পাইয়াছি, এতেই তোমার সব অপরাধ মার্জ্জনা হইয়াছে। মনে কোন অশান্তি আনিওনা। তোমার সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ভক্তি জন্মাইবার জন্যই যে আমি গোপাল হয়ে মা যশোদা বলে তোমায় ডাক দিতে আসিয়াছি। প্রেম ভক্তি সেবা যত্ন পাইতে সর্বদা লালায়িত হইয়াছি। এস সব ভাবস্রোত ছুটিতেছে যে – দূর করিয়া লও। সত্য বলিয়া ধারণ কর। তবেই আপনা হইতে প্রাণ ভক্তিতে ভরিয়া যাইবে। প্রেম সংসারে ডুব দিতে কতক্ষন? মাঈ, তোমার প্রেম সাগরে ডুব দিতে বাকী আছে? তুমি ডুব দিয়াই আছ, তা না হইলে কি আমার মাঈহইতে পারিতে? তোমার সুখ ঐশ্বর্য্যের দিকে মন থাকিলে বা বাসনা থাকিলে সচ্চিদানন্দময় গুরু না হতে দুর্লভ হইত। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সচ্চিদানন্দময় হও। সচীন ও শ্যামলা মাঈকে তোমার কথা জানাইয়াছি। আমার জন্য কোন চিন্তা করিওনা। আমি যাইব কোথায়? তোমাদের অভিষ্ট পূর্ণ না করিয়া আমার দেহে রোগ পীড়া এ তো ভক্ত পরীক্ষার জন্য মাত্র। ভক্ত তৈয়ার না করিলে ভক্ত উদ্ধার কি প্রকারে করিব? আমার আশীর্বাদ বাবাকে আমার দিও। আমার বাবার রোগ পীড়া সব আমি লইয়াছি। আমার বাবার আর কোন ভয় নাই।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
তোমার গোপাল

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২৪শে আশ্বিন, ১৩৪৯

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

মা যশোদা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। দুঃখের বিষয় তোমার পত্রের উত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই। আমি দিন কয়েকের জন্য ঢাকার নিকটবর্তী স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার দেহ বর্তমানে ভালই আছে। তুমি ওদিকে কিছু কিছু করিয়া নাম প্রচার করিয়া দাও। আর বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে না। জীবসঙ্গে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ, এই অভেদ উপাসনা। এই উপাসনার জীব সকল সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ, হিংসা, দ্বেষ থাকিবে না। জীব সকল শান্তি লাভ করিবে, আশান্তি ভোগ করিতে হইবে না। এই সত্যজ্ঞানের অভাব হেতুই জীব সকল অশান্তি ভোগ করিতেছে। আমি এই জ্ঞান জীবের অন্তরে প্রকাশ করিয়া সর্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপন করিব। মা, এই সত্য জ্ঞান নিজে আনিয়া অপরকে মানাইয়া মঙ্গল কর। জীব মাত্রকে আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সকলের উপকার করাই স্বভাবিক ধর্ম্ম জ্ঞানী পুরুষের। যাহার পরমাত্মারূপী গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাহার জীব মাত্রেই দয়া সমদৃষ্টি আছে।

মা, তুমি কোন বিষয়ে চিন্তা করিওনা। তুমি আপানাকে ও আমাকে এক স্বরূপ দেখ। আমি নির্গুণ নিরাকাররূপে এবং সগুণ সাকার রূপে চরাচর বিস্তার আছি। আমা হইতে দ্বিতীয় কেহ নাই। এই সংসারে সব উপাধিই আমার অথচ কোন উপাধিই আমার নয়।

মা, তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ কর ও সবাইকে দাও। আমার বাবার প্রতি দৃষ্টি আছে। তুমি এই মহাসমস্যায় নির্ভয় থাক। আমার ভক্তের বিনাশ নাই। তুমি গোপালের মা তোমার ত্রিকালে দুঃখ নাই।

আশীর্বাদক
তোমার গোপাল

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী মা যশোদা, আজ কয়েকদিন হয় তোমার পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বাবার প্রতি আমার খুব তীব্র দৃষ্টি আছে। তুমি বাবা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভয় থাক। বাবার জীবন আমার হাতের মুঠে, যমের ভয় নাই। ব্যাধিশাকির জন্য আমি কিছু কাজ করিতেছি, অতি শীঘ্রই ব্যারাম চাপা পড়িবে। আমার বাবার দেহ এখন বহুকাল এ জগতে থাকিবে। আমার 'অমর' আশীর্বাদ জানাও। মা, তুমি নির্ভয়ও নিশ্চিন্ত থাকো। শৈলেনকে আমি দাঁড় করাইতেছি। আমার আনেক আশীর্বাদ বাক্য তার উপর পড়িয়াছে। সে সব বাক্য কভু মিথ্যা হইবে না। মা, আমি তোমার গোপাল ব্রজানন্দ, নামের বলে সব দুঃখ দারিদ্র সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবে। মা, চিন্তা কি তোমার? শিবোহম্ জপটি তোমার এখন জপ করিতে হয়। সে সময় তোমার এখন আসিয়াছে। তুমি সকল সময়ই নামে থাক, এ সব দুঃশ্চিন্তা ছাড়িয়া দাও। এ নামের আগে সব বিপদ কাটিয়া যায়। শৈলেনের গায়ে একটি আঁচর কাটে এমন লোক জগতে আসে নাই।

সুরবালা মাঈও রাণীমাঈদুজনের নিকট আমি অনেক দিন হয় দুইটি পত্র দিয়েছি। তার কোন উত্তর পাই নাই। বিবাহের খবর বা প্রণামী আমাকে পাঠায় নাই। বাণীর সাথে মিলন হইয়া থাকিলে, বিচ্ছেদ হইতেও দেরী নাই। দম্ভ ও অহংকারের মাত্রা না বাড়াইলে আমি বধিব কেমনে, কৃতঘ্ন কপাটির বিনাশ অবশ্যই হইবে। তুমি ভক্ত ও কল্যাণময়ী, তোমার দুর্গতি নাই। তুমি আনন্দ কর। তোমার অনিষ্ট কেহই করিতে পারিবে না। আমার শরীর ভালই আছে। শ্রীধামস্থ সকলেই ভাল। এখন তুমি আমার চরণধূলী লও।

আশীর্বাদক

স্বামীব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

যশোদা মাঈ, তোমার গোপাল শ্রীধামে না থাকায় যথা সময়ে পত্রের উত্তর দিতে পারে নাই। ও তোমার প্রেরিত মানি অর্ডার গ্রহণ করিতে পারে নাই। টাকা ফেরৎ গিয়াছে। আমার দেহ ভালই আছে। আমার বাবা ভালো আছে জানিয়া খুবই আনন্দ পাইতেছি। আমি বাবার প্রতি সব সময়ই কৃপা দৃষ্টি ফেলিয়া বসিয়া আছি। নাম তরোয়াল হাতে লইয়া বসিয়া থাক। তোমার কোন ভয় নাই। তুমি সর্বদা শিবোহম শিবোহম মহামন্ত্র উচ্চারণ কর। হৃদয়ে সিংহের বল সঞ্চার হইবে। জন্ম মৃত্যুর ভয় থাকিবে না। আশীর্বাদ করি তুমি আত্মস্থ হও। শ্রীমান ধীরেন্দ্র পাশ করিতে পারে নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। সে পড়িলে এবার পাশ করিবে। শ্রীমান প্রাণকুমার ভালো পাশ কি করিয়া হইল। সে যে মোটেই পড়ে না। আমি বাবা বুড়াশিবের শিবরাত্রি নিয়া একটু ব্যস্ত আছি। তোমার চোখের দিকে লক্ষ্য রাখিলাম। কোন ভয় নাই। সারিয়া যাইবে। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। কলিকাতা হইতে রাণীর এক পত্র পাইয়াছি। তাহারা যুদ্ধের ভয়ে অস্থির আছে।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা, মার্চ

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

কুমুদিনী মাঈ, আজ অনেকদিন হয় তোমার পত্র পাইলাম। কিন্তু আমার দেহ অসুস্থ হওয়ায় যথা সময় উত্তর করিতে পারি নাই। তোমার লোকের

জোগাড় না হওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইলাম। কারণ আমার একান্ত ইচ্ছা যে তুমি এবার বাবা বুড়াশিবের শিবরাত্রি দর্শন কর। বুড়াশিবের শিবরাত্রি দর্শন খুবই ফলপ্রদ যদিও তুমি বর্তমানে কিছুই দেখিতে পাওনা কিন্তু পূন্য সঞ্চয় হইলে একসময় দৃষ্টি গোচর হইবে। মাঈয়ের প্রেরিত টাকা দুইটি সেবায় লাগাইয়াছি। আমার বাবার অসুখের জন্য কোন চিন্তা করিওনা। বাবা যে আমার হাতের মুঠে। শৈলেন বাবা জন্য আমি খুবই মরমে আঘাত পাইয়াছি। ইহাতে শ্রীমানের দুঃখের অবসান অবশ্যই হইবে।

সুরবালা মাঈজানিতে পারিলাম কলিকাতা আছে। সে সেখানেই থাক, খাটনি খাটতে হবে, কেউ গিলাইয়া দিবেনা, নিজেকেই গিলিতে হবে। তোমার সঙ্গ ছেড়ে আমার বাক্য রক্ষা করে নাই। তাই বড় দুঃখ পাইতেছি। আমার বাক্য রক্ষা করিলে তোমার কাছ থেকেই সব পাইত। যাক, হাতে নিয়ে আমার হয়ে ছে বিপদ। তুমি অকুল সাগর হইতে উদ্ধার পাবে বলেই আমার মা, হয়েছো। আমার আশীর্বাদ বাবাকে দিবে ও তুমিও গ্রহণ করিবে। ইতি -

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১১/৩/৬৩

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী তরুমাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। তোমার ধনক্ষয় নাই, বৃদ্ধি ছাড়া। যে বাতি জ্বালিয়াছি সেই বাতি আর নিভবে না, নিভবে না।

বাবা ও তোমার পত্রাদি ইতিপূর্বেও পাইয়াছি। উত্তর করিতে সময় পাই নাই, দৃষ্টি ফেলে বসে আছি। আমি সেখানে গেলেও সময় পাই না এখানে এলেও সময় পাই-না। ভক্তেরা যেন ছিড়ে ফেলতে চায়। এখানকার সাধুকে গুরুধামে পাঠাইয়া দেওয়ায় আরও টানাটানিতে পড়িয়া গিয়াছি। সাধু কি গুরু পূর্ণিমা না করে আসবে। আমার স্মরণ যে নিয়েছে, আমার ভরষা যে করেছে তার আর বিনাশ নাই। শিবি ও মোহন আমার চোখে চোখে আছে। আমার দৃষ্টিতে শুকনো গাছে ফল ধরে। গীতা ও শেফালীর, প্রতি আমার দৃষ্টি আছে। ননীর পত্রের উত্তর করিয়াছি। আশীর্বাদ করি গুরুতেই যেন তোমাদের সকল প্রীতি ও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তোমরা যথালাভে সন্তোষ ও সুখ বোধ করিয়া শ্রীগুরু পাদপদ্মে স্নেহ কর।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৬ই বৈশাখ, ১৩৫৯

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী রীণা, তোমার নববর্ষের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিলাম। এই বছর তোমাদের সংসারের বিপদাপদ ও আশান্তি সব দূর করলাম। তোমরা 'গুরু বাক্যং সদা সত্যং' জানিয়া আঁচলে গিট দাও। আমি এ বছর তোমাদের গৃহে আনন্দধারা ছুটাইয়া দিয়া শান্তিঃসুখে ভরপুর কারিয়া রাখিব। তোমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া যাক যেমন নানাবর্ণের ফুল দিয়া মালা গাঁথিয়া গলায় পরিলে কি সুন্দর দেখায় সেইরূপ তোমরা সব ভক্ত

মিলিয়া আমার গলার মালার স্বরূপ হইয়া থাক। ইহাই আমার একমাত্র বাঞ্ছনীয় এবং তোমাদের কল্যাণকর। আমার শ্রীদেহ একপ্রকার ভালোই যাইতেছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৭ই বৈশাখ, ১৩৬০

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্নেহাস্পদা রীণা, তোমার নববর্ষের সশ্রদ্ধেয় ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমার জীবন সুখময় ও ধনৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হউক। আমার নববর্ষের এই মঙ্গলময় আশীর্বাদ গ্রহণ কর ও পরিবারস্থ সকলকেই পৌঁছাইয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। ছেলেমেয়েদের রোগমুক্তির জন্য কৃপাদৃষ্টি ফেলিলাম। গৌরীর জন্য সৎপাত্রের অন্বেষনে আমার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। শ্রীমতী এবার যাতে পাশ করিতে পারে তারা জন্য লক্ষ্য রাখিলাম। আমার ভক্ত মাঝে মাঝে আমার দর্শনে আসে এবং পূজা সেবা চালায়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৩১/১/৬৫

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী হিরণ মাঈ, তোমার শুভ নববর্ষের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি এ বৎসর তোমার সুখ শান্তিতে অতিবাহিত হউক। মাঝে মাঝে ধামে যাইয়া ধাম দর্শন করিয়া আসিবা, ধাম দর্শনই আমার দর্শন মনে করবে এবং ফলও পাবে। আমার শরীর বর্ত্তমানে ভালই আছে। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও ও অন্যান্য সবাইকে জানাও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী রীণা মাঈ, তোমার শুভ নববর্ষের ভক্তি পূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি এ বৎসর তুমি স্বামী ছেলে মেয়ে নিয়া পরমসুখে কালাতিপাত কর। আমার শরীর বর্ত্তমানে ভালই আছে। তোমরা মাঝে মাঝে গুরুধাম দর্শন করিও। তোমাদের উপর আমার মঙ্গলময় কৃপাদৃষ্টি রহিল ১লা বৈশাখ বাবা শিবধাম দর্শন করিয়া গিয়াছে।

আমার শান্তি আশীর্বাদ তোমার ও পরিবারস্থ সকলকেই পৌঁছে দিও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৩/১০/৬৬

পরম কল্যাণীয়াষু,

আয়ুষ্মতী রীণা মাঈ, দিনান্তে গুরু নামটি একবার স্মরণ করিও। যে নামে আমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছি সেই নামই তোমাদের দিয়াছি। আমাকে দিয়া তোমাদের যে কাজ হইত, আমার নাম দিয়াও তোমাদের সে কাজ হইবে। তোমার যখন যাহা দরকার পড়ে নামের কাছে চাহিলেই পাইবে-আরও। তোমাদের জন্য গুরুপাঠ রহিয়াছে। আমি সেখান সবসময়ই বিদ্যমান আছি। সেখানে থেকেও তোমাদের আশা আকাঙ্খা মিটাইতে পার। আমি তোমাদের পূর্ণশক্তি দিয়াছি, অপূর্ণ বলিয়া কিছুই রাখি নাই। গুরুনামই একমাত্র সার ও সত্য আর সব আলুনি। তোমাদের কোনই ভয় নাই। জয় ব্রজানন্দ বলিয়া হুঙ্কার দিয়া আনন্দে ভরপুর থাক। আমার দেহ বড় সুবিধার নয়, আছি কোন মতে।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

পরম কল্যাণীয়াষু,

আয়ুষ্মতী রীণা মাঈ, আমি মঙ্গলমত শ্রীধামে পৌঁছিয়াছি। শ্রীশ্রীবুড়োশিবের শিবরাত্রি ভালরূপেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারপ্রাপ্ত আশ্রমবাসী সাধুরা শিবরাত্রির আয়োজন সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, তাই আমাকে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। শ্রীমান অমূল্য পারনের প্রসাদ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। তোমরা বাড়ীর সকলে আমার শান্তি আশীর্বাদ লও। তোমাদের সব দিকেই আমার মঙ্গলময় দৃষ্টি ফেলিয়াছি। পাখী যেমন আপন ডানা বিস্তার করিয়া তার শাবকদিগকে আবরিয়া রাখে, আমিও তেমনই তোমাদের আবরিয়া রাখিয়াছি। গুরু নামের মহিমা কেহ দিতে নারে সীমা। কোটি লক্ষ্য সৈন্য তোমাকে আক্রমন করিতে আসিলেও তোমার গায়ের একটি লোম নষ্ট করিতে পারিবেনা। নির্ভয় হও, নিঃশঙ্ক চিত্তে বসিয়া থাক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২/১০/৬৭

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বিকাশ, গুরু অধিক আর কেহ নাই। গুরু সর্বেশ্বর সকলের নিয়ন্তা ও নির্বাহ কর্ত্তা। তোমরা এই বোধে নাম কর, ধ্যান কর, গুরু চিন্তা কর, দর্শন কর, জপ কর, সেবা কর, পূজা কর, উপাশনা কর, তোমাদের অভিষ্ট লাভ হইবে। অভাব রাক্ষসীর তাড়না সহ্য করিতে হইবে না। কামনা বাসানা পূর্ণ হইবে, বিপদ আপদ, রোগ শোক, দুঃখ কষ্ট দূরে যাইবে। সাপে বাঘে খাইবে না, দৈন্য থাকিবে না। এই কয়টা ত হবেই আধ্যাত্মীক জীবনও মঙ্গলময় হইবে। ভক্তের প্রাণের পিপাসা মিটানের জন্য আমার এ অবতার। তোমরা সরল বিশ্বাস নিয়া দিনান্তে একবার "জয় ব্রজানন্দ" বলে আমাকে স্মরণ করবে। আমার আসনে প্রার্থনা জানাবে। আমাকে দেয় পূজা বা ভক্তি আমার ফটোতে বা আমার আসনে দিবে। আমি গ্রহণ করিব। বাবা তোমরা নিঃসন্দেহে সাধন করে যাও। ফল লাভ ধ্রুব সত্য। তোমরা যতখানি মন দিবে ততখানিই কাজ পাবে। ঠিক ঠিক ভক্তি চাই নইলে হবে না। গুরুতে বিশ্বাস, গুরুতে ভক্তি গুরুতে একনিষ্ঠ হও। তোমরা আমার নাম ধর। আমার দেহটাকে ধরিও না। দেহ একদিন যাবেই। এ অনিত্য দেহ তাই তোমাদের নাম দিয়াছি। নাম ধর পার হবে, সংসার জ্বালার হাত এড়াবে। আজ আমার এইখানেই আদেশ উপদেশ শেষ হলো।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ১৮/৫/৬৮

পরম কল্যাণীয়াষু,

বীণা মাঈ, তোমার শুভ নববর্ষের ভক্তি পূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি এ বৎসর তোমার সুখময় হউক। নামটা করবে নামের মধেই সব আছে। আমি তোমাদের কোন কিছুই অপূর্ণ রাখি নাই। নামের মধ্যেই আমার সব কিছু দিয়াছি। দর্শন করা নিতান্তই দরকার। যাক্, ১০/১৫ দিনের মধ্যে আমি কলিকাতা রওয়ানা হইব, সেখানে দর্শন করার চেষ্টা করিও। আমার শ্রীদেহ আর এখন বড় ভাল থাকে। এটা সেটা লেগেই আছে আমার বাবাকে আমার মঙ্গলময় শান্তি আশীর্বাদ জানাইও। অত্র ধামস্থ এক প্রকার কুশল।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৬০

কল্যাণীয়াষু,

আয়ুষ্মতী রীণা, অনেকদিন পর তোমার ভক্তিপূর্ণ একখানা পত্র শ্রীচরণে পাইলাম। আমি শরীরগত একপ্রকার আছি। তোমরা সুখী নও আর আমি সুখী হব কি করে? তোমাতে যে সহ্য গুণের অভাব, ক্ষমাই মহত্বের লক্ষন। যে হৃদয়ে ক্ষমা নাই, দয়া নাই সে হৃদয়ে ভক্তি ও জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসা জীবে দয়া এই সব কর্ম্মই অন্ধকার হইতে আলোর পথে লইয়া যায়। যেখানে হিংসা,

দ্বেষ, অপ্রেম সেখানে আলোর প্রকাশ হইতে পারে না। জ্ঞান ভক্তি পাইতে হইলে সদয় অন্তঃকরণ বিশিষ্ট হইতে হইবে। নির্দয়ের হৃদয় অতিশয় কঠিন ও পাষানবৎ হয়। সেই হেতু সৎসঙ্গধারী হাজার সিঞ্চন করিলেও ভক্তিবীজ অঙ্কুরীত হইতে পারে না। অপ্রীতিকর বাক্য যেরূপ নিজের নিকট কন্টকবৎ মনে হয় সেইরূপ অন্যেরও হয় এইরূপ আত্মবৎ জ্ঞান মনে জপিলে তবে তাঁর আর আপন পর এই ভেদ জ্ঞান থাকে না, সে সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হয়। বিনয়ী, নম্র, দয়ালুহৃদয়বিশিষ্ট হইলে তবে সে শিষ্য পদের অধিকারী হয়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও বলিয়া গিয়াছেন-আপনাকে তৃণবৎ জ্ঞান, বৃক্ষের ন্যায় সহ্যগুণ বিশিষ্ট, মানের অযোগ্যকেও মান দেওয়া হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির এই লক্ষন। মাঈতুমি দয়া ধৈর্য্য ও ক্ষমার আধার হও। তবেইতো বুঝব তুমি আমার মেয়ে দ্বৈত ভাব ত্যাগ কর, সর্বভূত প্রাণীতে দয়াশীলা হও। তুমি আমার শান্তি-আশীর্বাদ গ্রহণ কর আর সবাইকে দাও। বাবার হাতে তোমার প্রণামী পেয়েছি জানিবে।

"ছোট যদি উচ্চ-ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেলে,
তুমি তবে স্নেহভরে আদর করিও তারে।"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ২৫/১০/৬৭

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা অমূল্য, গুরুর অধিক আর কেহ নাই। গুরু সবচেয়ে আপন। গুরু সর্বেশ্বর জগৎ কর্ত্তা ও নিয়ন্তা, তোমরা এই বোধে নাম কর, ধ্যান

কর, চিন্তা কর, দর্শন কর, জপ কর, সেবা কর, পূজা কর, উপাসনা কর; তোমাদের অভীষ্ট লাভ অতি শীঘ্রই ও সুনিশ্চিত। অভাব রাক্ষসীর তাড়না সইতে হবে না, কামনা বাসনা পূরণ হবে, বিপদ আপদ দুঃখ কষ্ট দূরে যাবে। কোন ভৌতিক ভয় থাকবে না। এই কয়টা তো হবেই, আধ্যাত্মিক জীবনও মঙ্গলময় হবে। তোমায় আমায় ভেদ থাকবে না। অবিনশ্বর শান্তি ও আনন্দের উপলব্ধি হবে। এই নামে যোগ ভোগ দুই আছে। সংসার ও সরল বিশ্বাস নিয়া দিনান্তে অন্তত একবার ‘জয় ব্রজানন্দ’ বলে আমাকে স্মরণ করবে। আমার আসনে প্রার্থনা জানাবে। আমাকে দেয় পূজা বা ভক্তি আমার ফটোতে বা আমার আসনে দেবে আমি গ্রহণ করবো। তোমরা নিঃসন্দেহে সাধন করে যাও, জন্ম সফল হবে। তোমরা যতখানি মন দেবে ততখানিই কাজ হবে। গুরুতে বিশ্বাস, গুরুতে ভক্তি গুরুতে একনিষ্ঠ ভাব রাখো। আমার নাম ধর। আমার দেহকে ধরিওনা। দেহ আজ আছে কাল নাই। তাই তোমাদের নাম দিয়েছি। নাম চিরদিনই থাকবে। নাম সত্য, নাম সত্য। যখন যা কিছু দরকার পরে নামের কাছে চাইবে। নামের কাছে সব পাওয়া যাবে। বাবা তোমার পত্র পেয়েছি। নবমীর দিন দর্শন দিতে পারি নাই। সেদিন তুমি ভারী কষ্ট পেয়েছ। শ্রীমান সুরেশ দর্শনে আসিয়াছিল। হরিহরকে লিখেছি “তুমি সব ছেড়ে দিয়ে নাম কর। সাধুর তো নামই একমাত্র সম্বল ও বল ভরসা। সাধুর বৈদ্য নারায়ণ আর নাম ঔষধ।” বাবা তুমি নির্ভয় নিশ্চিন্ত হও আর মাঈকে নিশ্চিন্ত হতে বল। আমি নজর ফেলেই আছি। তোমার কুমার কুমারীদের আমার শান্তিঃ আশীর্বাদ পৌঁছে দিও। হেথায় ধামস্থ আমি ও অন্যান্য সকলেই একপ্রকার আছি ও আছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা ৩/১২/৬৪

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা নন্দলাল, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আমি কলিকাতা হতে আসিয়াও ২/৩ দিন ব্যাথায় ভুগিয়াছি। এখন ৮/১০ দিন যাবৎ বেশ ভালই আছি। বাবা সাধুর তো কোন ব্যাধি নাই; তবে ভগবানের লীলার অনুরোধে এই সব লীলা করিয়া লোক উদ্ধারের পথ বাহির করা বইত আর কিছুই নয়। তুমি এই চরণে বিশ্বাস ফেলিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া দিন কাটাও। তোমার অশান্তি নাই। স্বয়ং শান্তিময় যাহার সহায় তার আবার ভাবনা কি? তোমার শারিরীক ও মানসিক সর্বাধিক শান্তি আমি করিব। এবার আমার অবতীর্ণ হইবার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবজগতের কল্যাণ-জীব উদ্ধার। তাই আমি জীবের সর্বাধিক অশান্তি নিজে গ্রহণ করিয়া শান্তিধারা বিতরণ করি। বাবা তুমি নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেই করিবে।

"লহরে শরণ কলুষহরণ
ঐ ব্রজ-সুন্দর পায়।
দাতা শিরোমণি করুণা আধার;
পাপি তাপি যত পামর পতিত
সবাই তরিয়া যায়।"

বাবা তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
২/৬/৬৩

কল্যাণীয়াষু,

স্নেহলতামাঈ, এখন আর তোমাদের অশান্তির কি আছে? আমি তো তোমাদের কাছেই আছি। নামই অভেদ, আমাকে দিয়ে তোমাদের যে কাম হইবে, আমার নাম দিয়াও তোমাদের সেই কাম হইবে। আমার কাছে পূজা দিয়া যে ফল পাইবে, আমার নামের কাছে পূজা দিয়াও সেউ ফলই পাইবে। আমাকে পূজা দেওয়া আমার নামের কাছে পূজা দেওয়া একই কথা। তোমাদের গুরুদেবই ঈষ্ঠ দেবতা। গুরু-ইষ্ঠে আলাদা নয়, গুরুতেই শ্রী কৃষ্ণ বোধে পূজা আর্চ্চা ধ্যান জপ ভোগ আরতী ক্ষমাপ্রার্থনা সবকিছুই করে যাবে। কালে গুরুমূর্ত্তিতেই কৃষ্ণ ফুটে উঠবে। আমি তোমাদের দিব্যচক্ষুদান সেই শুভদিনে করিয়া দিয়াছি। গুরুমূর্ত্তিতেই সব কিছু ধ্যান-জপ করিয়া যাও। তোমরা যে একদিন সেই সোহম্ ব্রজানন্দই তো ছিলে! আজকে মায়ার ফাঁদে পড়িয়া সেই 'রূপ' হারায়ে ফেলিয়াছ। তাইতেই তো রোগ শোকের অধীন ও জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়াছ। এক্ষণে ব্রজানন্দ জপ করে ব্রজানন্দ হয়ে যাও। তাহা হইলে রোগ শোকে বা জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে না। ইবারই তোমাদের পুনঃ পুনঃ আশা যাওয়া ঘুঁচে যাক, ব্রজানন্দ লাভ হউক। নানা যোনি ভ্রমণ করে আর দুঃখ ভোগ করোনা, মাঈতোমাদের কাছে এই একমাত্র ভিক্ষা প্রার্থনা করি। জঠর যন্ত্রণা কি ভাল? নির্বান মুক্তিই একমাত্র কাম্য। মনুষ্য জন্ম লাভ ও সেই জন্যই। এই জন্যই তো মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। তোমাদের মনুষ্য জন্ম লাভ সার্থক হউক, এই আমার ঐকান্তিক বাসনা। তোমার পায়ের রোগের প্রতি দৃষ্টি ফেলিয়াছি, সারিয়া যাইবে ভয় নাই। আমার আর কুশল কি? দেহ এক

প্রকার চালু আছে। ধামস্থ অন্যান্য সকলেই ভাল। একবার তোমাদের ধাম পরশ করতে পারলে বড়ই ভাল হইত।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

গুরুধাম
বাঙ্গুর এভিনিউ
কলিকাতা - ৫৫
২৯/১১/৯১

প্রিয়জন,

আগামী ১৬ই পৌষ, ১৩৭৮ বাং, ১লা জানুয়ারী ১৯৭২ ইং, শনিবার 'গুরুধাম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব এবং ধামেশ্বর বিশ্বগুরু শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ মহাপ্রভুজীর পূজা এবং আগামী ১৬ই মাঘ ১৩৭৮ বার, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৭২ ইং রবিবার, যুগাবতার শ্রী শ্রী ব্রজানন্দ মহাপ্রভুজীর শুভ 'মহাবির্ভাব' মহোৎসব অত্রমন্দিরে উদযাপিত হইবে। ভগবান ব্রজানন্দজীউ স্থূলে পূজা গ্রহণ করিবে।

এই মহাপূজায় যথা যোগ্য অংশ গ্রহণ করুন।

বিনায়াবনত
ভক্তবৃন্দ

গুরুধাম
বাঙ্গুর এভিনিউ
কলিকাতা - ৫৫

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানার জবাবে জানাইতেছি যে মনোরঞ্জন, সুরথ ও প্রমীলা প্রভৃতি সবাই বাংলাদেশে যাবে। ঢাকা ধাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এখানকার এক সাধুকেও ওখানে পাঠাইতেছি। তুমিও যাও। ভালোই হবে। তবে কিছুদিন পর যাও। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হউক। ছেলে মেয়েদের সেখানেই ভর্তি করিও। অধিক কি অত্র শুভ। তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল চাই।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

সংগ্রামের পর
(৫ পঞ্চম পত্র)

গুরুধাম
বাঙ্গুর এভিনিউ
কলিকাতা - ৫৫
৩১/৩/৭২

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরসুখীভব,

মাঈ স্নেহলতা ও বাবা রমেন, তোমাদের ভক্তি পূর্ণ প্রীতিজনক পত্র এবং ভোগের টাকা চাউল, সন্দেশ, নারিকেল ইত্যাদি যথাসময়েই

পাইয়াছি। কিন্তু জবাব দিতে দেরি হইল নানা কারণে। আমার কাছ থেকে সবসময় জবাব না পাইলে ও তোমরা পত্রাদি দিয়া যাইবা। তোমাদের জন্য এতদিন চিন্তায় ছিলাম। যাইহোক তোমাদের প্রতি সর্বদাই আমার মঙ্গল দৃষ্টি রহিয়াছে। রানু, মুক্তি, দেবী ইত্যাদি সবারই প্রতিই আমি লক্ষ্য রাখিয়াছি। ওদের জন্য চিন্তা করিওনা। বর্ত্তমানে তোমাদের সংবাদ জানাইও। কবে ঢাকা যাই এখনও ঠিক হয় নাই। সবাই আমার মঙ্গলাশীষ গ্রহণ কর। অত্র শুভ। কুশল চাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

সংগ্রামের পর

(৬ ষষ্টম পত্র)

গুরুধাম

কলিকাতা - ৫৫

২৫/১০/৭২

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন ও মাঈ এইমাত্র তোমাদের বিজয়ার ভক্তি অর্ঘ্য এবং শ্রীমান মনোরঞ্জনের মারফত প্রেরিত নারিকেল নাড়ু, আচার ও বস্ত্রখন্ড ইত্যাদি পূজার উপাচার পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আর তোমার

কর্ম প্রাপ্তির সংবাদে ও খুবই আনন্দ লাভ করিলাম। তোমরা আমার প্রিয় সন্তান। তোমাদের প্রতি আমার কৃপাদৃষ্টি সর্বদাই আছে। সর্বদা নির্ভয়ে থাকিও। গোপা ও দেবীর ভর্ত্তির ব্যপারে ও কৃপাদৃষ্টি ফেলিলাম।

মনোরঞ্জন ওরা আর ভিন্নপত্র দিল না। অধিক কি অত্র কুশল তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল চাই। জয় ব্রজানন্দ হরে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

সংগ্রামের পর

(৪ চতুর্থ পত্র)

গুরুধাম
বাঙ্গুর এভিনিউ
কলিকাতা - ৫৫
২১/৭/৭১

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন তোমার ও মাঈর ভক্তিপূর্ণ কার্ডখানা পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমাদের সকল দুঃখ, বিঘ্ন, অভাব অসুবিধা সমস্যা ও অশান্তি দূর হউক। আমার পুর্ণ কৃপা লাভ করিয়া আদর্শ গৃহী ভক্ত হও। মধুময় হউক জীবন। 'ভক্তের বোঝা আমি বহন করিয়া থাকি।

তাই, মুক্তির বিবাহকার্য্য সুষ্ঠভাবে হইয়াছে। ভক্তের হৃদয়- বৃন্দাবনে আমার নিবাস, আমার ভক্ত চির অজেয়। তবে চাই শ্রদ্ধাভক্তি, ভেজাল নয়। তারপর ঢাকা হইতে আমার পর সুনিলের কোন ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাই নাই। রেনু মাই ডাক্তার বীরেনের খবর শুনিয়া অশুদ্ধ হইলাম। আমার কৃপায় তাহারা সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাউক। আমার বাম পদের ঘা শুকাইয়াছে। তবে মনে হয় এখনও ভিতরে ঘা আছে। এখন চলাচল করিতে পারি না। অত্র শুভ। তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল চাই। তোমাদের উপর আমার কৃপাদৃষ্টি রাখিলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

সংগ্রামের পর

(২ দ্বিতীয় পত্র)

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৬/৩/৬৫

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমার ইহকালে সুখ ও পরকালে পরামৃত লাভ

হউক। তোমার পত্রের প্রার্থনানুসারে আমার এই নির্দেশ আমি বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে বাগানে যাব, অতএব তুমি এর মধ্যেই ঘুরে আসবে। (১) গোপাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে আবার সঙ্গে করেই নিয়ে আসবে (২) তুমি আর অন্য কোথাও কাজের চেষ্টা করিও না (৩) এখন এখানেই থাক। তোমরা সকলেই আমার শান্তিময় মঙ্গল আশীর্বাদ লও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৫/৬/৬৪ ইং

কল্যাণীয়াষু,

স্নেহলতা মাঈ, এইমাত্র তোমার একখানা ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমার ইহকালে সুখ ও পরকালে পরামৃত লাভ হউক। তোমরা দিনান্তে গুরুদত্ত নামটি একবার স্মরণ করো, তোমাদের কানে যে নাম দিয়েছি উহাশক্তির আধার গুরুদত্ত নাম ও গুরু অভেদ মনে করিয়া সাধন করে যাও। নাম এবং নামী অভেদ। সরল বিশ্বাসও ভক্তি লইয়া থাক, তোমরা সমস্ত বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। নামটি জপ করিবার কালীন গুরুমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া জপ ও ধ্যান করিবে। সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার কালে প্রার্থনা করিবে ঠাকুর আমি তোমারই

স্বরূপ, তুমি ও আমি এক বস্তুই। মায়া মোহে আবদ্ধ হইয়া আজ আমরা তোমা হতে পৃথক হয়ে গেছি। এক্ষণে তুমি আমাদের তোমার করিয়া লও, তোমার নিত্য, সত্য স্বরূপ আমায় দাও। মাঈ তোমরা এইভাবে গুরুকে সাধন করিয়া যাও। তোমাদের উভয় লোকেই মঙ্গল। আমি গুরু পূর্ণিমার ২/৪ দিন পূর্বে রওয়ানা হইব। তোমাদের সেদিনকার সেবাপূজা আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমাদের সেই আত্মিকতা সদাই মনে পড়ে। তোমাদের অভীষ্ট পূরণামে ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া সাধন সঙ্গের সম্বন্ধে কিছু শিখিলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

গুরুধাম

৮/১১/৬৩

কল্যাণীয়া ও কল্যাণবর ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

মাঈ স্নেহলতা ও বাবা রমেন্দ্র মোহন, তোমাদের বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিলাম। তোমাদের পূজা ঠিকই হইয়াছে। প্রীতোস্মি! তোমরা আমার মঙ্গলাশীষ গ্রহণ করিও। ইহ পরকালে তোমরা সুখী হও। হাত দেখানো অভ্যাসের কি প্রয়োজন আছে? কর্মফল খন্ডানো হয় না। তবে ইহা ধ্রুব সত্য যে আমার ভক্তের বিনাশ নাই। ভক্তি মার্গ থেকে বিচ্যুত না হইলে তোমাদের সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে। গুরুদাতা, গুরুত্রাতা,

গুরুই পরমাশ্রয়! সময় খারাপ, গ্রহের কোপ ইত্যাদিতে মন দিও না। নামে থাক। মাভৈঃ মাভৈঃ আমি যে রয়েছি। আমি একপ্রকার আছি। তোমাদের ঐহ্যিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
৩/৭/৬৪

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন্দ্র, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমরা নির্লিপ্ত সংসারী হও। সংসার কর, বিষয়াসক্ত হও, সংসারে ডুবিয়া যাও তাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু হুসিয়ার হও যেন সংসার তোমার উপরে সোয়ার না হয়। বাবা এই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকিবে। বাহ্যিক সংসারী সাজ, সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম কর কিন্তু অন্তরে ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাব নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত ভাব জাগাইয়া রাখ ইহাই আমার একমাত্র ভিক্ষা তোমাদের কাছে, শ্রীমানের পড়া সম্বন্ধে লিখিতেছি তাহাকে তাহার রুচিমত পড়িতে দাও। আমি ফলদাতা সুফল দেব। শ্রীমান ভাগ্যবান হইবে। তোমার চিন্তার কোনই কারণ নাই। গুরুমুখের অমৃত

বাক্য মনেতে করিয়া ঐক্য আর না করিও আশা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

গুরুধাম
বাঙ্গুর এভিনিউ
কলিকাতা - ৫৫
২৭/৮/৭১

কল্যাণীয় ও কল্যাণীয়া ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন ও মাই স্নেহলতা, তোমাদের ভক্তিপূর্ণ পত্র দুইখানি গুরু কৃপাউদ্দীপক। তাই, তোমরা নির্ভয়ে থাক। জানিও- নামে ভক্তাঃ প্রনশ্যতি তবে কর্মফল বিশেষতঃ প্রারব্ধ ফল অখতনীয়। অন্ততঃ কিছুটা ভোগ করিতেই হয়। পরিণামে--যেখানে আমি, সেখানে ধর্ম - সেখানেই জয়। সুতরাং--"মামেকং শরণং ব্রজ"; বাণীকে জীবন পথের পাথেয় করিয়া নাও।

তারপরে তোমাদের প্রেরিত ৩৫.০০ টাকা প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু মুক্তির সংবাদ উৎকণ্ঠা জনক। যাই হোক তাহার উপর আমার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। তোমরা তাহার জন্য চিন্তা করিও না। চিন্তার বোঝা আজ হইতে ব্রজানন্দ চিন্তামনিই গ্রহণ করিলেন। রীতা এবং

নব জাতিকার ও মঙ্গল হইবে। আমি সর্বদাই তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই আছি। যখনই ঐকান্তিক ভাবে ডাকিবে সাড়া পাইবে। তোমরা কখনই নিজেদের অসহায় ভাবিও না। অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি দিয়া যে যেভাবে সে ভাবেই তার পূজা আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। তোমাদের কোনও অপরাধ নাই। যতটুকু পার নিজেরা করিবে। বাদ বাকিটা আমিই পূরণ করিয়া গ্রেস মার্ক দিয়া পাশ করাইয়া দিব। বাবা, মাঈ, প্রমোশনত আমারই হাতে।

সুনীল ও মনোরঞ্জন ভালই আছে। শুনিয়াছি রেণু লস্করপুর চা বাগানে এবং মঞ্জু কাছাড় আছে। কিছুদিন আগের খবর -- প্রমিলামাঈও সুরথ প্রভৃতি সবাই ভালই আছে। অত্র শুভ কুশল চাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

গুরুধাম
বাঙ্গুর এভিনিউ
১৯৭১

কল্যাণীয়বর ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন তোমার একখানা পত্র পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। তোমার চাকুরীর সংবাদে আরও সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত তোমার সকল শুভ বাসনা আমি পূর্ণ করিব। তোমার সকল দুঃখ, অশান্তি, জ্বালা, নিরানন্দ দূরীভূত হউক। আমার পূর্ণ কৃপালাভ কর। তোমার কন্যা শ্রীমতী মুক্তির বিবাহ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হউক। নবদম্পতি সুখী ও দীর্ঘজীবি

হউক। মধুময় হউক তাদের জীবন। তোমরা সবাই আমার মঙ্গলাশীষ গ্রহণ কর। আমি গত ১৯ জুন শনিবার রাত্রি সাড়ে দশঘটিকায় কোনও রকমে অসুস্থদেহ নিয়া ধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পাটক্ষেত, ধানক্ষেত, ওগঙ্গিতে হইয়াছে। তাহাতে বামপদে ক্ষতসৃষ্টি হইয়াছে। এখনও দৈনিক ব্যান্ডেজ বাঁধা হইতেছে। তবে আরোগ্যের পথে। অধিক কি সবাই আমার মঙ্গলাশীষ গ্রহণ কর।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ, পুনঃ রেণুর জন্য চিন্তায় আছি। তার খবর জানিলে জানাইও।

আশীর্বাদক

স্বামীব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,

রমনা, ঢাকা - ২

৩১শে শ্রাবণ ১৩৭৩

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী স্নেহলতা মাঈ, আমি তোমার সমস্ত পত্রই পাইয়াছি। এইভাবে যখন যাহা হয় শ্রীচরণে জানাইয়া রাখিবে, তাতেই তোমার ষোল আনা কাজ পূর্ণ হইবে। আমার পত্রের অপেক্ষায় থাকিবে না। গুরুধাম, সংসারে ভয় পাবে না, এতো সুখের জায়গা নয়, একটা হলো, একটা গেল, সে অভাব লেগেই আছে? তবে গুরুতে মন রেখে কর্ম্ম করে যাও। খুটা ধরবে, তবে আছাড় খাবে না, চূর্ণ হবে না। দেখ না জাতার মাঝে যে খুটা রয়েছে, সেই খুটোর তলায় মটরাদি শষ্য সকল নিষ্পেষিত

হয় না। তেমনি গুরু স্মরণাগত শিষ্যকে গুরুই সহায় হয়ে রক্ষা করেন। কিছু সময় স্থিরভাবে গুরুমূর্ত্তির চিন্তা করবে, তা হইলেই সব পাইবে, সংসার সুখের হবে। ঐহ্যিক পারর্থিক উভয়ই মঙ্গল হবে। গোপাকে পড়াও, আমার দৃষ্টি রহিল তোমার চারিদিকেই, তোমরা উভয়ে আমার আশীর্বাদ লও।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৬/৪/৬৫

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন তোমর পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তোমার পত্র আমি সব সময়ই পাইয়া থাকি, আমার উত্তরের আশায় থাকিও না। তোমার প্রার্থনা যখন যাহা হয় জানাইয়া যাইবে। আমি দৃষ্টি দিয়া কাজ করি কচ্ছোপের মত যেমন কচ্ছপ জল হইতে পাড়ে উঠিয়া স্থলে ডিম ছাড়িয়া জলে নামিয়া যায় সেইখান হইতে দৃষ্টি দিয়া ডিম ফুঠায়, আমার কাজ ও সেইরূপ জানিবে। এখানে আমার আর কোন কর্ত্তব্য নাই। আমি আপনাকে তোমাকে বিলাইয়া দিয়াছি ঐ যে আমার সিদ্ধমহামন্ত্র তোমার কর্ম্ম কুহরে ঢালিয়া দিয়াছি, সেই দিনই আমার কর্মশেষ হইয়া গিয়াছে।

তুমি এক্ষনে সর্বান্ত করনে ঐ মন্ত্র আমার স্বরূপে সেবা ও পালন দ্বারা মৎস্বরূপত্ব লাভ করিয়া ব্রজানন্দ হইয়া যাও। এই জন্মেই জন্ম মৃত্যুর বন্ধন ছেদন করিয়া নিত্যানন্দময় হও, তোমার পূর্ব জন্মের দুঃখদৈন্য দূর করিয়া আমি তোমাদের দর্শন দিতে নিতান্তই উৎকণ্ঠিত কিন্তু বর্ত্তমান শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন, বর্ত্তমান মাসের শেষে দিয়া দর্শন দিবার ইচ্ছা রাখি। আর তোমাদের ভক্তির আকর্ষণে যদি এর আগ দিয়া হয়ত হইয়াই গেল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পুনঃ আশীর্বাদ করি এই বৎসরেই তোমার যেন সকল আকাঙ্খা পূর্ণ হয়। আমার আশীর্বাদ আমার মাঈও সখা সখীদেরও যেন পৌঁছে।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৭/১২/৬৫

কল্যানীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন, তোমরা আমাকে পাইবে! তোমরা সত্যই আমার ভজন করিবার অধিকারী। আমার প্রতি তোমাদের বেশ লোভ আছে। তোমাদের দেয়া পত্রাদি প্রায়ই পাইয়া থাকি। তোমার গুরুসেবা পরায়নত। গুরুসেবা পরায়ন শিষ্যই আমার সেবার অধিকারী। স্বামীর নিকট স্ত্রীর নাম ও স্ত্রীর নিকট স্বামীর নাম যেমন মধুর লাগে তেমন করিয়া গুরুর নামটিও মধুর

করিয়া লও। তবেই নামের মিষ্টত্ব অনুভব করিবে। যেমন আমি এই সুদীর্ঘ জীবন যে নাম লইয়া (জপিয়া) জাগতিক দুঃখ কষ্টর পরপারে গিয়াছি তোমাদের ও সংসার জ্বালার হাত এড়াইতে ঔ ভব-সাগর তরিতে সেই নামই দিয়াছি। বাবা আমার এই ভিক্ষা যে দিনান্তে অন্ততঃ নামটি একবার লইবে। বাবা ১লা জানুয়ারী একবার ধামে দর্শন করতে পারলে মন্দ হয় না।ইতি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৮/৯/৬৫

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন, বাস্তবিকই তোমাদের ধর্ম্ম পিপাসার উদ্গ্রীব হয়েছে। এবার তোমাদের গুরু দর্শনের খুবই আকুল বাসনা ছিল। কিন্তু আমি তোমাদের বাসনা কিছুতেই পূরণ করিতে পারিলাম না।

তাই দেখি ভগবান ভক্তের কাছে হার মানিল। এ বিষয়ে আমার বাক্য ও আছে যুগ পরস্পরা হতে, আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়। এবার দর্শন না পাওয়ায় ভালই হইয়াছে। তোমাদের অনুরাগটা আরও বাড়িয়া আসুক। কারণ অল্পতে আমার মন উঠে না। বাবা এপথে সবদিগেইতো লাভ কোন

দিগেই ক্ষতি নাই। গুরু দর্শনের প্রতিক্ষায় থাকা ইহা একটি ভক্তি লাভের শুভ লক্ষন। আমি তোমাদের হৃদয়কালেই বিরাজ করিতেছি। আমার সাধন ভজনও যে তাই। অভেদ উপাসনা সব সময়ই সোহম্ উচ্চারণ কর, আর প্রার্থনা কর, ঠাকুর আমি তোমরই স্বরূপে, তুমি আমি অভেদ, মায়া মোহে তোমা হইতে পৃথক হইয়া আছি। এক্ষনে তোমার নিত্য স্বরূপ আমায় দাও, আর তোমার করিয়া লও। বাবা এইভাবে সাধন, ভজন করিয়া যাও। তোমার সংসারে আসা সার্থক হউক।

তোমাদের ও গোপার পত্র পাইলাম। তোমার দেহ ব্যাধি সম্বন্ধে লিখিতেছি তোমার ঔষধ একমাত্র গুরুপদপাদক পান, আর গুরু নারায়ন নাম জপ, ইহাতেই তোমার দেহব্যাধি ভবব্যাধি সবই দূর হইয়া যাইবে। জয়বাবা, জয়বাবা, জয়বাবা,ঁও শান্তিঃঁও শান্তিঃঁও শান্তিঃ।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

শ্রী শ্রী বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন, গুরুর চেয়ে আপন আর কে আছে? পিতাকে ভক্তি করলে স্বর্গলাভ হয়। মাতাকে ভক্তি করলে সংসার সুখলাভ হয়। স্ত্রীকে ভালোবাসলে লক্ষী সুপ্রসন্ন হন। আর গুরুকে ভালবাসলে ভক্তি করলে এই কয়টাতো হয় উপরন্তু কৈবল্য লাভ হয়। তাই গুরুভক্তি লাভের জন্য

বদ্ধপরিকর হও। গুরুনাম কর তাকে ডাক, ডাকতে ডাকতে মনের ময়লা যাবে, তবে গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি হবে, গুরুতে বিশ্বাস আসবে, ভালবাসতে প্রাণে চাইবে। ঠিক ঠিক ভালবাসা সহজ নয় সাধন চাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

শ্রী শ্রী বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
২১/৯/৬৮

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন, তোমরা সকলেই আমার মঙ্গলময় শান্তি আশীর্বাদ লও। পূজার সময় এবার আমি শ্রীধামে আছি। তুমি তোমার ক্রিয়া করতে চলে এসো। শুধু তুমি আসলেই চলবে। আমার শ্রীদেহ মোটেই ভালো যাচ্ছে না। ধামে বৃষ্টি বাদলের হাত হইতে, চলাফেরার সুবিধার জন্য যাত্রীকোটা হইতে দূর্গামন্দির পর্য্যন্ত এবং দূর্গামন্দির হইতে শিবমন্দির পর্য্যন্ত ঢালাই ছাদ হয়েছে। ধামবাসী সকলেই ভালো।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

শ্রী শ্রী বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
৩১/১/৬৯

কল্যাণীয়া ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্বামী ব্রজানন্দ।

স্নেহলতা মাঈ, ঘরে পেঁচা, প্রবেশের দরুন যে ত
স্মরণ মাত্র দূর হইয়া গেছে। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাক। গুরু ভক্ত শিষ্য পরম ভাগ্যবান।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা রমেন, তোমরা সকলেই আমার মঙ্গলময় শান্তি আশীর্বাদ লও। গুরু ভক্ত শিষ্য পরম ভাগ্যবান। তোমাদের কোন অমঙ্গল নাই। শ্রীগুরু নাম স্মরণে সব অমঙ্গল দূর হইয়া গেছে। শিবধামে মস্তবড় এক অমঙ্গল হইয়া গেল গত সোমবার বেলা ২-২০ মিঃ শ্রীমৎ নিজানন্দ, শিবের সাধু আমার শ্রী চরণে আশ্রয় নিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে। ধামের বেল গাছের তলায় সমাধি মন্দিরের পাশে ফুলবাগানে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

আমার আদেশ শ্রী মান সুধীর টেংরাতেই বাসা করলেই সবচেয়ে ভাল হয়। তাই তুমি জানায়ে দাও। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

গুরুধাম
কলি-৫৫
৭/১১/৭২

কল্যাণীয়া ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

মাঈ স্নেহলতা ও রেণু তোমাদের ভক্তিপূর্ণ পত্র দুখানা পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। তোমরা আমার আপনজন। তোমাদের কোনও ভয় নাই – বিপদ নাই। তোমরা যখন আমাগত, তখন তোমাদের আবার ভয় কিসের? শিশু মায়ের কোলে থাকিলে তাহার ভয় ব্যাথা কিছুই থাকে না। যে ব্যক্তি ভগবানে অনুরূপভাবে নির্ভর করিতে পারে সে অজেয় অপ্রমেয়। তোমাদের সকলের প্রতিই আমার কৃপাদৃষ্টি আছে। গতকাল মঞ্জুর নিকট চিঠি দিয়াছি। কেতকীকেও লিখিয়াছি। তোমরা প্রেমসে নিত্যসেবা চালাইয়া যাও। প্রমীলা মায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। গোপা ও দেবীর পরীক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছি। আমার নাম ও মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া যেন প্রশ্ন পত্র পাঠ করে এবং খাতায় লিখিবার সময়ও যেন 'জয় ব্রজানন্দ' বলিয়া লিখিতে আরম্ভ করে। অধিক কি অত্রশুভ। তোমাদের কুশল চাই।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পুনঃ শিবধামে যাব। তবে কবে সেটা এখন ও ঠিক করি নাই। ব্যোমকেশ ওরা ভাল আছে।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

শ্রী শ্রী বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৩/৪/৬৬

কল্যাণীয়া নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

রেণু মাঈ, তোমার ভক্তি পূর্ণ পত্র পাইয়া অপূর্ব আনন্দ লাভ করিলাম। তোমার চিঠি খুবই দরকারী ছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি উত্তর করতে পারি নাই। কারণ মঞ্জুর বিয়ে আমার একটু মন দিয়েই দেখতে হয়েছে। বরটি ভালই, তোমাদের পছন্দ হইলে মঞ্জুকে অর্পণ করিয়া দিতে পারি। আমি তোমাদের খুবই নিকটে আছি। জপ আর ধ্যানটি একটু করিবে। তোমার অহংকে ব্রজানন্দ লয় বলিয়া সোহম্ হইয়া যাও। তবেই দূর বলিয়া মনে হইবে না, আমাতে মিলিয়া যাইবে। এর পরে আর সাধন নাই। আমি বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে দেউন্দিতে আসিতেছি। তোমার যাতে দর্শন লাভ হয়। সেই চেষ্টা রাখিবে। রাম ব্রজানন্দ, রাম ব্রজানন্দ, ত্রাহিমাম্, ত্রাহিমাম্।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
৩০/৪/৬২ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী রেণু, তোমার ভক্তি পূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তোমাদের ছেড়ে এসে আমিও বড় সুখে নাই। তোমাদের সেই

তারক ব্রহ্ম নামের সুমধুর সুর আজও আমার কানে বাজে। নামটা একটু নিভৃতে বসে বসে মনে মনে করো; একটু হালকা হয়ে থেকো, সম্পূর্ণ আমার উপর ভর দিয়ে থেকোনা। শ্রীমতী মঞ্জুকে আমার স্নেহাশীষ জানাইয়াও। সেও যেন আমার নামটা একটু করে। তুমি আমার শান্তিঃ আশীর্বাদ লও, অন্যান্য সব ভক্তদের জানাও।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
২১/৯/৬২ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী রেণু, তোমার ভক্তি পূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। সময়াভাবে পত্রের উত্তর করিতে পারি নাই। তাই বলিয়া কি আমি তোমাদের ভুলিয়া থাকিতে পারি? তোমরা আমার আপন জন। আমার বুকের একফুটা রক্ত। গুরু শিষ্য কি দুইই? অভিন্ন করে বর, অভিন্ন হৃদয় জানবে। গুরু সবচেয়েও আপন। আমার গুণ স্মরণ কর, ও রূপ ধ্যান কর। সর্বদাই আমার দর্শন পাইবে। তোমাদের দুইদিকেই আমি চরণে স্থান দিয়েছি। গুরুকে বিশ্বাস কর, দেহ মন সমর্পন কর। এই খানেই তোমাদের সাধন শেষ, এরপরে আর কোনই সাধন ভজন নাই। "যাবৎ বিকাইতে না পারে, তবে তাই এই সাধন ভজন-এর পরে আর সাধন ভজন নাই"। তুমি নিত্য, তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। আমি আগামী ১২ই আশ্বিন রাত্রিতে Surma mail train এ Surma garden এ যাইব।

সেখান হইতে দেউন্দিতেও শুভাগমন করিতে পারি। ২/১ দিনের বেশী সেখানে থাকা যাবে না। এখানে শ্রীশ্রী শিবধামে Durga puja এর সময় মহামেলা। তাই আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতে হবে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

শ্রী শ্রী বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
৮/১২/৬৬ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

রেণুমাঈ, গুরুতে অকপট শুদ্ধ ভক্তি রেখ ইহা পরলোক আনন্দ যা হইয়া যাইবার, গুরু বাক্যে কখনও অবিশ্বাস ও সন্দেহ রাখিও না। গুরু বাক্য সাক্ষাৎ ভগবৎ বাক্য বলিয়া জানিও। গুরু বাক্য সর্বান্ত করণে পালন করিবে। গুরুর সামনে হিতাকাঙ্খী তোমার ত্রিভুবনে নাই। গুরু দত্ত নাম অন্তত একবার অবশ্যই স্মরণ করিবে। গুরুদত্ত নামেই আমার সর্ব শক্তি নিহীত আছে। আমাকে দিয়া যেই কাজ হইবে, আমার দিক্ষা মন্ত্রে ও সেই কাজ হইবে, মাঈএকা আছো তাই ভালো। একত্তেই মনে শান্তি পাওয়া যায়। বহুত্বেই যত অশান্তির মূল মনকে ঠান্ডা রেখ, ঠান্ডা মনই শ্রীগুরুর আরামখানা, যাই কর না কর মনটা গুরুতে রাখিবে। মনটা যেন একটা সাগর একটু হাওয়া লাগলেই ঢেউ উঠে, হাওয়া থামলে সবস্থির। মঞ্জু,

রানুর সংকল্পটাই ভালোই, শীত কালে একবার দর্শন করে গেলেই ভাল, শীতের দাপটে অত কাতর হোতে হবে না। আমাকে শুধু ঘাভীর মালিক করবে কেন? আমাকে তোমার সব কিছুরই মালিক করে দাও। আমি ষোল আনা চাই, রীতখানা কম হইলে লই না। তবেই ত তুমি তোমার সব চিন্তা হতে রক্ষা পেতে পার। তোমার লাভ লোকসান পাবে না। জয়গুরু, জয়গুরু করতে থাক তোমায় সরায় কে। তোমার শরীর সব সময়ই ভালো থাকবে। গায়ে গরম কাপড় রাখবে। ঠান্ডা লাগাবেনা। তোমার সেবা পূজা নিত্যই আমি গ্রহণ করে আসছি। আশীর্বাদ করি তুমি মঞ্জু, রানু সকলেই সুখে কালাতি পাত কর। আমি দেহ লইয়া কোন প্রকারে আছি। শ্রী ধামে লোকের বড়ই অভাব।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
৪/৬/৬৩ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী রেণুকা, আমি সব সময়ই তোমার পত্র পাইয়া থাকি কিন্তু আমার সময়াভাবে উত্তর করিতে পারি না। তোমার কাজ আমি ঠিকই করিয়া থাকি। কেবল উত্তরটা দেওয়া হয় না-এইমাত্র। সেইজন্য তুমি ব্যস্ত

হইও না। মঞ্জুর সম্বন্ধে তুমি আদৌ কোন চিন্তা করিবা না। মঞ্জু আমার হাতের মুঠে রহিয়াছে। আমার হাতের মুঠ ও খুলবে না, তাহার প্রাণ হানিও হবে না। আরামের মাথায় আমি পাথর চাপা দিয়াছি। আরাম আর বড় বেশী বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। এখন আস্তে ধীরে ব্যারামকে চালাইতে হইবে। তুমি নির্ভর ও নিশ্চিন্ত হও। তুমি গুরু চিন্তা কর নামটা দিনান্তে একবার লইও। একটু হালকা হয়ে থাকিও। যাতে আমি সহজেই তোমাকে পাড়ে করতে পারি। গুরু নারায়ণ এই বিশ্বাসটা তুমি ঠিক ঠিক পেয়ে গেলে তুমি জন্ম মৃত্যুর ইতি হইতে নিস্কৃতি পাইতে পারো। গুরু নারায়ণ তুমি সব সময় ভাববে। ভাবতে ভাবতে তুমি এক সময় নারায়ণ হয়ে যাবে, লক্ষী হয়ে যাবে। তোমার আসল স্বরূপ বেরিয়ে পড়বে।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৫/৬/৬৪ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী রেণু,

তোমাদের ওখান হইতে আসিয়া এ মধ্যে কোন পৌঁছ সংবাদ করি নাই। তুমিই খবর লইয়াছো, এবার তোমাদের সেবাপূজা পাইয়া আমি

যথেষ্টই প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমাদের গুরুভক্তির বাস্তবিকই তুলনা নাই, ইহা আমার এবার মনে সারা দিয়াছে। কয়টাদিন তোমাদের সাথে আনন্দে কাটাইয়াছি, তোমার ও মঞ্জুর সেবা পূজায় কি যে অনুরাগ দেখিলাম বৃন্দাবন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই পত্রে তোমাদের সাধন ভজন সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি-- তোমাদের কানে যে মন্ত্র দিয়াছি উহা ভব সাগর পারি দিবার নৌকা মনে করিবে। গুরুদত্ত নাম ও গুরু এক করিয়া জানিবে। নামদাতা অভেদ। জপ ও ধ্যান গুরুমুর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া করিবে। সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় এই বলিয়া, প্রার্থনা করিবে। ঠাকুর আমি তোমারই স্বরূপ, তুমি আমি এক অভেদ, মায়া মোহে আবদ্ধ হইয়া আজ তোমা হইতে পৃথক হইয়া আছি। এক্ষণে তুমি আমাদের তোমার করিয়া লও। তোমার নিত্যস্বরূপ আমায় দাও। আমি গুরু পূর্ণিমায় সময় গুরুধামে যাব, মতিলালের একখানা পত্র পাইলাম।

মায়ার ফাঁদে পড়ে তোমার নিজ স্বরূপ হারায়ে ফেলছ। এক্ষণে চিন্তা করে সেই স্বরূপ লাভ কর। আমি এক প্রকার ভালোই আছি দেহটা সময় সময় একটু উৎপাত করে। আমার যাবার সময় হইয়া আসছে। কলিকাতা যাবার পূর্বে তুমি খবর পাবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
৩/২/৬৮

কল্যাণীয়া নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

প্রমিলা মাঈ, তোমার ভক্তি পূর্ণ পত্র ও সেবার জন্য টাকা ১০ টা পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমার সর্বত্র গুরু জ্ঞান হউক। এই জগতে সর্বত্রই একমাত্র গুরুদেবেরই লীলা খেলা। একমাত্র ব্রজানন্দই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। এই জগতে যা কিছু সবই "ব্রজানন্দ"। গুরুময় ভূমন্ডলও শুনে থাকবে? কাজেই দেখ তোমাতে ও গুরুতে কোন পার্থক্য নাই। তুমিও যা গুরুও তা। এক ভিন্ন দুই নাই। তবে যে দুই দেখাচ্ছে মায়াতে। যেই আমি সেই তুমি। তুমি আমিতে কোন ভেদ নাই। মন্ত্রে তুমি দীক্ষিত। তোমার স্বরূপ ও শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ একভেবে ধারনা করে তবে জপ করিবে। শেষে দেখতে পাইবে গুরু শিষ্য একই বস্তু। মায়াতে দুই দেখায়। সেই মায়া অপসারিত হবে জপ করিতে করিতে। তাকেই বলে আমি তুমি মিলন ভূমি, তখনই আমি তুমির মিলন ভূমিতে দাঁড়াব। একত্ব জ্ঞান লাভ হবে। তখন আমিও নাই তুমিও নাই, কে কার খোঁজ লইবে? একেই বলে নির্বিকল্প সমাধি। গুরুও নাই শিষ্যও নাই। মহাজন্ বাক্যেও আছে--"সে বড় কঠিন ঠাঁই! গুরু শিষ্য দেখা নাই" তখন যা থাকে তা মুখে বলা যায় না। এই চরম অবস্থায় না যাওয়া পর্যন্ত তুমিও আছ আমিও আছি। তোমারও কর্তব্য আছে আমারও কর্তব্য আছে। তুমিও ডাকাডাকি করবে আমায়, সেবা পূজা দেবে আমায়। আমারও কর্ত্তব্য প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করা, সেবা গ্রহণ করা। তুমি ফটোর কাছে রোজই ঘরে যা কিছু থাকে পেঁরা, বাতাসা, ফল মূল ভোগ দিবে। আর বর্তমানও আমিই রয়েছি অন্ন ব্যঞ্জন যা দিতে হয় গুরুধামেই ব্যবস্থা করে দিবে। তোমার

অম্ববাচি করবার আর প্রয়োজন করে না। অম্বুবাচির কয়দিন শ্রীগুরুদেবের কাছে ভোগ দিয়া প্রসাদ খাইয়া লবে। শ্রীগুরুর পাদপদ্ম তিল তুলসী দিবে। শ্রীগুরুর চরণে-১২ মাসই বেলপাতা দেওয়া চলে। তুমি শুধু আমার এই জনমের আপনজন নও। তুমি আমার পূর্ব জন্মেরও আপনজন। দিনান্তে নামটা আমার একবার স্মরণ করিও। তবেই তোমার বিশ্বাস ভক্তি ক্রমেই বারবে। আমি স্থূলে এক প্রকার ভালোই আছি। সে দিন ঝড়ে শ্রীধামের কিছু ক্ষতি করিয়াছে। আমি এই জৈষ্ঠ মাসে শেষ দিক দিয়ে কলিকাতায় যাব। তুমি নির্ভয় নিশ্চিন্তে থাক। তোমার প্রণাম ধামস্থ মুকুন্দ, বিদ্যামাঈসবাইকে জানিয়েছি। সময় করে আমার পদধূলি তোমার বাসায় পড়বে, চিন্তা করিও না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

গুরুধাম
ভাঙ্গুর এভিনিউ
দমদম, কলিকাতা -২৮
২৪শে আষাঢ়, ১৩৬৮

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

মাঈপ্রমীলা, তোমার ভক্তি পূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তোমার গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি হউক। ইতিপূর্বেও

তোমার ভক্তি পূর্ণ একখানা পত্র পাইয়াছি। তুমি যে সেবার জন্য চা পাঠাইয়াছ সেই সংবাদ আমি পাইয়াছি। তোমার চা ভোগ আমি সকাল সন্ধ্যায় পাইতেছি। তুমি গুরু নাম জপ করিয়া যাও তাহাতেই গুরুতে ভালোবাসা আসিবে। তোমার মনও একনিষ্ঠ হইবে। তোমার অম্বুবাচি ঠিকই হইয়াছে। আমি শিবধামে আগামী ঝুলন পূর্ণিমার আগের দিন রওয়ানা হইব। আমার নাতি বোমকেশ বিধিপূর্বকই দর্শন করিয়াছে। তাহার আমি আনন্দ লাভই করিয়াছি এবং সে প্রত্যহই একবার আমার দর্শনে আসিয়া থাকে।

তুমি ঁগুরুপূর্ণিমা দিবস আমার ফটোতে খিচুরী ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইবে ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বিলাইয়া দিবে। তোমার ছেলে তোমার চাইতেও ভক্তিমান। তাহার ব্যবহারে আমি খুবই শান্তি পাইতেছি। আমি স্থূল দেহে বড় বেশী ভালো না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
২২/৮/৬৫ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

প্রমীলা মাঈ, তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা সকলেই আমার শান্তিময়

মঙ্গল আশীর্বাদ গ্রহণ কর। নারু বাবা আসলে তার সঙ্গেই রওয়ানা হইব মনস্থ করেছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
২৮/১/৬৯ ইং

কল্যাণীয়া ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

প্রমীলা মাঈ, তোমরা সকলেই আমার মঙ্গলময় শান্তি আশীর্বাদ লও। তোমার প্রেরিত ১০০ টাকা অষ্ট প্রহর কীর্তনের পূর্বে পেয়েছি। রীনা, পান্না পাশ করিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম।

গতকাল শিবধামের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। নিজানন্দ সাধু গতকাল ২-২০ মিঃ Medical College Hospital-এ দেহত্যাগ করিয়াছে। আজ ১২ টার পর শিবধামের বেলগাছের তলায় সমাধি মন্দিরের পার্শ্বে সমাধি করা হইয়াছে।

১৩ দিনে তেরশ হবে--আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ১৩ দিন হয়। ৫০/৬০ জন মাটী দেওয়ার সময় হাজির ছিল। সেইদিন তাদের সকলকে লুচি (গাওয়া ঘির) তরকারী, দধি ও মিষ্টি খাওয়ান হবে।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৭/৯/৬৭ ইং

কল্যাণীয়া ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

প্রমীলা মাঈ, যার জগৎ তাতে যত বেশী মন দেবে তত শান্তি পাবে। তিনি ত অসীম অনন্ত তাঁর ধারনা করার শক্তি তো জীবের নাই। তাই গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি ফেলে গুরুতে মন রেখে নির্ভয় নিশ্চিন্তে বসে থাক শান্তি আপনেই আসবে। গুরু গীতাই তার সাক্ষ্য।

"মহালয়ার দিন মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপন কর"।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
৫/১১/৬৭ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

প্রমীলা মাঈ, তোমার শুভ বিজয়ার প্রণাম পাইলাম। মঙ্গল আরতি, নগর কীর্ত্তন, ভোগরাগ আমার নামে দিলে আমিই পাইয়া থাকি। আমাকে সময়ে পূজা বা ভক্তি আমার নামে আসনে বা ফটোতে দাও। উহা

আমি গ্রহণ করে থাকি। আমি সর্বভূতে বিদ্যমান। আমাকে বলে যেখানে যা অর্পণ করবে তাহা আমাতেই যাবে। আমার দত্ত গুরু মন্ত্রে সব কিছুই আছে। আমি তোমাদের পূর্ণ বস্তুই দিয়েছি, অপূর্ণ কিছুই রাখি নাই যে অন্য দ্বারস্থ হইতে হবে। আমি এবার রাধা গোবিন্দের ভাবকান্তি লইয়া পূর্ণ রূপেই আসিয়াছি এবং তোমাদিগকে পূর্ণই দান কারিয়াছি। উদয় অস্ত কীর্ত্তনের সুখ সুবিধা থাকলে করবে। যাই কর না কেন, মূলকথা আমাতে মন রাখা চাই। আমার দেহ ত ভাঙ্গা কোন প্রকারে চালাইয়া লইতেছি। এই ত আমি তোমাকে পত্র দিয়াই বালিয়াখোড়া পূর্ণানন্দ ধামে চলিলাম। আগামী শুক্রবার ফিরিবার সংকল্প করিয়াছি। তোমার প্রেরিত টাকা আজও পাই নাই। বৃন্দাবনবাসীদের আমার শান্তি আশীর্বাদ পৌঁছিও। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও। সময় অতি সংকীর্ণ আমার রওয়ানা হইতে হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিব গুরুধাম
বাঙ্গুর এভিনিউ,
কলিকাতা - ২৮
১৯৬৫ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

মা প্রমীলা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তদুত্তরে জানাইতেছি যে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করাই আমার কাজ। তাই, শুক্রবার

নিয়মাচরণ করিয়া রবিবারই উৎসব করিও। আমি পূজা গ্রহন করিব। গিরীশকেও জানাইয়া দিও। তোমরা শ্রদ্ধা ভক্তির অধিকারী হও। তোমাদের মঙ্গল হউক। ব্যোমকেশেরও মঙ্গল হউক। দুঃখ, তাপ জ্বালা নামে ও প্রেমে থাকিলে অবসান হইবেই। আমার কানের ব্যাথা এখনও সারে নাই। কোনও রূপে লীলা করিয়া যাইতেছি। তোমরা সবাই আমার মঙ্গল আশীর্বাদ গ্রহণ করিও। জয় ব্রজানন্দ হরে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
২৮/৯/৬৫ ইং

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা শৈলেন, আমি করি এক হয় আর এক, আমার যাওয়ার খরচ পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিলা তবু আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও যাওয়া হইল না। ইহাতে তাই বুঝিয়া লও, জীবের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, গুরুর ইচ্ছায় সবই হয়। যা হউক, ইহাও তোমাদের মঙ্গলের জন্যই; তোমাদের ভক্তি আর একটু বাড়াইয়া দেওয়াই আমার ইচ্ছা। প্রবল আকাঙ্খা না জাগিলে দর্শনেও ভাল ক্রিয়া করে না। যেমন আহারান্তে পুনরায় আহারের নিমিত্ত কিয়ংকাল বিশ্রামের প্রয়োজন হয় কারণ তাহা না করিলে পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় না আর আহারও করিয়াও তেমন আস্বাদন পাওয়া যায় না। আর দর্শনের

জন্য অত ব্যাকুল হইবার কি আছে? আমি তো তোমাদের সেই অভেদ উপাসনাই দিয়াছি "সোহম্" আমি সেই, এই ভাবনা নিয়া নাম, জপ, ধ্যান ইত্যাদি করিবে, তাহা হইলে আমাকে তোমাতেই পাইবে। ব্রজানন্দ অভিন্নরূপে তোমাতেই বিরাজ করিতেছেন। সেই তো চিরমিলন, সেখানে বিচ্ছেদ নাই। দেহের দর্শন, মিলন এ তো মিথ্যা, আজ আছে কাল নাই। তখন কি আবার আর এক গুরু করবে? বাবা ক্ষণিকের উপাসনা দূর কর, সে তো দুঃখের কারণ। সেভাবে আমার উপাসনা করিবে না। আমি তোমাতেই আছি এই বোধে আমার উপাসনা কর। ত্রিকালেও ব্রজানন্দের অভাব বা বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। শ্রীমান দেবেনের বরাবর কাপড় ও প্রণামী পাইয়া সেবায় লাগাইয়াছি। সৌভাগ্য লাভ কর। তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক এই আমার ইচ্ছা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
২৩/৯/৬৫ ইং

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা গিরীশ, আমি সেবাপূজা ও পত্রাদি প্রায়ই পাইয়া থাকি। কিন্তু কি একটা মহামায়ার মায়া যে এবার আমি আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তোমাদের দর্শন দিতে পারলাম না। শেষে একটা কথা মনে পড়িয়া আমার

লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি তুমি সর্বদাই আনন্দ সাগরে ডুবিয়া যাও। ১লা বৈশাখ সবাই গুরুধামে গিয়াছিলে, তাতে আমি ভারী খুশী হইলাম। আমি তো সেদিন সূক্ষ্মে ওখানেই ছিলাম। গৌরীর পরীক্ষার কথা আমি মনে রাখিয়াছি। নামের কলঙ্ক কি হইতে পারে? ভক্তি রাখ, ফল ফলবেই। গুরুতে একান্ত নির্ভরই সংসার সর্পের দংশন হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায়। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও, ও অন্যান্য সবাইকে জানাও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

গুরুধাম
বাঙ্গুর এভিনিউ,
কলিকাতা

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা মুকুন্দানন্দ, তোমার পত্রখানা পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। সবই গুরুর ইচ্ছা, অহঙ্কারের নাই বড়াই, যা করছেন সব অলোক সাঁই। ভক্তি মহাধন ভক্তি মার্গেই থাকে, ভক্তি বলেই সব সম্ভবপর অহঙ্কার করিও না। গুরু বল গুরুর নামই সম্বল। গুরুত্রাতা, গুরুদাতা, গুরু মেহেরবান - ত চেলা পাহ্লবান্। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু তোমরা ধাম বাসীরা ও ওখানকার ভক্ত শিষ্যরা আমার মঙ্গল আশীর্বাদ গ্রহণ করিবা।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
৩০/৫/৬২ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী প্রমীলা মাঈ, তোমার প্রেরিত চাট্‌নি, সন্দেশ, আম পাইয়াছি। আমি আগামী মঙ্গলবার ২২শে জৈষ্ঠ্য কলিকাতা গুরুধামে রওয়ানা হইব। এত তাড়াহুড়ার মধ্যে তোমার আর এখন এলে সুবিধা হবে না। আজ দুইদিন যাবৎ আমার শ্রীদেহ বিশেষ ভালনা। বেশীরকম পায়খানা হচ্ছে। আজও তোমার একখানা পত্র পাইলাম। তোমার ভক্তি বিশ্বাসে অতিশয় প্রীতি হইলাম। গুরু ভক্ত হইতে হইলে তোমারই মত হওয়া দরকার। এবার তোমার ওখানে আমি যেরূপ আনন্দ পেয়েছি এরূপ আনন্দ আর কোথাও পাই নাই। তুমি আমার অমোঘ শান্তি আশীর্বাদ লও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ।

***

শ্রী শ্রী **বুড়াশিবধাম,**
রমনা, ঢাকা - ২
৩/৬/৬২ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী প্রমীলা মাঈ, তোমার প্রেরিত পত্র পাইলাম। তোমরা সকলেই আমার শান্তি আশীর্বাদ লও। আমি তো মঙ্গলবার চলে যাচ্ছি

আমার শান্তি আশীর্বাদ বর্ষিত হবে। কোন চিন্তা করিও না। অভীষ্ট পূরণ হবে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

শ্রী শ্রী বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
২৬/৯/৬২ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী প্রমীলা মাঈ, তোমার ভক্তি পূর্ণ পত্র পাইলাম। তোমরা এত উতলা হলে কেন? এইত সেদিন মাত্র দর্শন দিয়ে আস্‌লাম। এখনও তোমাদের দর্শনের সময় হয় নাই। যখন সময় হবে তখন আমিই দর্শন দিব। তোমরা কেবল আমার উপর নির্ভর দিয়ে থাক। সেবার সমস্ত জোগার করে ফেলেছ জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। মাঈতোমরা মহা ভাগ্যবান যে এমন ভক্তি, বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করতে সমর্থ হয়েছ। মাঈ, চিত্তর ব্যাপারটা বড়ই হাস্যস্পদ। তোমাদের উপর সব সময়ই আমার কড়া নজর

রহিয়াছে। তোমরা কোন চিন্তা করিও না। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
২৮/১২/৬২ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী প্রমীলা মাঈ, আমি তোমার সবগুলি পত্রই পাইয়াছি। আমি অর্দ্ধসুস্থ অবস্থাতেই আগামী রবিবার গুরুধামে চলিয়া যাইতেছি। অনেক সময় দেখা যায় স্থান পরিবর্তনে দেহের অবস্থারও পরিবর্তন হয়। একবার মনে হইয়াছিল তোমাদের ওখানেই যাব কিন্তু শীত বিধায় যাওয়া হইল না। আমার চৌধুরী বাবা আসিয়াছিল। সেও আমার এই কথার সমর্থন করিয়া গেল। আর এবার আমি শীত মোটেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। ঁমাঘী পূর্ণিমা আমি বরাবর গুরুধামেই করে থাকি, সেই নিয়ম ভঙ্গ করা যায় না। তোমার ওখানে আমার আগমন পূর্বেকার মতই হবে। এখন

আমাকে খবরাখবর করতে হলে গুরুধামের ঠিকানাই করবে। তুমি একান্তমনে আমার নাম করে যাও; নামেই আমি আছি। লীলার অভাব হবে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৯/৪/৬৪ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী প্রমীলা মাঈ, তোমার নববর্ষের প্রণাম পাইয়া আশীর্বাদ করিতেছি--আমার বরাভয় লাভে তোমার জীবন সর্বতোভাবে সুখশান্তি পূর্ণ হউক। গুরুকৃপায় সকল অভীষ্টই পূর্ণ হয়, তবে শিষ্যেরও তদরূপ অধীকারী হওয়া চাই। গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, ভক্তিমুক্তি লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, বিষয়ে বিতৃষ্ণা, অদম্য উৎসাহ ইত্যাদি চাই। আমার আগমন তোমাদের আকর্ষনের উপর নির্ভর করে। টানদিলে কি আমি থাকতে পারি? বোমকেশ আমার আসার দিন সেখানে দর্শন করেছিল। অত্র মঙ্গল, তোমার শুভ ইচ্ছা কামনা করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ।

শ্রী শ্রী **বুড়াশিবধাম,**
রমনা, ঢাকা - ২
৪/৫/৬৪ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী প্রমীলা মাঈ, আগামী ২৬শে বৈশাখ শনিবার ভোরের ৬টার গাড়ীতে শুভ আগমনের মনস্থ করেছি। তোমরা শাহাজীবাজার স্টেশনে নামাইবার চেষ্টা করিবে। শাহাজী বাজারের টিকিট করা হইবে, এখন তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১০/৭/৬৪ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতে প্রমীলা মাঈ, তোমার পত্রের লেখনী পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীমতি মঞ্জুর বিষয়টা যেভাবে ব্যবস্থা করতে চাও সেটা হলেও ভালই কিন্তু আগরতলার কোথায় কি ঠিকানা সেটাত জানাও

নাই এবং সেখানে কত মেয়ে আছে? আমার শ্রীদেহ বড় ভাল না আজ এটা কাল সেটা ইত্যাদি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

গুরুধাম

৩০/১০/৬৪ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

মা প্রমীলা, তোমার ভক্তি পূর্ণ ঁবিজয়ার প্রণাম লাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। তুমি শান্তি ও আনন্দ লাভ কর। আমার কৃপা লাভের যোগ্য হও। শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাসের অধিকারিনী হও। কোনই ভয় নাই তোমার। আমার ভক্তের বিনাশ নাই। তবে সাধনায় চাই ধৈর্য্য।

ব্যোমকেশ এখনও আসে নাই। বাসন্তী ও ঝর্ণা আসিয়াছিল। অধিক কি অত্র শুভ। তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল চাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

গুরুধাম
১৩/১১/৬৪ ইং

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

মা প্রমীলা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানা পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। তুমি উত্তরোত্তর আমার কৃপালাভ কর। তোমার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক। তোমার কোন ভয় নাই। চিন্তা নিজে করিও না। সব বোঝা চিন্তামনির উপর ছাড়িয়া দাও। ব্যোমকেশের জন্য ভাবিও না। সে ভালই আছে। কাল আসিয়া দর্শন করিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া আমিও কৃপাদৃষ্টি ফেলিয়াছি। তোমাকে কি আর লিখিব--সব আমার উপর ছেড়ে দাও। আসক্তি শূন্য হও। নামে - প্রেমে থাক। তোমার পূজা পাচ্ছি ও পেতে চাই। অত্র শুভ। মঙ্গলাশীষ নিও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৩ই চৈত্র ১৯৫৯

কল্যাণীয়া নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্নেহাস্পদা তরু, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম, আশীর্বাদ করি তুমি সর্ব সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ কর। তুমি নির্ভয়

ও নিশ্চিন্ত হও, আমার এই আশীর্বাদে তোমার সকল বিপদ দূরীভূত হইবে। তোমার মামার প্রতিও পরিবারস্থ সকলের প্রতি আমার কৃপা দৃষ্টি আছে, তোমরা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাক; আমার মঙ্গলময় দৃষ্টি সর্বদাই তোমাদের উপর আছে। আমি শ্রীধামে না থাকায় পত্র পাইতে দেরি হইল আমার শরীর একপ্রকার ভালই শিবদাস সহ অন্যান্য আশ্রমবাসী সবাই ভালই আছে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
১৪ই বৈশাখ, ১৩৬০

কল্যাণীয়া নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্নেহাস্পদা তরু, তোমার নববর্ষের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম শ্রীচরণে পাইয়া পরম সুখী হইয়াছি, আশীর্বাদ করি তোমাদের জীবন সুখময় হউক। তোমরা নববর্ষের আমার এই মঙ্গলাশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও নবজাত শিশুটির উপর আমি কৃপা দৃষ্টি ফেলিলাম যাতে সে শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে। তোমার দেহের প্রতি আমি লক্ষ্য ফেলিলাম; অচিরেই ঠিক হইয়া যাইবে। আমার মঙ্গলময় কৃপাদৃষ্টিতে তোমাদের সমস্ত আপদ বিপদ দূরীভূত হইবে। চিৎপুরের মাখনকেও আমার মঙ্গলময় দৃষ্টির মধ্যে রাখিয়াছি। নববর্ষের শুভাগমনে তোমাদের আত্মার উন্নতি কল্পে উপদেশ মূলক বাক্য চারটি লিখিলাম ঃ-

(১) দেহ ধনমন দ্বারা শ্রীগুরুর অর্চ্চনা (২) আত্ম-সেবা বিস্মৃত হইয়া গুরুসেবা (৩) অভিমান পরিত্যাগ ও (৪) গুরু বাক্য সর্ব্বোপরি এই জ্ঞান।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণবর নারায়ণ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীমান শান্তির জ্বর ও আমার মাঈর দাস্ত অল্পেতেই সারিয়া গিয়াছে ইহা তোমারই ভক্তির গুণে। আমার তো বাক্যই আছে তুমি বিপদের মাথায় পা ফেলিয়া সংসার পথে চলিয়া যাও। তোমার গায়ে একটা আঁচর পর্য্যন্ত লাগিবে না। সংসার যাঁতা ঘুড়িতে থাকুক তুমি খুঁটি আশ্রয় করিয়া পরমানন্দ লাভ কর। বাবা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিয়াছি আমার ভক্তের বিনাশ নাই। আমার বাক্য স্মরণ করিয়া নির্ভয়ে থাক। তোমার নির্ভয় ও ভক্তি যতই বাড়বে তোমার শান্তি সুখও ততই দেখা দিবে। ব্রজানন্দকে হৃদয়ে বসাইয়াছ তোমার অমঙ্গল নষ্ট করিতে আমার কতক্ষণ। বাবা কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম যা হইতেছে হইতে দাও তোমার কী যায় আসে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
২১শে অগ্রহায়ন

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী সুবাসিনা মাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ বিজয়ার প্রণাম পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বিজয়ার আশীর্বাদ আমার পূর্ব পত্রে পাইয়াছ ও এই পত্রেও করিতেছি। তোমরা সকলেই অচিরেই রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ হইয়া শ্রীগুরুনাম কীর্ত্তন করিয়া, বাড়ী করিয়া ডিস্‌পেনসারি দিয়া উপার্জ্জনের পথ খোলস্া করিয়া লও, এবং সর্ব্ববিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ ল স্বামীব্রহ্মানন্দ। আশীর্বাদে এবার তোমার ষোল আনা সুখ শান্তি লাভ হইবে। হহা আমার কথার কথা বলিয়া ধরিও না। ইহা জ্ঞান বিশ্বাস করিয়া ধর, "পাইয়াছি" বলিয়া টিক দাও। তোমার তিনমাসের মধ্যে সব কার্যসিদ্ধি হইয়া যাইবে। তোমার সর্ব্বতোভাবে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। মাঈ, তোমার পেট ব্যাথা দূর হইয়া যাইবে, তুমি একটু করিয়া সকাল বৈকাল গোপাল ব্রজানন্দ বলিয়া কাল লবণ খাও। আমার বাবাকে একটু পুরান তেঁতুল ভিজান জল খাইতে দাও সেবার পরে। আর মতিহারি দোক্তাপাতা একটু মুখে রাখিতে দাও। সব আপদ বালাই দূর হইবে! গোপালের ঔষধ অব্যর্থ। ওঁ শান্তি তোমার খামের পত্র এই মাত্র পাইলাম। তোমার গোপাল।

আশীর্বাদক
স্বামীব্রহ্মানন্দ।

গুরুধাম
বাঙ্গুর এভিনিউ
১৭/১/৭২

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা পীযুস, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীমানকে Science পড়াইলেই ভাল হয়। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম। একবার তোমার জনবর্গকে দর্শন করাইতে পারিলেই খুব ভাল হয়। ওদের সকলের চেহারাই আমার মনে নাই। পত্রত্তোরে কুশল চাই। আমার শ্রীদেহ ভাল নয়। একটার পর একটা লাগিয়াই আছে।

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
১১/১১/৬৭

কল্যাণীয় ব্রজানন্দ আশীর্ব্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা পীযুসকান্তি, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম, আশীর্বাদ করি তোমার চেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হউক, তোমার সবই পূরণ হউক। তুমি শ্রীগুরুকে স্মরণ ও ভক্তি করিয়া যে বিষয় লইয়া দাঁড়াও

তাতেই আমি তোমার মনোনিবেশ করিয়া দিব এবং তুমি ভালভাবে উত্তীর্ণ হতে পারিবে। তুমি গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তোমার মনে যে বিষয় (Subject) ভাললাগে নিঃসন্দেহ চিত্তে সেই বই পাট করে যাও, গুরুর কৃপায় অতীব সহজ বোধ হবে। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
২৪শে আষাঢ়

কল্যাণবর ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা পীযুস, নবারুণকে যাদবপুরে ভর্তি করাই ভাল মনে করিলাম। "অর্থ সমস্যা গুরুই মিটাইবেন"। তোমার সব দিকেই আমার দৃষ্টি আছে। "তুমি গুরু গুরু বলিয়া কর্ম চালাইয়া যাও"। আমিও আসিতেছি, কোন চিন্তা করিওনা। নব + অরুন = নবারুণ, তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও। দাদুতে তোমার ঠিক ঠিক মন থাকিলে তুমি বড় একটা ফাস্টক্লাশ অফিসার হয়ে যাবে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

গুরুধাম
কলি-৫৫,
৩০/৩/৭২

কল্যাণীয়বর ব্রজানন্দ আশীর্ব্বাদ চিরঞ্জীব,

চিরসুখী ভব, বাবা পীযুস, তোমার ভক্তি পূর্ণ পত্রখানা পাইয়া তোমার দুঃখের কথা অবগত হইলাম। আমার মঙ্গলাশীষে তোমার অকালে দূর হইবে। তবে কিছু সময় দরকার। তুমি আমার নাম জপ কর। আর মাঝে মাঝে "জয় গুরু"--"জয় গুরু" বলতে থাক। সব ঠিক হয়ে যাইবে। আপাততঃ কিছু কাল ঐভাবেই যাক। তোমার ব্যবস্থা যথাসময়ে আমিই সব ব্যবস্থা করিয়া দিব। আমার ভক্তের বিনাশ নাই -- পরাজয়ও নাই। অধিক থাকা কেমন আকৃষ্ট, সবাই মঙ্গলাশীষ নিবে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
২৭শে আশ্বিন ১৩৫৫ সন

কল্যাণবর ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আমার ঁ বিজয়ার শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ কর। তোমার পছন্দমত

বাড়ীঘর করিবে। এত তাড়াহুড়ার কি প্রয়োজন? তোমার ত্রিকালে দুঃখ নাই। তুমি পুত্র কলত্রাদি লইয়া সুখে কাল কাটাইবে। ব্রজানন্দ নাম নেওয়া বাগান বন্যায় ভাসাইয়া লইতে পারবে না-না-না। সৎ হইতে যে অভয়বাণী উদ্ভূত হয় তাহা অখন্ডনীয় জানিবে। আর বাবা, তুমি জীবেন দুঃখ করো নাই। আজ দুঃখ করিবে, একি হইতে পারে? তোমার পণ্যে গড়া দেহ, পণ্যেই লয় হইবে। তুমি ভগবানকে ভয় কর বলিয়া তোমাকে কেহই এ জগতে ভয় দেখাইতে পারিবে না। তুমি ভগবানকে ভালবাস বলিয়া তোমাকে সকলেই (জীব-মাত্রেই) ভাল বাসিবে। এই আমার সত্য বাণী। বাবা, তুমি আমার চোখে চোখে আছ। আমি তোমার কাজ করিয়া যাইতেছি। তুমি নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থাক। আমি সব ঠিক করিতেছি। বাবা, আমি কি তোমাকে ফেলিয়া নীরব থাকিতে পারি? তুমি স্থানে স্থানে ঘুরিতেছ সঙ্গে সঙ্গে আমিও তো ঘুরিতেছি। তোমাকে স্থান ধরাইয়া দিতেছি। আর বেশী বিলম্ব নাই। আমার মাঈর জ্বর সারিয়াছে। রুণুর বিবাহও অনতিবিলম্বে হইয়া যাইবে। হরিদাস ও শ্যামদাস লেখাপড়িতে ভালই অধিকার করিতেছে। তুমি তো সব সময় কূলে আছ। জয়গুরু, গৌরাঙ্গ, জয়গুরু গৌরাঙ্গ। আমি স্থূলে বড় ভাল না। শ্রীধামবাসীরা ভালই আছে। বিদ্যা ভারী উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। তাহার যন্ত্রণায় ধামে থাকা দুষ্কর। স্বামীতে ভক্তি নাই। গুরুতে ভক্তি নাই। আর বেশী লিখা যায় না। আমি মাসখানিক শিষ্যালয় হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছি।

আমারঁ বিজয়ার শান্তি আশীর্বাদ সবাইকে জানাও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
১৯শে বৈশাখ ১৩৫৪ সন

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার ভক্তিপূর্ণ নববর্ষের প্রণাম পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশীর্বাদ করি এ বছর যেন তোমার সুখস্বাচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। আর যেন তোমায় কোন প্রকার অভাবে না পায়। শ্রীগুরুই যেন তোমার ভাবের বিষয় হয়। আর বিষয় জগতের ভাবে ভরিয়া অভাবগ্রস্ত না হও। বাবা, প্রেম ভক্তি রাখ আর খুব সাবধান থাক। যেমন তামসিক দিন আসিয়াছে এ অবস্থায় গুরুকৃপা, প্রসাদ, পদধূলি আর আশ্রয় ভিন্ন গতি নাই। এগুলিতে ভাবটাকে সজীব করিয়া রাখে। এবার আমার মাঈর লালন পালনের কথা মনে পড়িলে আমি যেন কি একটা হইয়া যাই। তখন আমি কোন কাজেই ডুবিয়া থাকিতে পারি না। বাবা, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ভক্তি, ধন্য তোমার পরিজনবর্গ। আমার একান্ত আশীর্বাদও ইচ্ছা, তোমার আশা পূর্ণ হউক। আর তোমার ভক্তি অটুট ও অচলা হউক। বছরের প্রথম দিন শ্রীধামে বেশ যাত্রীর আগমন হইয়াছিল। খবর পাইয়া রমেন বাবা আদি দুই চারিজন ভক্ত ও আসিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ ঢাকায় Riot জানিয়া ভক্তদের য়াতায়াত বন্ধ হইয়াছে। এমন কি বাজার হাঠ করা দুষ্কর হইয়াছে। ঘরের বাহির একা হওয়া যায় না। বাবা, ভক্ত আমার হৃদয়ের বস্তু। ভক্তকে ভুলিয়া আর কাহাকে লইযা থাকিব। ভক্তি মহারাণী। ইহাকে কোন কোন ভাগ্যবান পাইয়া থাকে। জাত চাষা না হইলে ইহাকে ধরা বড়ই মুস্কিল। প্রেম ভক্তি মুখে সবাই বলে। কিন্তু বালির বাঁধের মত চিরদিন উহা সমান থাকে না। প্রকৃত প্রেম ভক্তি দুষ্প্রাপ্য। তবে সাধুজনের ভক্তি বিশ্বাস কোন

অবস্থাতেই চলে না। যেমন চকমকি পাথর হাজার বছরও যদি মাটির নীচে থাকে তবুও তাহার গুণাগুণ কোন প্রকারে দূর হয় না। বাবা, তুমি মহাভাগ্যবান যে, এ ধনের ধনী হইয়াছ। তাইতে তো এত্যানীর বাদশাহও তোমার দুয়ারে গড়াগড়ি দিয়া আসিল। তোমার আশ্রিত পরিবারবর্গও তোমার সঙ্গে সঙ্গে ধন্য হইয়া গেল এবং তোমার গুণে ইহারাও ঐকান্তিকতা রক্ষা করিতে পারিবে। বাবা, আমি স্থূলে ভালই আছি। তোমাদের সকলের উপরেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলাম। নির্ভয় হও ও নিশ্চিন্ত হও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
৭ই পৌষ ১৩৫৩ সন

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তোমার পত্রের উত্তর করিতে কিছু দেরী করিয়া ফেলিয়াছি। ঁ অবলাকান্ত পরলোকে গমন করিয়াছে। তাহার শ্রাদ্ধে কয়েকদিনের জন্য গিয়াছিলাম। ধামে আসিয়া দেখিতে পাই তোমার পত্র আসিয়াছে। জমিদারীতে ভালো ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছ। এখন আর

তোমার ভাবনা কি? সংসার আর তোমার হাতে রাখিও না, গুরুর করিয়া দাও। গুরু মহারাজ, তোমার পক্ষে যাহা বিবেচনায় ভাল হয়, তাহাই করিবেন। তুমি পরের চিন্তা ঘাড়ে আনিয়া মিছামিছি মাথা ঘামাইতেছ। সঁপে দাও, সঁপে দাও, সঁপে দাও। আত্মসমর্পনের তুল্য আর যোগ নাই। বাবা, তুমি সাক্ষী স্বরূপ হইয়া আনন্দে ভাতা লইয়া আহার বিহার কর। এতে ভারী আনন্দ পাইবে। এবার আমিত্বটাকে তুমিত্বে ডুবাইয়া দাও। যথা প্রাপ্তিতে। বিচরণ কর। এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ। জয় অবতার পুরুষরূপী জগৎগুরু কি জয়! তোমার এবারকার কীর্ত্তনটি আমার বেশ লাগিয়াছে। দেশের দাঙ্গা হাঙ্গামায় আমাদের কি? যাই হউক না কেন? যার যেমন কর্ম্ম তার তেমন ফল। আমরা সদগুরুর সঙ্গ পাইয়াছি। আমাদের মুখ মলিন বা চিন্তাযুক্ত হইবে না। আমরা অবতারপুরুষরূপী জগৎ গুরুর সন্তান। আমরা নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে মহালয়ে নির্ভীক থাকিব। বাবা, সংসারী লোক তো মরিতে আসিয়াছে। আর আমরা মৃত্যুকে জয় করিতে আসিয়াছি। আমাদের মুখ মলিন হইবে কেন? বাবা, আজকার কথাগুলি আমার মনে গাঁথিয়া রাখ। ভুলিও না, তোমাদের সঙ্গে সুখ লাভ করিবার তো আমার একান্ত বাসনা আছে। কিন্তু সময় করিয়া উঠিতে পারি না। শান্তির পরীক্ষার ফল আমাকে জানাবে। শ্যামদাস, হরিদাস তো আমার দাসই। ওদের ভয় কোথায়? তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
৭ই পৌষ ১৩৫৩ সন

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্নেহাস্পদ শ্যামদাস, তোমার ভক্তি পূর্ণ মধুমাখা পত্রখানা পাঠ করিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া গেলাম। তোমার অপরাধ তো আমার চোখে ধরাই পরে না।, বরঞ্চ আমার আপরাধ হইতে পারে। আমি অবহেলা করিয়া তোমাকে বরাবর বড় পত্র দেই নাই। এখন হইতে আমি বরাবর তোমর কাছে খুব উপদেশপূর্ণ পত্র দিব। তুমিও ভাল করিয়া বুঝিয়া আমাকে উত্তর করিও। আমার এবার আসিবার খুবই ইচ্ছা আছে। এখন মা লওয়াইলেই হয়। পরীক্ষার ফল আমাকে জানাইবে। হারুর শরীর ভালই থাকিবে। তুমি শরীরগত ভালই থাক। তুমি আমার অশীর্বাদ লও। হারুকে আশীর্বাদ দিও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
১৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪ সন

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী সুবাসিনী মাঈ, তোমার ভক্তি পূর্ণ নববর্ষের প্রণাম পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি এ বছর তোমার সুখের হউক, অমঙ্গল দূর হউক, তোমার সকলে বাঁচিয়া থাকুক আর সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক। তোমার কর্ম তো খুবই ভাল। তোমার ভাগ্য লইয়া তো বিরল কেহ আসিয়া থাকে। এমন। এমন সৎসঙ্গ যে লাভ করে, তার তো সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায় তুমি দেখ না, এমন ভাবে কোন্ ঘরে গুরুর চরণে পুষ্পাঞ্জলি, ভোগ, আরতি সেবা যত্ন লালন পালন হইয়া থাকে। আজকাল ভোগী গৃহস্থেই চারিদিকে ছড়াছড়ি। যোগ আর ভোগ দুই সমান রাখিয়া কয়জন গৃহস্থালী করে। গৃহস্থ গুরুভক্তি পরায়ণ, গুরুগত প্রাণ হইবেন। কর্মের ফল গুরুতে সমর্পণ করিবে। কর্ম্মফলে আশা রাখিবে না। উহা পতনের কারণ। গৃহস্থ নিষ্কামী হইবে, ফলের প্রতি লক্ষ্য দিবে না, কেবল কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিবে। সমস্ত কর্ম্ম করিয়া বলিবে, "এতদ্র কর্ম্মফল গুরু নারায়ণে সমর্পিত মস্ত"। আমার এই শিক্ষামত সংসার করিয়া যাও। সংসার আনন্দ ভবন হইবে। সংসার দিয়া কাজ নাই--এই কি বল? সংসার চাই, নতুবা আমরা কি দিয়া মহান অর্জ্জন করিব? গৃহস্থের মিথ্যাকথা বলা, সর্বদা করা মহাপাপ। গৃহস্থ দিব্যভাবযুক্ত সাধু ও অতিথি সেবায় রত থাকিবে। পুত্র কন্যাগণকে বসন, ভূষণ প্রেম ও মধুর কথায় সন্তুষ্ট রাখিবে এবং বিদ্যা শিক্ষা দিবে ও লালন পালন করিবে। মাঈ, তুমি আর দুঃখিনী

বলিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা দিও না। তোমার গোপাল ব্যাথা পায়। তোমার গোপালকে তো আরও কয়দিন রাখিয়া সেবা যত্ন করিয়া দিতে পার নাই। পথে তিন দিন থাকিতে হইল। মাঈআমি ধামে আসিয়া বড় সুখে নাই। ঢাকায় রায়ট্ লাগিয়াছে। ঘরের বাহির হওয়া যায় না। বোধ হয় শুধু ডাইল খাইয়াই থাকিতে হইবে। আমি স্থুলে ভালই আছি। তোমার কুশল কল্যাণ বাঞ্ছনীয়।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
তোমার গোপাল

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
২৬শে ফাল্গুন, ১৩৫৫

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী যশোদামাঈ, অনেক দিন যাবৎ তোমার কোন কুশল সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত ও দুঃখিত আছি। আমার সংবাদ বা উত্তর না দিতে পাইলেও তোমার তো শুভা শুভ জানাইতে লাগে। আমি চিঠির উত্তর না দিতে পারিলেও চিঠির প্রার্থনানুযায়ী কাজ করে থাকি। এদিকে কিছুদিন যাবৎ তোমাদের কোনই সংবাদ পাই না। আমার ধাম্ দেখিতে হয়, ভক্তদের দেখিতে হয়। আমি সময় মোটেই পাই না। এই সঙ্গে ঁশিবরাত্রির

নির্ম্মাল্য আশীর্বাদ পাঠাইলাম। প্রাপ্তিসংবাদ বালিয়াখোড়ার ঠিকানায় দিলেই পাবো। আমি আগামীকল্য রওনা হইব।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্নেহাস্পদ শ্যামদাস, তোমার লিপিকাখানা পাইয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। তুমি আমার মঙ্গল আশীর্বাদ লও ও অন্যান্য সকলকে দাও। তোমার রুণু-দিদিকে যেভাবে এবার রক্ষা করিয়াছি তাহা তো তুমি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পার। তোমাদের একটু কিছু হইলে আমার চিন্তা ভাবনার সীমা থাকে না। জল উঠিয়াছে, তা' আর আমার ভাগ্যে দেখা ঘটিয়া উঠিল না। আজ কয় বছর যাবৎ মনে করিতেছি বর্ষায় তোমাদের ওখানে যাব। নামে ব্যায়াম পীড়া অভাব দূর হয় কি না তা' তুমি জানিতে পার, অন্যে জানিবে কি ? যে সমস্ত বিপদের মধ্যে দিয়া তোমাদের লইয়া যাইতেছি তা বিশ্বাসী ভক্ত ছাড়া অন্যে কি বুঝিবে? লোকের কথায় কান দিও না। নিজের অন্তর দেখিয়া চলিও। শ্যামদাস, তুমি পরের কথায় মনে

কষ্ট আনিও না। নিজের মন বিচার করিয়া দেখ। আমি খুব ব্যস্ত এখন। আর কি লিখি।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
১৩ই ভাদ্র, ১৩৫৫ সন

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার কার্ড ও এন্‌ভেলাপ উভয় পত্রই একই দিনে পাইয়াছি। পত্রদ্বয় পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশীর্বাদ করি, তুমি সপরিবারে পুত্রকন্যাদি সহ নিরাপদে মনের সুখে সুদীর্ঘজীবি হও। আমার মাঈপিত্রালয়ে হাওয়া পরিবর্তন মানসে গিয়াছে জানিয়া পরম সুখী হইয়াছি ও যাহাতে সুস্থ সবল হইয়া ফিরিয়া আসে সেই চেষ্টায় রহিলাম। আমি মাঈর পত্র পাইয়াছি ও তাহার উত্তরও করিয়াছি। অদ্য অনেক দিন পরে রুণুর একখানা পত্র পাইয়াছি। সে তাহার স্বামী কন্যা সব ভালই আছে। আশা করে সে আশ্বিন মাস নাগাত তোমার কাছে যাইতে পারে। আমার মাঈর ইচ্ছা যে - বাড়ী করিলে দুই খানা বাড়ী হইলে

সে ভাল মনে করে। শ্রীমান ধীরেনের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টিপাত করিলাম। সে যাহাতে কার্য্য উদ্ধার করিয়া মঙ্গলমত ফিরিতে পারে, সেই দৃষ্টি রাখিলাম। শ্রীমান শ্রীমতিদের পরীক্ষার ফল কিছু কিছু বাহির হইয়াছে তাহাদের পত্রে জানিতে পারিলাম। তাহারা ভাল নম্বরই রাখিয়াছি। তারিনী এখনও হাসপাতালেই আছে। তাহার পত্নী ও ছেলে আশ্রমে থাকিয়া তাহার তত্ত্ব তালাস করিতেছে। পন্ডিত নৌকা হইতেই হাসপাতালে উঠিয়াছিল। আশ্রমে আসে নাই। তাহার পত্নী ও ছেলে অন্যত্র স্থান করিতে না পারিয়া ধামে আসিয়াছে। তাহারা যে বৈষ্ণব অপরাধে অনুতপ্ত হইয়া ধামে আসিয়াছে তা নয়। তবে তাহার স্ত্রী ও ছেলের মনে কিছু কিছু জাগিয়াছে। এখন আরোগ্য লাভ করিয়া কি করে, দেখা হউক। আমি এক প্রকার আছি। দেহ গত বড় ভাল না। আনন্দ সাধু, নিজানন্দ ভালই আছে। আজকাল বিদ্যার অবস্থা বড় ভাল নয়। তাহার চলন বলন বড় সুবিধার না, আশ্রমে ভারী অশান্তি করিয়া তুলিয়াছে। আমার মাঈর এক পত্র পাইয়াছি। লিখিয়াছে, তুমি নাকি চিকিৎসার জন্য খরচ দিবে, তা দাও নাই। আর লিখিয়াছে "আমার প্রসাদ না খাইলে মুখে রুচি হইবে না।" কি করি, আমারও এদিকে শরীর ভাল থাকে না যে, গিয়া দর্শন দিয়া প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা করি। তবে দেহটা একটু ভাল বোধ করিলেই দর্শন দিবার চেষ্টা করিব। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
১৩ই ভাদ্র

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্নেহাস্পদ শ্যামদাস, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশীর্বাদ করি, তুমি ভাল বিদ্বান হও। তুমি ইংরাজী, বাংলা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, ড্রইং, ড্রিল ইত্যাদিতে ভালই নম্বর রাখিয়াছ। শ্রীমান হরু ও হেনা এবং বজু First হইয়াছে আর বেলী 3rd Stand করিয়াছে জানিয়া আনন্দ পাইয়াছি। শ্রীমান শান্তির পাশের সংবাদ আমাকে জানাইও। Annual-এ তোমরা ভাল নম্বর রাখিয়া পাশ হও এই আমার ইচ্ছা। তোমার মার পত্র পাইয়াছি। এবং জবাবও আমি দিয়াছি। মার জন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। সে সত্বরই আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিবে। তোমরা আমার অতি প্রিয়। তোমাদের মঙ্গল কামনা আমি সতত করিতেছি।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
বৃহস্পতিবার

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার কোন কুশল সংবাদ এদিকে পাই নাই। তজ্জন্য শান্তি না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। আমি কলিকাতা হইতে আসিয়া ঁশিবরাত্রির ব্যাপারে কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটাইয়াছি। আগামীকল্য দোল করিতে বালিয়াখোড়া রওনা হইব। তুমি সেই ঠিকানায় পত্র দিয়া আমাকে শান্ত করিবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। এই সঙ্গে শিবচতুর্দশীর নির্ম্মাল্য আশীর্বাদ পাঠাইলাম।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
৯ই ভাদ্র, ১৩৫৩ সন

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি। আজ কয়েকদিন হয় তোমার পত্র পাইয়াছি, কিন্তু সময় অভাবে পূজা

পার্ব্বনাদি উপলক্ষে উত্তর করিতে দেরী হইল। আবার এখানকার বর্তমান পরিস্থিতি ভাল নয় বিধায়ও দেরী হইল। দিবারাত্রি বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হচ্ছে। চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দের অবস্থার দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। চারিদিকে মহামায়ার সংহার লীলা চলিতেছে। তাড়াতাড়ি পত্র লিখিলাম। বাবা, চিন্তা করিও না। আমি দুই হাতে বিপদাপদ ঠেলিয়া রাখিয়াছি। বেহুলার স্বামীর হাড় কয়খানা বগল তলায় করিয়া মৃত পতিকে বাঁচাইবার জন্য বাহির হইয়াছিল--সেই বিশ্বাস রাখ। আমি তোমার আপদ বালাই দূর করিতেছি। বাবা, আমার ক্ষমতার কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? এ যাবৎ তোমার জীবনযাত্রা খুব সুখেই কাটিয়াছে। নতুবা তুমি যে সব বিপদের সন্মুখীন হইয়া আসিতেছ অন্যের শক্তি নাই তোমাকে রক্ষা করে। এ কেবল তোমার ঐকান্তিক বিশ্বাস ভক্তির ফল। বাবা, তোমার মনের আশা পূর্ণ হইবে। একটু আর অপেক্ষা করিয়া যাও। আর কিছু লিখিতে পারি না। চারিদিক হইতে অস্থির করিয়া তুলিতেছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

সুবাসিনী মাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। তোমাদের ব্যারাম পীড়ার সংবাদ পাইয়া সেই সব ব্যাধি শান্তির

নিমিত্ত খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। আর পত্রের উত্তর দিতে অবসর পাই নাই। আমার এদিকেও কাজের ভীড়েভারে অস্থির থাকিতে হইয়াছে। শ্রীধাম পরিচালন সে এক মস্ত ব্যাপার। নানাবিধ গোলমাল আসিয়া উপস্থিত হয়। তার মধ্যে ধামে লোকজনের খুব অভাব। ৫/৬ জন সেবকের মধ্যে মাত্র ৩ জন সেবক দ্বারা ধামের কর্ম্ম-নির্ব্বাহ করিতে হচ্ছে। আমার দেহের উপর বেশী খাটনি পড়িয়া গিয়াছে। একদিকে ছুটেই পালাব নাকি তাহাই ভাবিতেছি। মাঈ, তোমাকে আবার কি শিখাইব। মাযশোদার ভাবটি ঠিক ঠিক রক্ষা করিতে পারিলেই তো তোমার ইহ পারমার্থিক কাজ হইয়া যাইবে। আমার লীলার মধ্যে কোন গুপ্ত সাধন ভজন নাই। তুমি ঐ লিখিয়াছ যে, গোপালের সর্ব্বময়রূপে সব সময়ে পিছে পিছে রাখিতে চাও, ঐ খাঁটি কথা। ঐটী হলেই সব হইয়া যায়। সেইদিকে খুব ধ্যান রাখ। আর অন্যদিকে মন দিও না। সংসারের কাজকর্ম্ম যা পার আমার কর্ম্ম বলিয়া করিয়া যাও। তা হলেই আর কোন গোল বাধিবে না। আমার সখিদের খুব খাটাইয়া লও। তারা হাতে পায়ে খুব আছে, আর দুদিন পরেত পালাবে। তারা কথা না শুনিলে তুমি তাদের বলো এটী কি ব্রজানন্দের সংসার নয়? তবেই তারা মন দিয়া করিবে দেখিও। আমার বাবার কথায় কোন জবাব করিও না। সে তোমাকে দু কথা বলিবে না তো কোথায় বলিবে। আশীর্বাদ করি তোমার চিত্ত আমাতে হউক এবং নির্ম্মল হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

তোমার স্নেহের গোপাল

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
৯ই ভাদ্র, ১৩৫৩ সন

কল্যাণীয়া নারায়নী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

সুবাসিনী মা, তোমার ১লা শ্রাবণের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। লিখিয়াছ, তোমার গোপাল ভিন্ন এ সংসারে আর কেহ নাই, তাঠিকই। গোপাল যশোদার জীবন সর্বস্ব। গোপাল ছাড়া যশোমতীর আর প্রিয় কে আছে? যশোমতী গোপালের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে। এমন কি দেহের মায়া পর্য্যন্ত করে নাই। সেই তো তুমি। গোপালের মায়ায় আর সব মায়া দূর হইয়া যাইবে। গোপালের মায়ার এই তো শেষ পরিণতি। ভগবানে বাৎসল্য প্রেম আসিলে দুঃখ দৈন্য থাকে না। মনে তার দুঃখ বলিয়া কিছু থাকে না। মাঈ, আমি তোমাকে মায়া মুক্ত করিতে গোপালরূপে তোমার কাছে প্রত্যক্ষ হইয়াছি। আশীর্বাদ করি তোমার বাৎসল্য প্রেমের ফল তোমার লাভ হউক। তোমার আমিত্ব নাশ হউক, সংসার আসক্তি দূর হউক। খাওন নিধনের জন্য কাঁদিও না। তোমার গোপাল লাভ হয় নাই সেই জন্য কাঁদ। এ দুদিনের ভোগ সুখ দিয়া কি করিবে? ভোগে কি সুখ আছে? সুখ যোগে। সুখ গুরু পাদ পদ্মে। সে সুখ কোনকালে ফুরোয় না। সংসার সুখে কেবলি দুঃখ আর জ্বালা। কেবল ঘোরাঘুরি, আসা যাওয়া। মুক্তি নাই। দেখ, গোপী প্রেমে আত্মসুখ ছিল না। কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ সুখের সেবাই তাহাদের স্বভাব। জয় ব্রজানন্দ হরে। জয় ব্রজানন্দ হরে। তুমি গোপালকে ভালবাস। সেই ভালবাসায় এ জগৎ ভুল হয়ে যাবে। তোমর আমিত্ব যাবে। তখন গালিগালাজ বকাবকি ফুল চন্দন তুল্য

লাগিবে। জয় শঙ্কর ! জয় শঙ্কর ! মাঈ, আমি এখন আসি।

আশীর্বাদক

তোমার গোপাল

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
২৭শে মাঘ, ১৩৫৩ সন

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া আমার দ্বিগুণতর উথলিয়া উঠিল। যতই পাঠ করিতে থাকি ততই নূতন বিষয় পাইয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হই। এমন সব পারিবারিক, সামাজিক কথা এত সুন্দরভাবে গুটাইয়া লিপিবদ্ধ করিতে পার। তাহা পাঠ করিয়া আমার আনন্দের সীমা থাকে না, তোমার মস্তিষ্ক শক্তি সঞ্চালন দেখিয়া আমি অবাক হই। তুমি কবিও একজন ভাল সাহিত্যিক। বাবা, তোমার কর্ম্ম খারাপ নয়। তুমি জীবনে দুঃখ পাও নাই, পাইবেও না। আমি শিব রাত্রি করিয়া তোমারে একবার দর্শন দিবার বাসনা রাখি। এখন মা চালাইলে হয়। পাকিস্তানই হউক, আর গোরস্থানই হউক, তুমি সুখে নিদ্রা যাও পদচ্ছায়ায়। পূর্ণ পুষ্য পুত্র রাখিতেছ। এর আবার অনুমতি কি, বাবা? গুরু থাকিতে চিন্তা

কোথায়। শ্রীমতিদের বিবাহের জন্য চিন্তা করিও না। চিন্তামনিই উহাদের চিন্তা করিতেছেন। তোমার চেষ্টা বিফল। নিজ শক্তিতে যখন কিছুই হইবে না তখন তুমি সষ্টাঙ্গে পদতলে পড়িয়া থাক। সবচেয়ে এই চেষ্টাই উত্তম। লোকের কথায় কি বা আসে যায়? আমি থাকিলে তো বাবা, আমিটাকে তুলিয়া ফেল। এই আমিই সমস্ত অশান্তির মূল। এখন একবার বলো "জয় ব্রজানন্দ হরে"। "গুরু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তুমি যাহা কর তাহাই ভাল। আমি তাহাই আদরের সহিত গ্রহণ করিব। তোমার যাহা পছন্দ হয়, আমি রাজী আছি। আমার এও বাহবা তত বাহবা"। বাবা, এইভাবে ষোল আনা আত্মনিবেদন করিয়া আনন্দ লও। ইহা ছাড়া আর এই সংসারে আনন্দ পাইবার দুসরা পথ নাই। এই পথে কিছু রাখিয়া কিছু দিলে চলিবে না। ফাঁক রাখিয়া ধর্ম্ম করিতে নাই। দোষী কর তো নির্দোষী খালাস দাও। এ সবই তোমার দান। আমি শিবরাত্রি করিয়া তোমাকে একবার দর্শন দিবার ইচ্ছা আছে। শ্রীমান শ্যামাদাস, শান্তি ও বেলা পাশ করিয়াছে এবং শ্যামাদাসকে H. School-এ ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। তোমার কাশের দিকে দৃষ্টি রাখিলাম। আর ২ সমস্তদিকেই দৃষ্টিপাত করিয়াছি। ধামে আনন্দ আসিয়াছে। শিবরাত্রির সময় আমার কাজের আর অবসর থাকে না। তোমার কুশল কল্যাণ কামনা করিতেছি। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা - ২
৭ই পৌষ ১৩৫৩ সন

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী সুবাসিনী মাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি কয়েকদিনের জন্য আমার গান্ডীরা নিবাসী শিষ্য ঁঅবলাকান্ত পরলোকগত হইয়াছে, তাহার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধামে তোমার পত্র পাইয়াছি। তাই পত্রের উত্তর করিতে দেরী হইল। আমি যখন যেখানে থাকি আমার মঙ্গলময় দৃষ্টি তোমাদের উপর থাকেই। তোমাদের মরন বাঁচন সব আমার হাতে। তোমরা মুক্ত পুরুষ, আমার লীলার সহায়তা করিতে শরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছ। আমি যখন আসিয়াছি, তোমরাও আমার সাথে আমার পরিষদরূপে আসিয়াছ। তোমরা নির্ভয়ে থাক। তোমাদের উপর অন্যের কোন অধিকার নাই। তুমি আনন্দে সংসার কর। মায়ার সংসারে পড়িয়া তোমার লাঞ্ছনা ভোগ কি রকম? সংসার তোমার নয়। তুমি বৃথা মায়া করিয়া হৃদয়ে অশান্তি ভোগ কর কেন? তুমি মন শুদ্ধ করিয়া একবার বল এ সংসার আমার নয়, এ সংসার ভগবানের। তা হলেই তো সব অশান্তি তোমার মিটে যায়। এ সংসার ''আমার'' বর্ত্তাইতে গেলেই অশান্তি ভোগ করিতেই হইবে। সংসারের লাভ লোকসান সবই ঘাড়ে বইতে হইবে। আর সংসারে ''আমি আমার ভাব'' বর্ত্তাইতে যদি না যাও, তবে কোন ভোগেই তোমারে পাইবে না। তুমি সদানন্দে কাল কাটাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। তোমারে কোন আপেলেপে পাইবে না। যেমন বড়লোকের বাড়ীর কি চাকরাণী খায় দায়, বাসার সমস্ত অন্য কাজ করে, কিন্তু কিছুই বুকে লাগায় না। একবার তুমি করেই দেখ না কেন? যদি হাতে

হাতে ফল নাইই পাও, তবে না হয় আমার উপদেশ অমান্য করিও। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। অবতার পুরুষরূপী জগৎগুরুর জয়। ভয় কি? মাঈ, গোপালরূপে যখন আমাকে পাইয়াছ তখন আর চিন্তা কি! আমি "গোপালের মা" এইটি তুমি নিশ্চয় করিয়া মনে টিক দাও। তবেই তো তোমার সব হইয়া যায়। ষড় রিপুতে তোমার কি করিতে পারে? ষড় রিপু কি দমন করিতে পারে বিনা গুরুর ইচ্ছায়। তুমি আচার বিচার লইয়া শুধাশুধি লড়াই করিও না। আচার বিচার কেবল মানুষের আত্মজ্ঞান লাভের উপায় মাত্র। আচার বিচার মানিয়া চলার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ।

তাহা যদি না হইল, তবে জানিবে আচার বিচার মানা বৃথা। তুমি হাজার বছর গঙ্গাস্নান কর বা নিরামিষ খাও তাতে যদি তোমার আত্মবোধ না জন্মে, গুরু চিনতে না পার, তবে তোমার আচার বিচার সবই মিছা। আর আচার বর্জ্জিত হইয়া কেহ যদি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তবে জানিবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালন করার উদ্দেশ্য হইয়াছে বিষয়ে বৈরাগ্য আনিবার জন্য। সেই ত্যাগ বৈরাগ্য যদি না আসে, তবে বিধি নিষেধ পালন করিয়া কি হইল! তুমি বিধিনিষেধের জালে পড়িয়া জীবন নষ্ট করিও না। তুমি উদ্দেশ্য হারাইয়া খালি উপায় নিয়া ঝগড়া করিয়া আত্মচিন্তা হইতে বিমুখ হইও না। আজকাল লোকেরা কেহ সংযম নিয়ম পালন করে বটে, কিন্তু সেই সব নিয়ম নিষ্ঠা কিসের জন্য করিতে হয়, তা জানে না। লৌকিক গুরুরাও সেইসব শিক্ষা দেয় না। আমার এইসব বাক্য খুব বুঝিয়া বুঝিয়া পড়িবে। তোমার পিত্রালয়ে নজর রাখিয়াছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

তোমার গোপাল

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তুমি আমার পত্র না পাইয়া বড়ই চিন্তিত ও দুঃখিত হইয়াছ জানিয়া আমার আনন্দের সীমা নাই। তোমার তুল্য ভক্ত ও ভাগ্যবান এ জগতে দুর্লভ। গুরু লাগি যার প্রাণ কাঁদে তার তুলনা কি আছে এ ভবে? বাবা, এ মহাজন বাক্য কি মিথ্যা হতে পারে? বাস্তবিকই তুমি ভক্তরাজ নামের যোগ্য। তোমার সংসারে যত সব বিপদাপদ দুঃখ দৈন্য কি ভাবে যে মেঘের মত আসিয়া আবার উড়িয়া যাইতেছে, আমি ভাবিয়া কুল পাই না। তোমার এক একটা সংবাদ পাই আর আমার হৃদকম্প উপস্থিত হয়। আবার তার পরক্ষণেই দেখি আনন্দে বুক ভরিয়া উঠে। এ সমস্তই তোমার ভক্তিবল, আর কিছুই না। আমি তোমার পত্রের উত্তর যথাসময়ে করিতে পারি না, কারণ ভক্তদের কাজ করিয়াই অবসর পাই না। আবার উত্তর করিব কোন সময়। তোমার কাজ করিয়া যেই অসবর পাইলাম তেমনি আর এক ভক্তের কাজ লইয়া পড়িলাম। এইভাবেই যথাসময়ে আমার পত্র দেওয়া হয় না। পত্র দেওয়ার দিকটায় আমি ব্যস্ত হই না, কার্য্য উদ্ধারের দিক দিয়াই আমার ঝোঁক থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে যাব বলিয়া ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এখানে শ্রীধামে এবার যথেষ্ট আম হইয়াছিল। সকাল বিকাল ভক্তদের লইয়া আম্র উৎসব করিয়াছি। কাজেই আর যাওয়া হয় না। হরু, শ্যামদাস, রুণু ইহাদের পত্র আমি ধামে থাকিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তোমাকে, বাবা, বাদ বা ত্যাগ করিলে আমার আর পৌরষ কি? তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া গুরু গুণগান করিয়া আনন্দ লাভ কর সেই চেষ্টাই আমার একমাত্র জানিবে। এবার ধান তলাইয়া যাহাতে না যায় সেই চেষ্টায় রহিলাম। ধান তলাইয়া

যাইবে না নির্ভয় থাক। বাবা, কষ্ট নাই তোমার, আর একটু স্বচ্ছল হইলেই হয়। শ্রীমতিদের বিবাহের দিকে লক্ষ্য রাখিলাম। তুমি চিন্তা করিও না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সব হইবে। সাহাজাদপুর পত্র দিয়াছি। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইয়া দাও। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই ভাল, তাহাই আদরের সহিত গ্রহণ কর। ভগবান যতই কেন কষ্ট দিন না, ভক্ত তাঁহার দিক ভিন্ন অন্য দিকে তাকান না। চাতক মেঘকে ছাড়িয়া কখনও আর কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করে না। বাবা ভক্ত জগতের সকলের তৃণবৎ মহান করেন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছিল, 'এ সংসারে ডরাই কারে রাজা যার মা - মহেশ্বরী, আনন্দে অনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত করি'। বাবা, এবার সমর্পণ, অকতোভয় হও। ভক্তি এবার অবশ্যই লাভ করিতে হইবে। ভক্তির মত এমন শক্তি ধর বস্তু আমার চোখে পড়ে নাই। তাই, বাবা, ভক্তির কাঙাল সাজিয়েছি। ভক্তির জয়। বাবা, আমার আশীর্বাদ লও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২ সন

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

সুবাসিনী মাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি, শান্তি, বেলা, হেনা, শ্যামদাস, হরু, বাবা ও অন্যান্য সই নিরাপদে সুস্থ শরীরে ও সুখে থাক। বাবার মানসিক

খুব শান্তি দৈহিক সুস্থতা এবং অর্থভাব বিষয়ে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি রাখিলাম। এখন হইতে তোমার ভালই যাইবে। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। এখন আর তোমার সংসারে কোন বিপদাপদ নাই। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত আছি। আমি শক্তিভর তোমাদের মঙ্গলের চেষ্টা কম করিতেছি না। তবে কিনা সংসার সুখ দুঃখময়। পানা পুকুরের মত। ঠেলিয়া দিলে কি হইবে? আবার আসিয়া ঘিরিয়া ফেলে। তুমি নামে থাক তবেই সংসারের তাপটা কিছু কম লাগিবে। নাম ছাড়িয়া দিলে মোটেই রক্ষা নাই। তোমার কথামত তোমার ভাইয়ের আরোগ্য কামনা করিয়া আশীর্বাদ পাঠাইয়াছিলাম। সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। তোমাদের সকাশে যাইবার তো কোন সম্ভাবনা দেখি না। একে ত' আমি এদিকে অবসর মোটেই পাই না। চারু কোথায় কি শুনিতে পাইয়াছে তা আমি জানি না। তবে দেখা যাক্। তুমি পিত্রালয়ে আর কিছু দিন পড়ে যাও। তুমি ব্যারাম পীড়া সংসারের অভাব অনটন সম্বন্ধে চিন্তা করিও না। এ সব অশান্তি কিছুতেই থাকিতে পারে না। আমি একপ্রকার তোমার সংসারের সাথে যুদ্ধ করিতেছি, তা বলিয়া কোন লাভ নাই। ফল ধরিলেই বুঝিতে পারিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
১৪ই বৈশাখ, ১৩৫৬ সন

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার একখানা পত্র বালিয়াখোড়ায় পাইয়া পরম

আনন্দ লাভ করিয়াছি। এবার বালিয়াখোড়া হইতে অসুস্থ হইয়া আসিয়াছি। তাই তোমার পত্রের উত্তর করিতে দেরী হইল। এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য পাই নাই। পেট পরিষ্কার হয় না। রুণুর পত্রে জানিলাম রুণুর বিবাহ হইয়াছে। আমাকে খবর করে নাই। বাবা, শিবরাত্রি ও দোলে আমার প্রতীক লইয়া আনন্দ করিয়াছ। আমার সাক্ষাৎ দর্শন পাইবার পথ তো খোলসা করিয়াই রাখিয়াছ। তোমার স্থান ঠিক হইল কিনা জানিবার খুবই ইচ্ছা জাগিয়াছে। কারণ আমি দৃষ্টি ফেলিয়া বসিয়া আছি। রাণাঘাটের ঐরূপ বাসা ছাড়িয়া দিয়া ভালই হইয়াছে। টাকা ফেরৎ পাইয়াছ কি? ফুলিয়া স্টেশনের ধারে জোগাড় কত দূর কি হইল? বাবা, তোমার একটা বসবাসের ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত আমারই বা শান্তি কোথায় তোমার প্রতি আমার বিশেষ লক্ষ্য আছে। তোমার যে কত্তাপনা ভাব নাই তাহও বুঝি। আমার উপরই যে তোমার সমর্পণ নির্ভর তাহাও বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। আর প্রকৃত সত্য যে তাই--"আমি কভু আমার নয়, এক ভাবি আর হয়"। আমি যদি আমারই হইতাম, তবে আমার ক্ষমতাধীন যাহা করিব ভাবিতাম তাহা তো করিতেই পারিতাম। তাই গুরু সহায় না হইলে জীবের একটি তৃণও তুলিবার ক্ষমতা নাই, গুরু ভক্তি ভিন্ন এই হস্তদ্বয় গ্রহণ করিতে পারে না, চক্ষু দর্শন করিতে পারে না, কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে না, জিহ্বা আস্বাদন করিতে পারে না, মন মনন করিতে, বুদ্ধি স্বকার্য সাধন করিতে অক্ষম হয়। আমার অপ্রকাশে তাঁহার প্রকাশ, আমার প্রকাশে তাঁহার অপ্রকাশ। নণী মাঈর মাথা খারাপ হইয়াছিল। আমি যাওয়ায় সুস্থ হয়। এখানে Passport হইয়া গেল। বাবা, তোমার কর্মে খারাপ কিছু নাই। তোমার অদৃষ্ট ভাল। গুরু যার সহায় তাঁর আবার কিসের ভয়?

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
২৭শে মাঘ, ১৩৫৩ সন

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী সুবাসিনী মাঈ, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। মাঈ, তোমার কোন অপরাধ নাই আমার শ্রীপাদপদ্মে। তুমি অকুতোভয় হও। আমি শিবচতুর্দ্দশীতে তোমার ফুল জলে গ্রহণ করিব। তুমি নিয়ম নিষ্ঠার সহিত আমাকে দিও। আর শিবরাত্রির পর আমি স্থুলে দর্শন দিব। তুমি টান রাখিও। পূর্ণ আর পরিষ্কার কি বলিবে? তার কাজ হইয়া গিয়াছে। আজ অনেকদিন ধরিয়া তাহার কোন খোঁজ খবর পাই না। আর বেশী দিন নাই। তোমার গোপাল আসিয়া তোমার প্রাণ জড়াইবে। আমি কি সাধ করিয়া ধামে ফিরিয়া যাইতে ব্যস্ত হই, আমাকে কে জানি ব্যস্ত করে। আমি তোমার কাছে সেবা ত' কম পাই না। সেইজন্যই যাই যাই করি না। ভক্তের কাঙাল কিনা আমি। তাই তারা আমাকে টানে, আর আমিও ভক্তের টানে থাকিতে পারি নে। তোমার বাসনা পরমার্থে কতই না কিছু করি। কিন্তু তার একটাও হইয়া উঠিতে চায় না। তোমার গোপালের পরিচয় তো অনেকেই দেখতে পাইয়াছে। আমি যে আমার মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরি। ইহা অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে, নইলে এমন হবে কেন? এই চরণ পূজা করিয়া অনেকেই তো পাইতেছে। এমন না যে কেহই পায় নাই। তবে আমার বিশ্বাস আছে যে, আমাকে পাইলে ফিরিতে হয় না। আজ ঢাকার অবস্থা বড় সুবিধা নয়। জয় ব্রজানন্দ হরে। জয় ব্রজানন্দ হরে।

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ।

গুরুধাম,
বাঙ্গুর এভিনিউ,
কলিকাতা - ৫৫
তাং ২/৫/১৯৭৭

নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

কল্যাণবর বাবা জগদীশ ও কল্যাণীয়া হৈম মাঈ,

নবদ্বীপ ব্রজধামের জন্য মণিকানন্দ সাধুকে পাঠাইলাম। তোমরা উভয়ে ধামে থাকিয়া তাহাকে সেবা-পূজা, আরতি, ভজন-কীর্ত্তন ও ধাম পরিচালনায় সর্ব্ব কার্য্যে সাহায্য করিবা, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। মনিকানন্দ তোমাদের সাহচর্য্যে ধামের পরিচালনায় যথাসাধ্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবে, আমি নিশ্চিন্তে থাকিব। তোমাদের নিজ নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধুকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া বর্তমানে ধামের সুপ্রতিষ্ঠার সংকল্পেই তোমাদের প্রতি আমার এই আদেশ, তোমাদেরও ভবিষ্যত প্রতিষ্ঠা লাভ আমার লক্ষ্য।

স্নেহাশীষ নিও।

ইতি -
আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

12.12.75
C/o, Ladha Ram Sindh Dharamsala
P.O. Brindaban Ahir Para
Dt: Mathura (U.P.)

স্নেহাস্পদা হৈম,

তোমার Reply Post Card পাইয়া হরিতে বিষাদ হইলাম। তুমি

আমার ভক্ত। আমার ভক্তের নাই বিনাশ। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্তে থাক। অবিরাম নাম চালাইয়া যাও। শ্বাসে শ্বাসে। নামের আগে যম ভাগে। শয়নে, ভোজনে, উঠিতে বসিতে চলাফেরা করিতে, সব সময়ই, ক্ষণমাত্র কাল বিরাম দিবে না। তোমার আসা যাওয়া ঘুঁচে যাবে। মুক্ত হইবে। ভব বন্ধন থাকবে না ছিন্ন হয়ে যাবে। এই ত সহজ উপায় মুক্তির।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

29.11.75
C/o, Seth Ladha Ram Sindh Dharamsala
P.O. Brindaban Ahir Para
Dt: Mathura (U.P.)

কল্যাণীয়া শান্তি আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

মা হৈম, তোমার পত্র পাইয়া বহুদিনের আশা আমার পূর্ণ হইল। আমার বাক্য সফল হইল। খুব সাবধানে বাকী কাজ সারিয়া, বেরিয়ে পড়। তোমার গুরুভক্তি থাকিলে শত্রু কি করিতে পারে। গুরু মেহেরবান ত চেলা পালোয়ান। আমি যারে রাখি তারে মারে কে। থাকো রাখো সাঁইয়া মারি সেকেনা কো। তুমি নাম তলোয়ার হাতে লইয়া নির্ভয় বসিয়া থাক। তোমাদের জয় হবেই হবে। আমি ত আমার ভাঙা দেহ নিয়ে সুদূর বৃন্দাবনে পড়ে আছি। এখনও কিছুই হয় নাই। খ্যাদ্যাদি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। শীত তেমনি অসহ্যনীয়। আমার দেহও ভাঙা। এখন কি করি উপায় দেখি না। গুরু তে করিতে পারে ভবসিন্ধু পার। এ বিশ্বাসে বসে আছি, আমরা কয়েকটি

প্রাণী এখানে আছি। তোমাদের কুশল মঙ্গলকল্যাণ হউক।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

গুরুধাম
৭ই আষাঢ়, বুধবার

কল্যাণীয়া ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

মা হৈম, আগামী ১৩ই আষাঢ়, ইং ২৭শে জুন, মঙ্গলবার বেলা ৮ টার মধ্যে তুমি গুরুধাম এসে পেঁছোবে। তোমাকে আমার সাথে এক ভক্তালয়ে যাইতে হইবে।

তোমাদের উভয়ের জীবন মধুময় হউক। তোমরা আমার কৃপার অধিকারী হও। অত্র শুভ। আমার মঙ্গলাশীষ গ্রহণ কর।
ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
১৪/১২/৬৭

কল্যাণীয়া ব্রজানন্দ আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

স্নেহাস্পদা হৈম, তোমার অসংখ্য প্রণাম ও পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আমার অদর্শন তোমার প্রাণে যে আঘাত দিয়াছে ইহা একটি

ভাব ভক্তির লক্ষণ। তোমার প্রাণে গুরুভক্তি জাগিয়াছে বলিয়াই একমাসের অদর্শন যেন কতদিন বলিয়া মনে করিতেছ। ভক্তি এল ত পলকে প্রলয় জ্ঞান হবেই। আমার মনে হয় তোমার ভক্তির টানে বড় বেশীদিন এখানে থাকিতে পারিব না। গুরুধামেঁ শিবরাত্রি উদযাপন করিয়া খুবই ভাল করিয়াছ। ইহাতে তোমার অনেক জন্মের পুঞ্জীকৃত পাপরাশি দূরীভূত হইয়াছে। গুরুধামটি আমার সৃষ্টি উহার প্রত্যেক অণুপরমাণুতেও আমি বিদ্যমান রহিয়াছি। ধাম, ধামেশ্বর দুই নয়, ধাম দর্শনে আমার দর্শন জানিবে। তুমি তোমার অবসর মত ধাম পরস করিয়া আসিবে। আমি ও তোমাকে বলিয়াছি আমার আসল কথা কইবে! গুরু ভক্তি নব দুই একটা গান গাইবে আমি শুনিব। মহামায়াকে অসুস্থ রাখিয়া আসিয়াছি, তাহার খোঁজ নিলে কোন অসুবিধা দাঁড়াইলে তাহা দূর করিবে। আমি কি ধামে আসিয়া ভক্তদের টানাটানিতে পড়িয়া গিয়াছি। আমার স্থুলদেহটাও বড় সুবিধা যাচ্ছে না। তুমি গুরুতে নির্ভর দাও। বিশ্বাস আন তোমার ইহকালে কি পরকালেও দুঃখ হবে না। তোমাদের জন্য আমারও প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করে কিন্তু কি করি সবাই যে আমার সন্তান, সবাই যে আমার আপন, সকলেই যে আমার মন দখল করে বসে আছে, আশীর্বাদ করি - তোমার স্বাস্থ্যসুখ লাভ হউক। তোমার ছোট বোনের পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিলাম। তোমার বড় বোন হাসপাতাল হইতে মঙ্গলমতই ফিরিয়া আসিয়াছে জানিয়া খুবই আনন্দ পাচ্ছি। তোমার ছোড়দার শরীর ভাল যাবে। ললিতা ভাল আছে জানিয়া আমার আনন্দ হচ্ছে। তোমার মায়ের দেহের অবস্থা ভালই যাবে, মনে রাখিলাম। তোমার ঘরে আমার শিষ্য, যারা স্পেন গেছে তাদের নাম ও ভুলিয়া গিয়াছি। ফটোগুলি খারাপ হয়ে গেল, আমি আরও মনে করেছিলাম ফটোগুলি তুমি পাঠাইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিব ব্রজানন্দ ধাম
রাধানিবাস
বৃন্দাবন
৭/৩/৭৬

কল্যাণবর গুরু আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা অভয়, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া খুবই প্রীতি লাভ করিলাম। আজ কয়েকদিন হয় বুড়াশিব ব্রজানন্দ ধামের রেজেষ্টারী হইয়া গিয়াছে। থাকার ঘর ইত্যাদি বেশ আছে। তবুও একটা আসন মন্দির করিতে হইল। ২/৫ দিনের মধ্যেই সিংহাসন পাতব। এখানে আসন পেতে আমার এত আনন্দ হয়েছে যে দেহ কষ্ট থাকিলেও কষ্ট বলিয়া মনে করি না। আমার লীলাভূমি, এবার আমি রাধাকৃষ্ণের ভাব নিয়াই অবতীর্ণ হয়েছি। তাইতে তুমি দেখতে পাবে আমার দেহের বর্ণ কিছু কাল আর কিছু পীত, কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ আর শ্রীমতি কাব্য বাবুরাণীর পীতবর্ণ দুই বর্ণ মিশিয়া এবার আমার দেহের বর্ণ শ্যামল পীতবর্ণ হয়েছে। এর আগের পর এসেছিলাম পৃথক পৃথক দেহে। এবার পৃথক দেহে আসি নাই দুই দেহ এক করে এসেছি। শ্রীবৃন্দাবনে আমার আর কোন অভাব আকাঙ্খা নাই। সবই মিটেছে। আমি দোলের পরই গুরুধামে আসিতেছি। তোমার ঘর ছেড়ে আবার ঘরে ঢোকা ঠিক হয় নাই। তুমি জয় ব্রজানন্দ বলে পরে থাকতে, দেখতে পেতে অলৌকিক লীলা, তোমার পেটের অসুখ অলৌকিক ভাবে দূর হয়ে যেত।

জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

বুড়াশিব ব্রজানন্দ ধাম
রাধানিবাস
বৃন্দাবন
২২/২/৭৬

কল্যাণবর গুরু আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা অভয়, তোমার কয়েকখানা পত্রই পাইয়াছি। বয়সাধিক্যে নিজে লিখতে পারি না বলেই যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই। তবে তোমার পত্রের মর্মগ্রহণ করিয়া কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়াছি। ভক্তালয় হইতে দৈনিকই ২/৪ খানা পত্র পাইয়া থাকি। উত্তর করিতে পারি না। পত্রের প্রার্থনা অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকি। কৃপা দৃষ্টি ফেলিয়া ভক্তদের প্রার্থনা পূর্ণ করি। যেমন জলে কচ্ছপ থাকে, ডিম পারার বেলায় ডাঙ্গায় এসে ডিম পারিয়া জলে গিয়া সে জল হইতেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ডিম ফুটায়। ভগবান অবতার পুরুষের ও কার্য তাই। তাই এই ব্যারাম ধামে থাকলেই সেরে যাবে। তোমার এই ব্যায়ামের সুপথ্যই হল সুখ পাক শুকতার ঝোল একটু দধি দুগ্ধই তোমার সুপথ্য। ইহা ধামে থাকলেই ব্যবস্থা করা যেত। বাবা আমিও এই দুরদেশে পারিয়া আছি। এই দারুণ শীত আমার উপর দিয়া গেল। আসন পাততে এসে এই দেহের ওপর দিয়া ভারী কষ্ট গেল। অর্থ দন্ডও হল। এখনও ভোগের অবসান হয় নাই। বৃন্দাবনে সব কিছুই ভারি দূর্মূল্য। এতদিনে মাত্র বাড়ী ক্রয়ের রেজেষ্ট্রী হয়েছে। আসল ঘর নির্মাণের কার্য আরম্ভ করিয়াছি।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রজানন্দ।

1.12.75
C/o, Ladha Ram Sindh Dharamsala
P.O. Brindaban Ahir Para
Dt: Mathura (U.P.)
1.12.75

কল্যাণবর শান্তি আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা ঊষারঞ্জন, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। কিন্তু দুঃখিত হইলাম তোমার অসুস্থতার খবর পাইয়া, কিছু চিন্তা করিও না। নির্ভয় হও। গুরু মেহেরবান্ ত চেলা পালোয়ান। গুরু ত তোমার প্রতি প্রসন্ন। শিষ্য কি অবসন্ন হইতে পারে। রাধারাণী যে কি লীলা আমার সাথে আরম্ভ করিয়াছে আজও একটা ঠাই করিতে পারিলাম না। বড় আশা করে এই ভাঙা দেহ নিয়ে আসিয়াছিলাম। কিন্তু রাধারাণী মোটেই আমল দিচ্ছে না। পূর্বের স্থানটা স্বাস্থ্যকর ছিল না তাই স্থানটি পরিবর্তন করে লাদ্ধারাম সিন্ধ ধর্ম্মশালায় কোন প্রকার ঠাই নিয়াছি। ভক্তরা সঙ্গে আছে তাই চালাইয়া নিতেছি। ভক্তরাও কোমর বেধে ঠাই করার জন্য লেগেছে দেখা যাক কি হয়। ধামে যাওয়া বন্ধ ক'র না। ঐ তোমার ঔষধ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

৫ লর্ড সিংহ রোড, কলিকাতা
১৫/৩/৫০

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, আমি এতদিন কলিকাতাতেই-ছিলাম, অদ্য ঢাকা শিবধামে প্লেনে রওনা হইলাম। যদিও তোমার সহিত পত্র ব্যবহার হয় নাই কিন্তু তোমার প্রতি আমার মন ছিল। কল্যাণকর দৃষ্টি ছিল। আমি ঢাকায় গিয়াই তোমাকে পৌছ সংবাদ দিব। তুমি নির্ভয় নিশ্চিন্ত থাক। নাম সত্য। নামে থাক, নাম হয়েছে নৌকা। নৌকায় থাকিলে যেরূর হাঙর কুমীরের ভয় থাকে না সেরূপ নামে থাকিলে সংসার বাঘে তাহাকে পায় না। আমার শান্তি আশীর্বাদ নাও এবং সকলকে জানাও। তোমার কুশল কল্যাণকামী।

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
২৬শে ভাদ্র, ১৩৫৯ সন

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা ধীরেন, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আশ্বিন মাসে আমার কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা আছে। কোন তরিখে যাইব তাহার কোন ঠিক নাই। সেই সময় হুন্ডি করিয়া টাকা লইয়া যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে শ্রীমান বরদাকে ডাকে কিম্বা নিজে গিয়া

দিয়া আসিতে পারি, ইহা ছাড়া তো আমি আর অন্য কোন পথ পাইলাম না। এক্ষণে যাহা ভাল হয় বাবা তাহাই কর। শ্রীমান শান্তির একটি ভাল কাজের চেষ্টায় আছি। শ্রীমান নেভিতে "Navy" একটি কাজের কথা আমাকে লিখিয়া ছিল আমি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম সে কাজ তো মন্দ নয়। তোমার কুশল কল্যাণ ইচ্ছুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
২০/৪/৬৫

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতে শ্যামদাস, তোমাদের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইলে বড়ই আনন্দ পাই, তবে বার্দ্ধক্য বশতঃ পত্রের উত্তর করিতে বিলম্ব হয়। তোমাদের যখন যাহা হয় জানাইবা আমি দৃষ্টি ফেলিব, তোমাদের উপর সবসময়ই আমার কৃপাদৃষ্টি আছে। তোমাদের কি আমি ভুলিতে পারি? বিশ্বনাথের কাজ দিয়েছি, তোমাকেও দিব, একটু সবুর কর। এখন নিতানন্দ সাধু কলিকাতা ঁগুরুধামে আছে তার নিকট আমার টাকাটা দিলে আমি পাব। সে হয়তো ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে আসবে। তোমরা কখনও এইভাবে পড়ে থাকবেন না, তোমাদের উন্নতি হবে। হরিদাসের প্রতিও লক্ষ্য রাখিলাম। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও, এবং নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতী হেনা, তোমাদের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইলে কতই যে আনন্দ পাই তাহা আর কি বলিব তোমরা আমার আপনজন। তোমাদের যখন যাই হয় লিখিয়া জানাইবে। পত্রের উত্তর পাও না বলেই যে আমার কৃপা পাওনা, তা নয়। তোমাদের প্রার্থনা অনুযায়ী আমি মঙ্গলময় কৃপাদৃষ্টি ফেলিয়া থাকি। শ্রীমান ব্রজনামের প্রতি লক্ষ্য রাখিলাম, তুমি নির্ভয় থাক। আমার নাতীন জামাইয়ের যাতে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে আমার নজর আছে। বেলাকে বলো সে যেন চিন্তা করে না, তার অভাব আমি পূরণ করবো। তেমরা সকলেই আমার শান্তিঃ আশীর্বাদ লও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা
২০শে শ্রাবণ ১৩৬৫

কল্যাণীয়া নারায়ণী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

কিরণ মাঈ, অদ্য বরদার পত্র পাইলাম, প্রার্থনা বুঝিয়া পাইলাম। বাবা বরদার অসুখের কথা জানিয়া বিশেষ চিন্তায় আছি। যদিও কোন ভয়ের কারণ নাই আমি বরদার অসুখ হইবার সময় একখানা পত্র আশীর্বাদ সহ দিয়াছি। তোমাদের সব দিকেই আমি চাহিয়া আছি। তোমরা কোন চিন্তা

করিওনা। বরদার অসুখ সারিয়া যাইবে। দেহ থাকিলে তার অসুখ বিসুখও আছে। এতে ভয়ের কি আছে। আমি তোমার কথা কখনই ভুলিয়া থাকি না। শ্রীমান শান্তি পরীক্ষায় পাশ করিবে। তোমাদের শরীর কেমন আছে জানাইবে। তোমাদের লটারী খেলায় কি হইল খেলা হইয়া গিয়া থাকিলে জানাইবে। পত্র পাইয়া -- বরদার শরীর এখন কিরূপ জানাইবে আমি একপ্রকার আছি। ধামস্থ সকলেই এক প্রকার আছে। ধীরেন তোমার শরীর কিরূপ জানাইবে।

স্নেহাস্পদ শান্তিঃ,

তোমার লেখনী পাঠ করিয়া শান্তি লাভ করিলাম। তোমাদের পরীক্ষায় দৃষ্টি রাখিলাম। তোমাদের লটারী খেলা কি হইয়া গিয়াছে লিখিবা। আমার শান্তি, আশীর্বাদ তোমরা সবাই গ্রহণ করো।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

গুরুধাম,
কলকাতা
১৩/১০/৬০

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বিশ্বনাথ, আমি কাল P.G. Hospital, Mackenzie word Bed No. 6-এ আসিয়াছি। সপ্তাহ দুয়েক এখানে থাকিতে হইবে।

বাবা তোমার ঈপ্সিত স্থানেই তোমার চাকুরী হউক--এই আমার ইচ্ছা।

প্রণামী পাঠাইতে হইলে - ব্রহ্মচারী বলহরি, গুরুধাম, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলিকাতা - ২৮ ঠিকানায় পাঠাইবে।

তোমরা সবাই আমার শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
ভাদ্র, ১৩৫৮ সন

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা অসিতারঞ্জন, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম। তোমার কাকার পত্র আমি অনেকদিন ধরিয়া পাই নাই। তোমার কাকার পরিচিত জনৈক ভক্তের একখানা পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাতে জানিলাম তোমাদের বাসা নরচর হইবে তাই পত্র দিতে পারি নাই। এদিকে আমি গত ৫ই ভাদ্র পা পিছলাইয়া পড়িয়া চলৎশক্তি রহিত হই। তারপর ভক্তেরা হাসপাতালে লইয়া যায়। সেখানে X-ray হয়। ভাঙ্গাটুকু নাই সাহেব কেবল বিশ্রাম দিয়া শোয়াইয়া রাখে। তারপর ৪/৫ দিন আলট্রা ভায়োলেট রে দিয়া সাহেব আশ্রমে পাঠাইয়া দেয় এবং আরও ৪ সপ্তাহের

বিশ্রাম লইতে বলে। এখন ৮/৯ দিন যাবৎ আশ্রমে, চলাচল করিতে পারি না। কেবল ঘরেই একটু নরাচরা করি মাত্র। এই খবর পাইয়া জনৈক ভক্ত লিখিয়াছেন- (আমরা নরাধম মহাপাপিগণে অসংখ্য মহাপাপ নিয়ে আপনার ঐ শান্তিময় চরণ যুগল স্পর্শ করি সেই পাপে এইরূপ ঘটিয়াছে)। তাহা না হইলে ঁ বাবা বুড়াশিবের প্রিয়তম একদেহ পূর্ণাবতার তাঁর এ অবস্থা কিছুতেই হইতে পারে না। ঁ বাবা বুড়াশিবের নিকট এই প্রার্থনা যে যত সত্বর তাঁহার পা ভাল করিয়া দিয়া আমাদিগকে শান্তি দান করুন। আমি পূজার সময় উপস্থিত হইতে না পারিলেও পূজার পর অবশ্যই দর্শন দিব। তোমাদের সকলের উপরেই আমার মঙ্গলময় দৃষ্টি রহিল। তোমাদের একটু স্বচ্ছল অবস্থা দেখিতে পাইলেই শান্তি পাইতাম। আমি অচিরেই তোমাদের শান্তি দানের চেষ্টায় রহিলাম। ভক্তের দুঃখ কি আমি সইতে পারি! বাবা ভক্তি রাখ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশীর্বাদ করি, তুমি ধনে জনে সুখী হও। তোমার কোনখানেই ভয় নাই। বাড়ীতেই বা অন্যত্র যে কোন স্থানে থাক তুমি নিরাপদেও

স্বাচ্ছন্দেই থাকিতে পারিবে। ইহা আমি বিশেষ ভাবে জানিয়াই কহিতেছি। বাড়ীতে থাকিলেও তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। এখন দেশের অবস্থা ক্রমশই ভালর দিকে গড়াবে। পূর্বের মত প্রাণের ভয় আর এখন নাই। আর এক কথা তুমি তো ভক্তরাজ, ভগবানের কৃপার পাত্র, তোমার সহজেই সমস্ত শুভ ও কল্যাণ হইবে। ভগবানের মহিমা অপার তাঁর কৃপায় কিনা হয়, মৃত ব্যক্তি জীবন পায়, শিলা জলে ভাসে, কাঠবিড়ালী সাগর বাঁধে, ডুবে অতল জলে, করেন ঘোড়া গাধা পিটায়ে তার লীলা কে বুঝে, বাবা, তুমি আনন্দকরে খুব করিয়া নাম চালাইয়া যাও। মনের আধার সব দূর হয়ে যাউক।

তাঁর প্রতি -ভক্তি স্থাপন করিয়া বসিয়া থাক। সর্বসিদ্ধি তোমার করতলগত। গাভী বাচ্চা দিয়াছে জানিয়া বড়ই আনন্দ হইল সেবায় লাগাইয়া লও। তারপর যা করিতে হয় করিও। আমি ভালই আছি ধামস্থ সকলেই ভাল আছে। তুমি আমার শান্তি আশীর্বাদ লও। মাঈবাড়ী আসিলে আমাকে জানাইও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রজানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
ঢাকা

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার ভক্তি পূর্ণ পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীমান শান্তির জ্বর ও আমার মাঈর দাস্ত অল্পেতেই সারিয়া

গিয়াছে। ইহা তোমারই ভক্তির গুণে। আমারতো বাক্যই আছে তুমি বিপদের মাথায় না ফেলিয়া সংসার পথে চলিয়া যাও। তোমার গায়ে একটা আঁচর পর্য্যন্ত লাগিবে না। সংসার যাঁতা ঘুড়িতে থাকুক তুমি খুঁটি আশ্রয় করিয়া পরমানন্দলাভ কর। বাবা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিয়াছি আমার ভক্তের বিনাশ নাই। আমার বাক্য স্মরণ করিয়া নির্ভয়ে থাক। তোমার নির্ভয় ও ভক্তি যতই বাড়িবে তোমার শান্তি সুখও ততই দেখা দিবে। ব্রজানন্দকে হৃদয়ে বসাইয়াছ তোমার মঙ্গল সৃষ্ট করতে কতক্ষণ। সব কর্ত্তার ইচ্ছায় কখন কী হইতেছে হইতে দাও তোমার কী যায় আসে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
১০ই কার্ত্তিক ১৩৫৫ সন

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

বাবা বরদা, তোমার ঁবিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিয়াছি। আশীর্বাদ করি, তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। দিন একরূপ চলিয়া যাইবেই। তুমি জয় ব্রজানন্দ হরে বলিয়া আনন্দে মজিয়া থাক। অন্নসহ স্থান সেই করিবে। কোন কিছুরই অভাব বোধ করিও না। আমি যোগাইতেছি। আমার সীমা

আশাপূরণ। বাবা, তোমাকে কোনদিন অভাবে রাখি নাই আর রাখিবও না। শ্রীমান শ্যামদাস অচিরেই ভাল হইবে। আমার হাতে মুঠে। তাহারা অমরণ আমার সখা। সাহাজাদ পুর হইতে পত্র পাইলাম। মাঈলিখিতেছে, শীতের সময় শান্তিপুরে গেলে আমার অসুখ দেখা দিতে পারে, ডাক্তার বলে। কিন্তু আমি তোমার সংসারের কাজ করিতে চাই। এখন তুমি যাহা ভাল মন করো তাহাই করিব।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***

বুড়াশিবধাম,

ঢাকা

কল্যাণীয়া নারায়নী আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

ঝুনু, তোমার বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিলাম। আশীর্বাদ করি, তুমি চিরসুখী হও। আমার দর্শন পাইবার জন্য লিখিয়াছ - কি ভাবে যে তোমাকে দর্শন দিব তাহা আমিও বুঝিয়া উঠি না। আমার গত পৌষ হইতে উদরে একটা বেদনা হয়। বেদনা মাঝে মাঝেই হইয়া উঠে সেজন্য কোথাও যাইতে পারি না। নাহলে, এতদিনে অবশ্য দর্শন পাইতে। যাহোক তোমাদের যদি ভাগ্যে থাকে, তবে ইদের সময় চেষ্টা করিয়া দেখিব।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বুড়াশিবধাম,
রমনা, ঢাকা-২
২০/৪/৬৫

কল্যাণবর নারায়ন আশীর্বাদ চিরঞ্জীব,

আয়ুষ্মতে শ্যামদাস, তোমার নববর্ষের প্রণাম পাইয়া আশীর্বাদ করিতেছি এই বছরেই তোমার চাকরী হউক। অর্থ কষ্ট দূর হউক। লুপ্ত মান, গৌরব ফিরে আসুক। মনবাঞ্ছা পূরণ হউক। এই বছরে তোমার পূর্ণ শান্তি বিস্তার হইবে। তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। তাহারে আমি দর্শন দিব। তোমাদের দুঃখ কষ্ট আমার সহ্য হইতে চায়না। এবার তোমাদের কাছ ছারী নাই। কেবল গুরুনাম দিনান্তে একবার স্মরণ করিবে। আমার সর্বশক্তি এই নামের মধ্যেই দিয়েছি। একটু নিষ্ঠা ভক্তি সহকারে নিলেই, তোমাদের যে সুখ পরলোকে পরামৃত লাভ হইবে, তোমাদের আর কোন সাধন ভজন নাই ঁ বরদার সবগুলি ভজন আমার কাছে নাই। আর আমাকে দেয়ও নাই। তুমি, হরু, ধীরেন, হাসি, হেনা, বিশ্বনাথ, বেণী, বিন্দু, রুনু, শান্তি সকলেই আমার শান্তি আশীর্বাদ লও।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আশীর্বাদক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

***